মাসিক

# আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

## ঈদুল আযহা সংখ্যা

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
এপ্রিল '১৯৯৮

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

# আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

*১ম বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা*

যিলহজ্ব ১৪১৮ হিঃ
চৈত্র ১৪০৪ সাল
এপ্রিল ১৯৯৮ ইং

**সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**নির্বাহী সম্পাদক**
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

**সার্কুলেশন ম্যানেজার**
শামসুল আলম

**বিজ্ঞাপন ম্যানেজার**
অলিউয্ যামান

***কম্পোজঃ*** হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

***যোগাযোগঃ***
**নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

***মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।***

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র

সম্পাদকীয়
দরসে কুরআন ৩
দরসে হাদীছ ৫
প্রবন্ধ ঃ
আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্তঃ কুরবানী ১২
-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন
আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহী বিরোধী
ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১৭
-আব্দুস সামাদ সালাফী
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছালাত ১৯
-আব্দুল আউয়াল
ছাদেকপুর, পাটনা ২২
-আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী
ছাহাবা চরিত্র ২৬
'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ (রাঃ)
-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান
গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৩৩
-যিয়াউর রহমান বিন আব্দুল গণী
হাদীছের গল্প ৩৪
-মুহাম্মাদ ছহীলুদ্দীন
কবিতা ৩৫-৩৭
নির্ভীক সেনা -শিহাবুদ্দীন সুন্নী
মোদের ইসলাম -মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
জাগো মুসলিম মিল্লাত -মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
কুরবানী -সহিষ্ণু
সুন্নাতে ইবরাহীমীঃ এই কুরবানী
-আতাউর রহমান মণ্ডল
সোনামণিদের পাতা ৩৮
স্বদেশ-বিদেশ ৪১
মুসলিম জাহান ৪৪
বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৬
মারকায সংবাদ ৪৮
সংগঠন সংবাদ ৪৮
পাঠকের মতামত ৪৯
**প্রশ্নোত্তর** **৫০**

http://islaminonesite.wordpress.com

# সম্পাদকীয়

## খোশ আমদেদ ঈদুল আযহা

ত্যাগ ও কুরবানীর আহবান নিয়ে **ঈদুল আযহা** আমাদের দ্বারপ্রান্তে সমাগত। ভোগবাদী মানুষকে ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঈদুল আযহা তার আন্তরিক আহবান নিয়ে আমাদের দুয়ারে দণ্ডায়মান। ভোগের আনন্দ জাগতিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ স্থায়ী। ভোগের আনন্দ জাগতিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ অপার্থিব। ভোগের আনন্দ বাহ্যিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ অনির্বচনীয় ও আন্তরিক। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতে সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। অন্যান্য ধর্ম তাদের অনুসারীদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াত্যাগী হবার উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ঈদুল আযহা সেই অনুপম ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব, যা মুসলিম উম্মাহ্‌র দু'টি বার্ষিক আনন্দ উৎসবের অন্যতম প্রধান উৎসব।

ঈদুল আযহার মূল আহবান হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ। সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর উর্ধে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হ'ল ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা।

বান্দা যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তার প্রভু আল্লাহ্‌র নিকটে সমর্পণ করে দেয়, তখন আল্লাহ তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়টির বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার।

আল্লাহ্‌র প্রতি ইবরাহীমের একনিষ্ঠ একাগ্রতা যেমন আমাদেরকে মুগ্ধ করে, পিতার ছুরির নীচে যবহ হওয়ার জন্য তরুণ বালক ইসমাঈলের নির্ভেজাল আনুগত্য তেমনি আমাদেরকে ব্যাকুল করে তোলে। ওদিকে একমাত্র দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহ্‌র নিকটে সোপর্দ করে যখন বুকে পাষাণ বেঁধে ইবরাহীম ফিরে যাচ্ছেন, আর আকুলিত বিস্ময়ে ব্যকুলিত মনে স্ত্রী হাজেরা পিছু পিছু এগোচ্ছেন আর বলছেন, ওহে স্বামী! আপনি এ বিরান ভূমিতে আমাদেরকে কেন এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? নির্বাক ইবরাহীমের কোন জওয়াব না পেয়ে স্ত্রী হাজেরার ঈমানী শক্তি যখন বলে উঠলঃ আল্লাহ কি আপনাকে এ নির্দেশ দান করেছেন? অনেক কষ্টে ইবরাহীম শুধু বলেছিলেন 'হাঁ'। এতটুকুতেই ঈমানী তেজে তেজিয়ান হাজেরা বলে উঠেছিলেন 'তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না'। স্বামী, স্ত্রী ও শিশুপুত্রের এই গভীর আত্মবিশ্বাস, অতলান্তিক ঈমানী প্রেরণা, আল্লাহ্‌র প্রতি নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ও অবশেষে আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাঁর হুকুম মোতাবেক জীবনের সর্বাধিক প্রিয় একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে যবহ করার কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ- এসবই ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি অটুট আনুগত্য, গভীর আল্লাহভীতি এবং নির্ভেজাল তাওহীদ ও তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা। ইবরাহীম আল্লাহ্‌র হুকুমে পুত্র কুরবানী করেছিলেন। মূলতঃ তিনি এর দ্বারা পুত্রের প্রতি মহব্বতকে কুরবানী করেছিলেন। আল্লাহ্‌র ভালোবাসার চাইতে যে পুত্রের ভালোবাসা বড় নয়, এটিই প্রমাণিত হয়েছিল তাঁর আচরণে। আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন। আর এটাই হ'ল প্রকৃত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। ইবরাহীমী তাক্বওয়া ছিল আপোষহীন ও একনিষ্ঠ। আল্লাহদ্রোহী নমরূদের ৪০০ শত বৎসরের শাসনামলে ইরাক ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে একটি পশুর সমাজ। ধর্মের নামে ছিল শিরকে আচ্ছন্ন একটি লোকাচার মাত্র। সমাজে নৈতিকতা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। এমন এক পুঁতিগন্ধময় সমাজে ইবরাহীমের উত্থান ছিল বৈপ্লবিক। সে বিপ্লব রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক নয় বরং নৈতিক, যা সার্বিক রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশের আজকের সমাজ নমরূদী সমাজের চেয়ে তেমন উন্নত বলে দাবী করা যাবেনা। অনৈতিকতার প্লাবনে দেশ ছেয়ে গেছে। পর্ণকুটীর হ'তে বঙ্গভবন পর্যন্ত দুর্নীতি আর মিথ্যাচারে ভরপুর হয়ে গেছে। এই পুঁতিগন্ধময় সমাজকে তার অধঃপতিত অবস্থা হ'তে টেনে তোলার জন্য চাই ইবরাহীমী তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একটি অকুতোভয় ঈমানদার যুবশক্তি। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার পূর্বে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি দিতে হবে। ভূলুণ্ঠিত মানবতার উত্থান ঘটাতে হবে। পুনরায় যদি ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী আত্মত্যাগের উত্থান ঘটানো সম্ভব হয়, তাহ'লে আবারও প্রজ্জ্বলিত আগুণ মুমিনের জন্য ফুলবাগিচায় পরিণত হবে। বাংলাদেশ সত্যিকার ভাবে সোনার দেশে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ঈমানদার ও তাক্বওয়াশীল এবং আপোষহীন সত্যসেবী হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

ঈদুল আযহার এই পবিত্র ক্ষণে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক ও এজেন্ট ভাইদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

اگر پیدا ہو پھر ہم میں إبراهیم کا إیماں پیدا

آگ کر سکتي ہے پھر انداز گلستاں پیدا

http://islaminonesite.wordpress.com

## দরসে কুরআন

# চাই আল্লাহভীতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ، كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ. الحج ٣٧-

**উচ্চারণঃ** লাঁই ইয়ানা-লাল্লা-হা লুহূমুহা ওয়া লা দিমা-উহা ওয়া লা-কিঁই ইয়ানা-লুহুত্ তাক্বওয়া মিন্কুম ও কাযা-লিকা সাখ্খারাহা লাকুম লিতুকাব্বিরুল্লা-হা আলা মা হাদা-কুম, ওয়া বাশ্শিরিল মুহসিনীনা।

**অনুবাদঃ** কখনোই পৌঁছে না আল্লাহ্র নিকটে কুরবানীর পশুর গোস্ত বা রক্ত। বরং তাঁর নিকটে পৌঁছে কেবলমাত্র তোমাদের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আর এ কারণেই কুরবানীর পশুকে তোমাদের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত ঘোষণা করতে পার তোমাদেরকে তিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য। সুসংবাদ দাও নেককার বান্দাদের জন্য' (হজ্জ ৩৭)।

**শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ** (১) 'লাঁই ইয়ানা-লাল্লা-হা' কখনোই পৌঁছে না আল্লাহ্র নিকটে। 'লান' না- সূচক তাকীদ অর্থে ক্রিয়ার প্রথমে বসার কারণে 'কখনোই না' অর্থ হয়েছে (২) 'লুহূমুহা'-উহর গোস্ত সমূহ (৩) 'দিমা-উহা' উহার রক্ত সমূহ (৪) 'লা-কিন' কিন্তু, বরং (৫) 'ইয়ানা-লুহু' পৌঁছে তাঁর নিকটে (৬) 'তাক্বওয়া মিনকুম'-তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহভীতি (৭)'কাযা-লেকা'-ঐরূপ। ইস্মে ইশারা বাঈদ বা দুরবর্তী ইঙ্গিত সূচক বিশেষ্য। ইবনু কাছীর (রহঃ) অর্থ করেছেন, مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ سَخَّرَ لَكُمُ الْبُدْنَ 'ঐ কারণে আল্লাহ তোমাদের জন্য কুরবানীর পশু গুলিকে অনুগত করে দিয়েছেন' (ঐ, তাফসীর ৩/২৩৪)। অর্থাৎ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যবহ বা কুরবানী করার জন্যই ঐ শক্তিশালী প্রাণীগুলিকে তোমাদের মত দুর্বলদের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে (৮)'সাখ্খারা হা- লাকুম' 'অনুগত করে দিয়েছেন ঐ পশুকে তোমাদের জন্য' (৯) 'লি তুকাব্বিরুল্লা-হা' যাতে তোমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা কর (১০) 'আলা মা হাদা-কুম' তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন, সেজন্য' (১১) 'বাশশির' আমর হাযের মা'রূফ বা আজ্ঞাসূচক ক্রিয়া। ছীগা ওয়াহেদ বা একবচন। অর্থাৎ আপনি সুসংবাদ দিন (১২) 'মুহসিনীনা' নেককারগণকে। 'ইহসান' অর্থ সুন্দরভাবে কোন কিছু করা, কেউ কিছু দান করলে তার সুন্দর প্রতিদান দেওয়া, সুন্দর আমল করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শুধু নেক আমল করা নয় বরং সুন্দরতর ভাবে নেক আমল সম্পাদন করা। 'ইহসান' থেকে ইসমে. ফা'এল বা কর্তৃকারকে 'মুহসিন'। যার অর্থ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে নেক আমলকারী ব্যক্তি। বহুবচনে মুহসিনূনা। এখানে বাক্যের মধ্যে মাফ'উল বা কর্মবাচ্য হওয়ায় 'মুহসিনীনা' হয়েছে।

**শানে নুযূলঃ** জাহেলী যুগে আরবরা তাদের উপাস্য দেবতাদের নামে কুরবানী করত। অতঃপর কুরবানীর গোস্তের কিছু অংশ এনে মূর্তিগুলির মাথায় রাখত ও তার উপরে কুরবানীর পশুর রক্ত ছিটিয়ে দিত (ইবুনকাছীর ৩/২৩৪)। কেউবা ঐ পশুর রক্ত কা'বাগৃহের দেওয়ালে লেপন করত। মুসলমানেরাও অনূরূপ করার চিন্তা-ভাবনা করলে এই আয়াত নাযিল হয় (কুরতুবী ১২/ ৬৫ পৃঃ)।

**কুরবানীর প্রথাঃ** আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পশু কুরবানীর প্রথা মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চলে আসছে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল-এর কুরবানী থেকেই এর শুরু। তারপর থেকে বিগত সকল উম্মতের উপরে এটা জারি ছিল। আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ-

'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা উক্ত পশু যবহ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন' (হজ্জ ৩৪)। তবে সেই সব কুরবানীর নিয়ম পদ্ধতি আমাদের জানানো হয়নি। আমাদের উপরে যে কুরবানীর নিয়ম চালু হয়েছে তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে চালু করা হয়েছে (নায়ল ৬/ ২২৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মাদানী জীবনের দশ বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন (তিরমিযী, মিশকাত আলবানী (বৈরুতঃ ১৯৮৫) হাদিছ সংখ্যা/১৪৭৫। তিনি বলেন,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا، رواه أحمد وابن ماجه

অর্থাৎ যে ব্যক্তির সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না,

http://islaminonesite.wordpress.com

সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।- আহমাদ, ইবনুমাজাহ, নায়ল ৬/২২৭ পৃঃ। তবে এটি ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব ভেবে না নেয়, এজন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) অনেক সময় কুরবানী করতেন না (ইবনুকাছীর ৩/২৩৪, কুরতুবী ১৫/ ১০৮)।

## কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

আল্লাহপাক ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাঈল কে কুরবানী করার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى، قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ- فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلَؤُا الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ (الصافات ١٠٢-١٠٩)-

'যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার মত বয়সে উপনীত হ'ল, তখন তিনি তাকে বল্লেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। অতএব বল তোমার মতামত কি? ছেলে বলল, হে আব্বা! আপনি নির্দেশ প্রতিপালন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন (ছাফফাত ১০২)। অতঃপর যখন পিতা পুত্র আত্মসমর্পন করলেন ও পিতা পুত্রকে উপুড় করে ফেল্লেন (১০৩)। আমরা তখন ডাক দিলাম হে ইবরাহীম (১০৪)। নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এমনিভাবে নেক্কার বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি (১০৫)। নিশ্চয়ই এটি একটি স্পষ্ট পরীক্ষা (১০৭)। এবং আমরা পরবর্তীদেরকে এর উপরে (অর্থাৎ কুরবানী প্রথার উপরে) ছেড়ে দিলাম (১০৮)। 'ইবরাহীমের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক' (১০৯)!!

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল বিবি হাজেরার গর্ভে এবং ৯৯ বছর বয়সে ইসহাক বিবি সারাহ-র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বমোট ২০০ বছর বেঁচে ছিলেন (ইবনুকাছীর ৪/১৬; মুয়াত্ত্বা, কুরতুবী ২/৯৮-৯৯)।

ফার্রা বলেন, যবহের সময় ইসমাঈলের বয়স ১৩ বছর ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঐ সময় তিনি কেবল সাবলকত্বে উপনীত হয়েছিলেন (কুরতুবী ১৫/৯৯)। এমন সময় পিতা ইবরাহীম স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান নয়নের পুত্তলি ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন।' নবীদের স্বপ্ন 'অহি' হয়ে থাকে। তাদের চক্ষু মুদিত থাকলেও অন্তরচক্ষু খোলা থাকে। মুক্বাতিল বলেন, ইবরাহীম (আঃ) একই স্বপ্ন পরপর তিনরাত্রি দেখেন। প্রথম রাতে তিনি স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে ভাবতে থাকেন কি করবেন। এজন্য প্রথম রাতকে 'ইয়াউমুত তারবিয়াহ' (يوم التروية) বা স্বপ্ন দেখার রাত বলা হয়। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্দেশ হয়েছে। এজন্য এ দিনটি 'ইয়াউমু আরাফা' (يوم عرفة) বা 'আরাফার দিন' বলা হয়। তৃতীয় দিনে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখায় তিনি ছেলেকে কুরবানী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য এ দিনটিকে বলা হয় 'ইয়াউমুন নাহ্র' (يوم النحر) বা 'কুরবানীর দিন'। বর্ণিত আছে যে, যবহের সময় জিব্রীল (আঃ) বলেন ওঠেন 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর' ইসমাঈল বলেন, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবর' ইবরাহীম বলেন, 'আল্লাহ আকবর আলহামদু লিল্লাহ'। পরে এটিই 'সুন্নাত' হয়ে যায় (কুরতুবী ১৫ ১০২)। অধিকাংশ ছাহাবী এবং ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে ঈদায়নের তাকবীর হিসাবে-'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু, আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লা-হিল হাম্দ' (ইবনু তায়মিয়াহ মজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/২২০)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন কুরবানীর আদেশ দেওয়া হ'ল, তখন ইসমাঈল বল্লেন,

ليس لى ثوب تكفننى غيره فاخلعه حتى تكفننى

'আমার অন্য কোন কাপড় নেই, যা দিয়ে আপনি আমাকে কাফন পরাবেন। অতএব আমার গায়ের জামা খুলে নিন, যাতে এটা দিয়ে আপনি আমার কাফন পরাতে পারেন'। ইবরাহীম তখন ওটা খুলতে লাগলেন। এমন সময় পিছন থেকে আওয়ায এলো (يَاإِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا) 'হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন সার্থক করেছ' (ছাফফাত ১০৫)। ইবরাহীম পিছন ফিরে দেখেন যে, একটি সুন্দর চোখওয়ালা ও শিংওয়ালা সাদা দুম্বা (كبش أبيض أقرن أعين) দাঁড়িয়ে আছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই জন্য আমরা কুরবানীর সময় অনুরূপ ছাগল-দুম্বা খুঁজে থাকি (ইবনু কাছীর,

http://islaminonesite.wordpress.com

তাফসীর ৪/১৭ পৃঃ)। তিনি বলেন যে, ঐ দুম্বাটি ছিল হাবীলের কুরবানী, যা জান্নাতে ছিল যাকে আল্লাহ ইসমাঈলের ফিদ্ইয়া হিসাবে পাঠিয়েছিলেন' (কুরতুবী ১৫/ ১০৭)। হাসান বছরী বলেন, ঐ দুম্বাটির নাম ছিল 'জারীর' (ইবনু কাছীর ৪/১৯)। ইবরাহীম উক্ত দুম্বাটি ছেলের ফিদ্ইয়া হিসাবে কুরবানী করলেন ও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন (يابنى اليوم وُهِبْتَ لى) 'হে পুত্র! আজই তোমাকে আমার জন্য দান করা হ'ল' (কুরতুবী ১৫/১০৭)। ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ১০৭ নং আয়াত وفديناه بذبح عظيم উল্লেখ করে বলেন, এ আয়াতটি দলীল হ'ল এ বিষয়ে যে, উট ও গরুর চেয়ে ছাগল কুরবানী করা উত্তম' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও শিংওয়ালা দু'টো করে খাসী দিয়েছেন। অনেক বিদ্বান বলেছেন, যদি এর চাইতে উত্তম কিছু থাকত, তবে আল্লাহ তাই দিয়ে ইসমাঈলের ফিদইয়া দিতেন'(ঐ)। তবে উট, গরু, ভেড়া বা ছাগল দ্বারা কুরবানীর ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে।

তাফসীরে কুরতুবীতে যবহের দৃশ্য খুবই করুণ ভাবে বর্ণিত হয়েছে (১৫/ ১০৪-৫)। কিন্তু তিনি সনদ ও হাওয়ালা বিহীনভাবে সেগুলি উল্লেখ করায় আমরা তা থেকে বিরত থাকলাম। আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা ও গভীর তাকওয়াই যে ইবরাহীমী কুরবানীর প্রধান বিষয় ছিল, সে কথাটি সর্বদা আমাদের মনে রাখা উচিত।

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু ঐ তোরণ
আজি আল্লাহ্র নামে জান কুরবানে ঈদের পূত বোধন
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

*গৃহীতঃ কাজী নজরুল ইসলাম -এর 'কুরবানী' কবিতা হ'তে।*

## দরসে হাদীছ

# বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وان الله إذا أحبَّ قومًا ابتَلاَهم فمن رَضِيَ فله الرضا ومن سَخِطَ فله السَّخَطُ رواه الترمذى

وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه- وفى الباب عن عبد الله بن مغفل عند الطبرانى والحاكم عن عمار بن ياسر عند الطبرانى وعن أبى هريرة عند ابن عدى فالحديث صحيح بهذه الشواهد كما فى حاشية رياض الصالحين للنووى رقم الحديث ٤٣-

অনুবাদঃ হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার ফলে হ'য়ে থাকে। আল্লাহ পাক যখন কোন কওমকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি সেই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'। -তিরমিযী, সনদ হাসান, হাদীছ সংখ্যা ২৩৯৬ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাহকীকঃ কামাল ইউসুফ আল-হউত ১৪০৮/১৯৮৭) ৪/৫১৯ পৃঃ।

**সনদঃ** ইমাম তিরমিযী অত্র হাছীছটিকে বর্তমান সনদ অনুযায়ী 'হাসান গরীব' বলেছেন। রিয়াযুছ ছালেহীন-এর টীকাকার শু'আয়েব আরনাউত্ব বলেন, এই হাদীছটি তাবারাণী ও হাকেম বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) হ'তে, তাবারাণী আম্মার বিন ইয়াসার হ'তে এবং ইবনু আদী আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে। এই সকল সমর্থনের কারণে হাদীছটি 'ছহীহ'। -হাশিয়া 'রিয়াযুছ ছালেহীন' (বৈরুতঃ মুওয়াস্ সাসাতুর রিসালাহ ১৭শ সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৯) হাদীছ সংখ্যা/৪৩, পৃঃ ৬১।

**ব্যাখ্যাঃ** পৃথিবীতে বড় কিছু অর্জন করতে গেলে বড় কিছু বর্জন করতে হয়। বড় কোন পুরস্কার পেতে গেলে বড় ধরণের পরীক্ষা দিতে হয়। ১ম শ্রেণীর বই পড়ে কেউ এম,এ ডিগ্রী লাভ করতে পারে না। মুমিনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হ'ল জান্নাত লাভ, যা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। জান্নাতের মহা পুরস্কার লাভ করতে

http://islaminonesite.wordpress.com

গেলে দুনিয়াতে বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। বড় বড় মুছীবতে গ্রেফতার হ'তে হয় ও আল্লাহ্র উপরে ভরসা রেখে গভীর ধৈর্যের সাথে তাতে উত্তীর্ণ হ'তে হয়। মুমিনের জন্য তাই দুনিয়া কারাগার সদৃশ ও কাফিরের জন্য জান্নাত সদৃশ (الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر رواه مسلم মিশকাত , 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় হা/৫১৫৮)। বিভিন্নমুখী বিপদাপদ মোকাবিলা করতে করতে মুমিন এক সময় যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার আর কোন গোনাহ থাকবে না। রাসূলের (ছাঃ) ভাষায়-

عن أبى هريرة (رض) ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه و ولده وماله حتى يلقَى اللّهَ و ما عليه خطيئةٌ رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح رقم ٢٣٩٩-

'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তানাদি ও মাল-সম্পদে সর্বদা বালা-মুছীবত লেগে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকবে না।- তিরমিযী হা/২৩৯৯; রিয়ায হা/৪৯।

পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকদেরকে তাদের সীমা সংঘনে ছেড়ে দেওয়া হবে (وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -বাক্বারাহ ১৫)। অতঃপর ক্বিয়ামতের ময়দানে কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে। রাসূলের (ছাঃ) ভাষায়-

وإذا اراد اللّه بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوَافِىَ به يومَ القيامةِ رواه الترمذى-

'যখন আল্লাহ তার কোন বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার গোনাহর বদলা নিজের কাছে আটকে রাখেন, যাতে ক্বিয়ামতের দিন পুরাপুরি ভাবে তাকে বদলা দিতে পারেন'। -তিরমিযী হা/২৩৯৬, রিয়ায হা/৪৩।

এ দুনিয়াতে সর্বাধিক বিপদ গ্রস্থ কারা এমন একটি প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলে করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عن مُصْعَب بن سعد عن ابيه قال قلت يا رسول الله أى الناس أشد بلاءً؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيُبْتَلى الرجل على حسب دينه فان كان دينُه صُلْبًا اشتدَّ بلاؤه وان كان فى دينه رِقَّةٌ ابْتُلِىَ على حسب دينه، فما يَبْرَحُ البلاءُ بالعبد حتى يتركَه يَمْشِى على الأرض ما عليه خطيئةٌ رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح-

'এ দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন বিপদ গ্রস্থ হ'লেন 'নবীগণ'। তারপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নেককারগণ। মুমিন পরীক্ষিত হবে তার দ্বীন অনুযায়ী। যদি সে দ্বীনের বিষয়ে কঠিন হয়, তবে তার পরীক্ষা সেই অনুযায়ী কঠিন হবে। আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে ঢিলা হয়, তার পরীক্ষা অনুরূপ হালকা হবে। মুমিনের উপরে এই ভাবে পরীক্ষা চলতে থাকবে। এমন এক সময় আসবে যে, সে যমীনের উপরে চলাফেরা করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন গোনাহ থাকবে না'। -তিরমিযী, সনদ ছহীহ হা/২৩৯৮, ৪/৫২০ পৃঃ।

কেননা তার বালা-মুছীবত তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে, যদি সে ঐ মুছীবতে সন্তুষ্ট থাকে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولاحَزَنَ ولا أذًى ولا غمٍ حتى الشوكة يُشَاكُها الا كفّر الله بها من خطاياه متفق عليه عن أبى سعيد وأبى هريرة-

'মুমিন কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা উদ্বিগ্নতা ভোগ করে না, এমন কি তার কোন কাঁটাও বিধে না, যেগুলির বিনিময়ে কাফ্ফারা হিসাবে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করেন না'।- বুখারী, মুসলিম, রিয়ায হা/৩৭ পৃঃ ৫৯-৬০।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার পিতা ও তাওহীদবাদীদের বিশ্বনেতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) চরম বিপদ-আপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। স্ত্রী ও পুত্র ব্যতীত জীবদ্দশায় তার কোন সাথী জোটেনি। তথাপি তিনি ছিলেন, একাই একটি উম্মত ও অনাগত ভবিষ্যতের সকল তাওহীদবাদীর একচ্ছত্র নেতা। এ নেতৃত্ব স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত। এই নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষার পরে পরীক্ষা করেছেন। এক্ষণে আমরা সেগুলি সাংক্ষেপে আলোচনা করব।-

## ইবরাহীমী পরীক্ষা সমূহঃ

আল্লাহ বলেন, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 'যখন ইবরাহীমকে তার প্রভু কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষা নিলেন ও তিনি সেগুলিতে উত্তীর্ণ হলেন, আল্লাহ বল্লেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা মনোনীত করলাম' (বাক্বারাহ ১২৪)। ইবরাহীমের এই নেতৃত্ব ছিল তাওহীদ ভিত্তিক জীবন যাপনের নেতৃত্ব। আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ মেনে চলার ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় নেতৃত্ব। আর এই নেতৃত্বের সনদ তিনি লাভ করেন স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ

http://islaminonesite.wordpress.com

হ'তে। নইলে মানুষ তো তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্বীয় জীবদ্দশায় সমর্থকের সংখ্যা বিচারে তিনি ছিলেন ব্যর্থ। কিন্তু সত্যিকারের বিচারক মহান আল্লাহ্‌র সুক্ষ বিচারে তিনি ছিলেন মানবজাতির সত্যিকারের নেতা। এজন্য অনত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একটি উম্মত যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত ও একনিষ্ঠ। তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' (নাহল ১২০)। অর্থাৎ ইবরাহীমের সাথী কেউ না থাকলেও তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মত। কেননা তাঁর জীবদ্দশায় না হলেও তাঁর পরবর্তী দীর্ঘ প্রলম্বিত যুগের অসংখ্য-অগণিত তাওহীদবাদী উম্মত সমূহের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র নেতা।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, পবিত্র কুরআন-এর বর্ণনা সমূহের আলোকে সাজালে তা নিম্নরূপ দাঁড়ায়।-

১. বড় হ'য়ে তিনি সর্বপ্রথম নিজ পিতা আযর-কে মুর্তিপুজা হ'তে বিরত থাকার দাওয়াত দেন, কেননা আযর ছিলেন তৎকালীন ইরাকের মুর্তিপুজারী সমাজের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। পিতাকে উপদেশ দিয়ে পুত্র ইবরাহীম বলেন,

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا-

'হে আব্বা! আপনি কেন এমন বস্তুকে পুজা করছেন যে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না ও আপনাকে কোন উপকার করতে পারে না? (মারিয়াম ৪২)। অন্য আয়াতে এসেছে, ইবরাহীম বলেন,

أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ، وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ-

'তোমরা কি এমন বস্তুর ইবাদত কর যাকে তোমরা নিজ হাতে মাটি দিয়ে গড়েছ? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যেসব কাজ কর সবকিছুকে?' (ছাফ্‌ফাত ৯৫,৯৬)। অন্য আয়াতে এসেছে তিনি তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ-

'তোমরা যে মুর্তিগুলোকে ডাকো, তারা কি শুনতে পায়? অথবা তারা কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? (শু'আরা৭২-৭৩)।

জওয়াবে তাঁর কওম বলেছিল,

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ-

'আমরা তো এভাবেই আমাদের বাপ-দাদাদের করতে দেখে আসছি' (শু'আরা ৭৪)। ইবরাহীমের পিতা আরও কঠোর ভাবে বললেন

أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِىْ يَاابْرَاهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا-

হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও? যদি তুমি বিরত না হও তাহ'লে আমি অবশ্য অবশ্য পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি এখুনি আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও (মারিয়াম ৪৬)। পিতার রূঢ় মন্তব্যে হতাশ হ'য়ে ইবরাহীম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ، إِنَّهُ كَانَ بِىْ حَفِيًّا- 'আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হউক! আমি আপনার জন্য আমার প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান' (মারিয়াম ৪৭)।

অতঃপর নিজ কওমকে লক্ষ্য করে স্বীয় মা'বূদ আল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়ে দাওয়াতের ভঙ্গিতে বল্লেন,

أَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِىْ هُوَيُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِىْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ-

'তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পুজা করে আসছ (শু'আরা ৭৫)। তোমরা এবং পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা (৭৬)। নিশ্চয়ই তারা আমার শত্রু কেবলমাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহ ব্যতীত (৭৭)। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর হেদায়াত দান করেছেন (৭৮)। যিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন (৭৯)। যখন আমি অসুখে পড়ি, তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন (৮০)। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন (৮১)। আমি আশা করি যে, তিনি শেষ বিচারের দিন আমার গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন (৮২)।

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন পিতার জীবদ্দশা পর্যন্ত। কিন্তু যখন তিনি মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন, তার পর থেকে ইবরাহীম আর কখনও পিতার জন্য দো'আ করতেন না। যেমন- আল্লাহ বলেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ-

'নিশ্চয়ই ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা, তা ছিল কেবল সেই ওয়াদার কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাঁর নিকটে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে গেল যে, সে আল্লাহ্র দুশমন, তখন তিনি তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন বড়ই কোমল হৃদয় ও সহনশীল (তওবা ১১৪)।

**২য় পরীক্ষাঃ নিজ কওমের সাথে তর্কযুদ্ধঃ** মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার অন্যতম কৌশল হ'ল বিতর্ক অনুষ্ঠান। আল্লাহ প্রেরিত সত্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে সুন্দর যুক্তি ও উপদেশের মাধ্যমে বুঝানো ও তাদের জ্ঞানের জড়তাকে খুলে দেওয়া যেকোন জ্ঞানীর কর্তব্য। এই তর্কের উদ্দেশ্য কেবল অহি-র সত্যকে জনগণের বুঝের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা। তর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়া নয় বরং দরদের সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দ্বীনে হক -এর পথে নিয়ে আসাই মূল উদ্দেশ্য হবে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে অনুরূপ দরদ ও যুক্তিবত্তার সাথে তর্কচ্ছলে দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে তৎকালীন কালেডিয়া বা বর্তমান ইরাকে বরং বলা যায় তৎকালীন বিশ্বের মুশরিক সমাজ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী। -শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়াল নিহাল (বৈরুতঃ তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩১।

ইবরাহীম (আঃ) উভয় দলের বিরুদ্ধে কথায় ও কাজে লড়াই করেছিলেন। প্রথমে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি নিজ ঘর থেকেই বাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। পরে নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেন। আল্লাহ্র ভাষায়-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ-

'যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলিকে 'উপাস্য' হিসাবে গ্রহণ করেছেন? আমি আপনাকে ও আপনার কওমকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি' (আল-আন'আম ৭৪)। মৌখিক দাওয়াতে যখন তারা ফিরলো না, তখন তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দিয়ে তাদের বিবেককে শানিত করতে চাইলেন। এক সুযোগে তিনি সব পুতুলগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে বড় ঠাকুরটাকে রেখে দিলেন। যাতে লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করতে পারে। তারপর যখন দেখবে যে, বড় ঠাকুর কিছুই বলতে পারে না। তখন তাদের হয়তবা বিবেক ফিরে আসবে। আল্লাহ্র ভাষায়- فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ-

'তিনি মূর্তিগুলিকে চূর্ণ করে দিলেন, বড়টাকে ছাড়া। যাতে তারা তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে' (আম্বিয়া ৫৮)। লোকেরা যখন ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বল্লেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هذَا فَسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ- বড়টাই একাজ করেছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি তারা কথা বলতে পারে' (আম্বিয়া ৬৩)। ইবরাহীমের এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় লোকেরা লজ্জিত হ'ল ও নিজেদের ভুল স্বীকার করল। আল্লাহ্র ভাষায়-

فَرَجَعُوْا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ، ثُمَّ نُكِسُوْا عَلَى رُؤُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤُلاَءِ يَنْطِقُوْنَ-

'তারা মনে মনে চিন্তা করল অতঃপর সবাইকে বলল, আসলে তোমরাই যালেম। তারপর তারা সবাই মাথা নত করল এবং বলল, (হে ইবরাহীম) তুমি তো জানো যে, ওরা কথা বলতে পারে না' (আম্বিয়া ৬৪-৬৫)। যুক্তিতে হার মানলেও বাপদাদার আমল থেকে চলে আসা রেওয়াজ -এর মহব্বত এবং যুবক ইবরাহীমের কাছে হেরে যাওয়ার বিষয়টি তাদেরকে অহংকারী করে তোলে এবং হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

**৩য় পরীক্ষাঃ** অতঃপর তিনি দ্বিতীয় দল তারকা পূজারীদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এই তর্কানুষ্ঠানের বর্ণনা আল্লাহ্র ভাষায়-

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِيْنَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبِّيْ هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ، إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

'যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, তখন ইবরাহীম তারকা দেখে বলল, এটাই আমার রব। অতঃপর যখন রাত্রি শেষে সেটি অস্তমিত হ'ল, সে বলল, আমি অস্তগামীদের ভাল বাসি না' (আল-আন'আম ৭৬)। তারপর যখন সে জ্যোতির্ময় চন্দ্রকে দেখল, বলল, এটাই আমার রব। কিন্তু যখন সেটি অদৃশ্য হ'ল, সে বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি

http://islaminonesite.wordpress.com

পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব (৭৭)। তারপর যখন সে কিরণময় সূর্যকে দেখল, তখন বলল, এটাই আমার রব, এটাই সবচেয়ে বড়। কিন্তু যখন সেটিও অস্ত গেল, তখন সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা যে সব বিষয়কে শরীক কর, আমি সে সব থেকে মুক্ত' (৭৮)। আমি আমার চেহারাকে সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং অমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' (আন'আম ৭৬-৭৯)।

বর্ণনার ভঙ্গিতে মনে হয় যেন ইবরাহীম এ সময়ই প্রথম সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র দেখলেন। এর আগে কখনো দেখেননি। অথচ তখন তিনি বয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তি ও আল্লাহ্র নবী। এখানে তিনি নিজ কওমকে তারকা পুজার অসারতা সম্পর্কে বুঝানোর জন্য যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ মূর্তিপুজার বিরুদ্ধে তিনি চরম কঠোরতা প্রদর্শন করে সব মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেননা মূর্তিপুজার বিভ্রান্তি খুবই স্পষ্ট ছিল, যা বুঝানোর জন্য তেমন কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তারকা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঐ ব্যাপারে স্রেফ একটি অন্ধ বিশ্বাস বিরাজ করছিল মাত্র। সেজন্য তিনি খুবই ঠাণ্ডা মাথায় নম্রভাবে বাস্তব যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আক্বীদা পরিবর্তন করতে চাইলেন। তিনি তাদের রব-কে তর্কের খাতিরে আপাততঃ তাঁর নিজের রব হিসাবে বলে পরক্ষণেই বলছেন, 'আমি অস্তগামীদের পসন্দ করিনা'। এটা প্রকৃত অর্থে স্বীকার করা নয় বরং তর্কচ্ছলে যুক্তির খাতিরে স্বীকার করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন, أَيْنَ شُرَكَائِيْ 'আমার শরীকেরা কোথায়' (হা-মীম সাজদাহ ৪৭)। অথচ আল্লাহ্র কোন শরীক নেই।

অতএব هٰذَا رَبِّيْ (এটি আমার রব)-এর প্রকৃত অর্থ হবে هذا ربى على زعمكم (এটি আমার রব তোমাদের ধারণা অনুযায়ী)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ- 'কোথায় আমার সেইসব শরীক, যাদেরকে তোমরা (আমার শরীক হিসাবে) ধারণা করে নিয়েছ' (ক্বাছাছ ৬২,৭৪)। আধুনিক কোন কোন ব্যাখ্যাকার উক্ত আয়াতের দলীল দিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-কে সাময়িকভাবে 'মুশরিক ছিলেন' বলে দাবী করেছেন (নাঊযুবিল্লাহ)। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাখ্যা। আমরা মনে করি هذا ربى -এর অর্থ هذا دليل على ربى হওয়া উচিত। অর্থাৎ এটিই আমার রব-এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা সূর্য, চন্দ ও নক্ষত্র রাজির উদয় ও অস্ত যাওয়াই প্রমাণ করে যে, তাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং তিনিই হ'লেন আল্লাহ।

তারকা পুজারীদের নেতৃবৃন্দ ইবরাহীমের সঙ্গে বিতর্কে হেরে গেলেও তাদের অহংকার দমিত হয়নি। ফলে তারা ইবরাহীমের সঙ্গে অহেতুক ঝগড়ায় মত্ত হয়। তখন ইবরাহীম দুঃখ করে বলেন,

أَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ رَبِّيْ شَيْئًا، وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ-

'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করতে চাও? অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, অমি তাদেরকে ভয় করি না। তবে যদি আমার পালনকর্তা আমাকে কষ্ট দিতে চান সেকথা আলাদা। আমার প্রভু সকল বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না'? (আল-আন'আম ৮০)।

**৪র্থ পরীক্ষাঃ** মুশরিক সমাজ নেতাদের সাথে নিষ্ফল বির্তকের পরে এবার সরাসরি সে যুগের সম্রাট নমরূদ-এর সঙ্গে বিতর্ক হ'ল। মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, নমরূদ ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ (নমরূদ বিন কিন'আন বিন কূশ বিন সাম বিন নূহ)। সে দীর্ঘ ৪০০ শত বৎসর যাবত রাজত্ব করেছিল। এতে অহংকারে স্ফীত হ'য়ে সে ভেবে নিয়েছিল যে, এ রাজত্ব তার জন্য চিরস্থায়ী। সে ইবরাহীমের নিকটে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ তলব করলে ইবরাহীম বলেন, আমার রব তিনি, যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তখন বোকা নমরূদ বলল, আমিও তো বাঁচাতে পারি, মারতেও পারি (অর্থাৎ মৃত্যুদন্ডের আসামীকে মুক্তি দিলে ও মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত আসামীকে মৃত্যুদন্ড দিলে অনুরূপ শক্তির মালিক হওয়া গেল)। তখন ইবরাহীম বললেন,

فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব হ'তে উদিত করেন, আপনি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুন। তখন কাফের (নমরূদ) লা-জওয়াব হয়ে গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না' (বাক্বারাহ ২৫৮)। ইবরাহীমের এই বিজয় এবং সমাজ ও ধর্মনেতাদের পরাজয় তার জীবনে কাল হয়ে দেখা দিল। অহংকার ও হিংসায় অন্ধ নেতাদের হিংস্র থাবা থেকে বাঁচার জন্য দেশ ও মাতৃভূমি ছাড়তে তিনি বাধ্য হ'লেন।

ধর্ম ও সমাজ নেতারা সবাই মিলে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ-

'তারা বলল, একে পুড়িয়ে ফেল ও তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর যদি তোমরা কিছু করতে চাও' (আম্বিয়া ৬৮)। একেই বলে 'যুক্তি যেখানে অচল, যষ্টি সেখানে সচল' লোকেদের এই সিদ্ধান্ত ও হত্যা প্রচেষ্টাকে আল্লাহ পাক নস্যাৎ করে দিলেন এই বলে-

قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ-

'আমরা বল্লাম, হে আগুন! তুমি ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও ইবরাহীমের উপরে' (আম্বিয়া ৬৯)। মুশরিকরা ভেবেছিল, আগুনের কাজ পোড়ানো। সে নিশ্চয়ই পোড়াবে। কিন্তু এই জ্ঞান তাদের ছিলনা যে, আগুনকে দাহিকা শক্তি যে আল্লাহ দান করেছেন, তাঁর হুকুমে সে শক্তি সাময়িকভাবে কিংবা চিরতরে শেষ হ'য়েও যেতে পারে। মানুষ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রচলিত নিয়মের উপরে ভিত্তি করে। কিন্তু নিয়মের যিনি নিয়ামক সেই মহা শক্তিধর আল্লাহ্র ইচ্ছায় যে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও কখনো কখনো ঘটতে পারে, একথা মানুষ ভুলে যায় বলেই সে মুশরিক হয়। ইবরাহীমের এই অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদেরকে সেকথাটাই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন মাত্র।

### ৫ম পরীক্ষাঃ দেশ ছাড়ার পালাঃ

দেশের পধান পুরোহিত নিজ পিতা আযরের অভিসম্পাত নিয়ে ও সমাজ নেতাদের চুক্ষুশূল হ'য়ে এবং সর্বোপরি দেশের সম্রাটের কোপানলে পড়ার পর নিঃসঙ্গ ইবরাহীম আর কিভাবে দেশে থাকবেন? আগুনে পুড়িয়ে মারার কঠিন পরীক্ষা দিয়েও যখন তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শেষ হ'ল না, তখন তিনি স্ত্রী সারাহ-কে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চিরতরে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করলেন। যাওয়ার প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ.....-

'..... আমরা তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা পুজা কর তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। অতঃপর তোমাদের ও আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ'ল, যতদিন না তোমরা এক আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনবে' (মুমতাহীনা ৪)। অতঃপর তাঁরা আল্লাহ্র দিকে প্রনত হলেন ও দো'আ করলেন,

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'প্রভু হে! আপনার উপরেই আমরা তাওয়াক্কুল করছি, আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি এবং আপনার দিকেই আমাদের ঠিকানা। হে প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের হাতে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন হে আমাদের পালকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি মহা পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী' (মুমতাহানা ৪-৫)।

অতঃপর তারা চললেন অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে এই বলে-

وَقَالَ إِنِّىْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

'আমি চললাম আমার প্রভুর দিকে। শীঘ্র তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন' (ছাফ্ফাত ৯৯)। এই সময় তাঁর সাথে ছিলেন স্ত্রী সারাহ ও চাচাতো ভাইয়ের ছেলে লূত্ব (আঃ)। তাঁরা ইরাক ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার ফিলিস্তিনে চলে এলেন, যা ইরাকের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। তাছাড়া অধিকাংশ নবীর জন্মস্থান ছিল সিরিয়া (ইবন কাছীর ৩/১৯৫)। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ-

'ইবরাহীম ও লূত্বকে আমি (নমরূদের অধিকার ভুক্ত দেশ ইরাক থেকে) উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছে দিলাম যেখানে বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি' (আম্বিয়া ৭১)।

### ৬ষ্ঠ পরীক্ষাঃ স্ত্রীর ইয্যতের উপরে হামলাঃ

দেশ ছেড়ে যাওয়ার পথে এক জনপদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার যালেম ও ব্যভিচারী শাসকের লোকেরা বিবি সারাহ-কে জোর পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে শাসকের নিকটে উপস্থিত করল। ঐ যালেমের নীতি ছিল যে, সে কারু বোনকে বা মেয়েকে অপহরণ করতো না। সেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী সারাহ-কে ঐ গুণ্ডাদের প্রশ্নের জওয়াবে নিজের বোন হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা তিনি সরাহ-কে বলেও দিয়েছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রী হ'লেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্মীয় সূত্রে বোন। তাছাড়া সারাহ মূলতঃ ইবরাহীমের চাচাতো বোন ছিলেন (ইবনু কাছীর ১/১৯৪)। কিন্তু এসত্ত্বেও গুণ্ডারা তাকে নিয়ে গেল। ইবরাহীম সিজদায় পড়ে গিয়ে আল্লাহ্র নিকটে স্ত্রীর হেফাযতের জন্য কাতর প্রার্থনা করলেন। যালেম বাদশাহ সারাহ-র প্রতি হাত বাড়াতেই তা অবশ হয়ে গেল। এইভাবে দু'বার ব্যর্থ হ'য়ে সে মিনতি সহকারে ক্ষমা চাইল ও দো'আ করার অনুরোধ করল। সারাহ তাকে ক্ষমা করলেন ও আল্লাহ্র নিকটে তার সুস্থতার জন্য দো'আ করলেন। যালেম শাসক সুস্থ হয়ে সারাহ-র দাসী হিসাবে

http://islaminonesite.wordpress.com

হাজেরাকে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করল। সারাহ তাকে নিয়ে এসে স্বামী ইবরাহীমের সাথে বিবাহ দিয়ে বোন হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। -বুখারী ও মুসলিম।

### ৭ম পরীক্ষাঃ হাজেরাকে নির্বাসনঃ

নিঃসন্তান ইবরাহীমের গোপন মনে সন্তানের কামনা ছিল। নিজ গোত্র, সমাজ ও সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ট ইবরাহীম ইতিমধ্যে জীবনের ৮টি দশক পাড়ি দিয়েছেন। স্ত্রী ব্যতীত তার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মত দুনিয়াতে কেউ নেই। আল্লাহ্র খেলা বুঝা ভার। ইবরাহীম তাঁর দুই স্ত্রী ও ভাতিজা লূত্বকে নিয়ে ফিলিস্তিনে বসবাস করছেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্র সুসংবাদ নেমে এলো فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ 'অতঃপর আমরা তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' (ছাফ্ফাত ১০১)। ইবরাহীমের শুষ্ক হৃদয় ভরে উঠল। গর্ভবতী হাজেরা যথাসময়ে পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। সন্তানের চাঁদমুখ দেখে সংসার আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু যে সারাহ নিজে হাজেরাকে এনে স্বামীর সাথে বিবাহ দিলেন, তিনি এ দৃশ্য বেশীদিন সহ্য করতে পারছিলেন না। যে কোন পতি পরায়ণা নারী এটা অন্তর থেকে মেনে নিতেও পারেন না। এটা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার।

দূরদর্শী ইবরাহীম বিষয়টি উপলব্ধি করলেন। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রনিধি ইসমাঈলকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজের ঘর থেকে বের করে সরাসরি আল্লাহ্র ঘরের নিকটে রেখে এলেন আল্লাহ্র সরাসরি যিম্মায়। জিব্রীল (আঃ) তাকে পথ দেখালেন। কা'বার স্থান চিনিয়ে দিলেন। কারণ ঐ সময় কা'বায় কোন লোক ছিল না। কা'বা ছিল একটি লালমাটির উঁচু টিলা ও বিরান ভূমি। কা'বার বাইরে দূরবর্তী এলাকায় আমালীক (عمالیق) গোত্রের লোকেরা বাস করত (ইবনুকাছীর ১/১৮৫ পৃঃ)।

বুখারীর বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে এসেছে যে, দুগ্ধপোষ্য ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে নিয়ে ইবরাহীম মক্কায় এলেন এবং তাদেরকে কা'বার অদূরে যমযমের উপরিভাগে রাখলেন। তখন মক্কায় কোন লোকবসতি ছিল না বা পানিও ছিল না। স্ত্রী-পুত্রের নিকটে তিনি একটি খেজুরের পাত্র ও একটি পানির পাত্র রেখে এলেন। অতঃপর ইবরাহীম পিছু হটতে লাগলেন। ইসমাঈলের আম্মাও পিছে পিছে যেতে থাকলেন ও বলতে থাকলেন, হে ইবরাহীম! এভাবে আমাদের নির্জনে ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ইবরাহীম কোন কথা না বলে চলে যেতে থাকলেন। তখন বুদ্ধিমতী হাজেরা বল্লেন, آللهُ امرك بهذا 'আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজের হুকুম করেছেন? ইবরাহীম বললেন হাঁ। তখন হাজেরা দৃঢ়চিত্তে বল্লেন, اذا لا يضيِّعنا 'তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না'। অতঃপর দৃষ্টির বাইরে গেলে ইবরাহীম কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলেন,

رَبَّنَا إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ-

'প্রভু হে! আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রকে চাষাবাদহীন বিরান ভূমিতে তোমার সম্মানিত গৃহের সন্নিকটে রেখে গেলাম। যাতে তারা ছালাত কায়েম করতে পারে। তুমি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযি দান কর, যাতে তারা তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারে' (ইবরাহীম ৩৭)।

অতঃপর খাদ্য-পানীয় শেষ হ'লে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন মাতা হাজেরা লোকের সন্ধানে একবার ছাফা ও একবার মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে দেখতে থাকেন। এইভাবে সাতবার দৌড়ানোর পর হঠাৎ গায়েবী আওয়ায শুনে তাকিয়ে দেখেন যে, জনৈক ব্যক্তি যমযম-এর স্থানে আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। যেখান থেকে পানি বেরিয়ে আসছে। লোকটি বল্লেন,

لا تخافى الضيعة فان ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيعُ اهله-

'কোনরূপ ক্ষতির আশংকা করবেন না। এখানে আল্লাহ্র ঘর রয়েছে, যা এই বালক ও তার পিতা একদিন নির্মান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বাসিন্দাদের ক্ষতি করবেন না'। হাজেরা চুল্লু ভরে পানি উঠিয়ে নিজে পান করলেন ও বাছাকে করাতে থাকলেন। কা'বা উচ্চভূমিতে ছিল। ফলে উৎসারিত পানি চারিদিকে গড়িয়ে নীচে জমতে থাকল (ইবনু কাছীর ১/১৮১)।

পরবর্তী ঘটনা দীর্ঘ। পানি দেখে কাক আসলো। দূর থেকে কাক দেখে বনু জুরহামের লোকেরা আসল। পানির মালিক মা হাজেরার অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল। সেই গোত্রে ইসমাঈল বিয়ে করলেন ইত্যাদি।-কুরতুবী ৯/ ৩৬৮-৬৯; ইবনুকাছীর ১/১৮১-৮২।

### ৮ ম পরীক্ষাঃ পুত্র যবহের মহা পরীক্ষাঃ

ইসমাঈলের ১৩ বছর বয়ঃক্রমকালে যবহের ঘটনা ঘটে। ঐ সময় ফিলিস্তিনে সারাহ-র গর্ভে ইসহাকের জন্ম হয়। -ইবনুকাছীর ১/১৮০;৪/১৬

ইবরাহীমের জীবনে ৮০ অথবা ১২০ বছর বয়সে খাৎনা দেওয়া সহ আরও পরীক্ষা হয়ে গেছে যা কোন অংশে ছোট নয়। -ইবুন কাছীর ১/১৭০-৭১; কুরতুবী ২/৯৬-৯৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রবন্ধ

# আত্মত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্তঃ কুরবানী

*-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসায়েন*

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম মূলতঃ আত্মসমর্পণের ধর্ম। যারা ইসলাম গ্রহণ করবেন, তাঁরা আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে অবনত মস্তকে মেনে নিবেন। জীবন পরিক্রমার প্রতিটি পদক্ষেপ এই সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত করবেন। জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলবেন। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনি ভাবে ভয় কর এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' (আলে ইমরান ১০৩)। মৃত্যুর পূর্বে আত্মত্যাগী, আত্মসমর্পনকারী তথা প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারলেই পারলৌকিক জীবন চির সুখময় হবে।

এক্ষণে নিজেকে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে চলতে হবে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদির উপর পূর্ণ আমলী হ'তে হবে। সর্বোপরি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে বিভিন্ন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। ৯৯ বছর বয়সেও তিনি আত্মত্যাগের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আরবী 'কুরবান' (قربان) শব্দটি ফারসী বা উর্দুতে 'কুরবানী' রূপে পরিচিত।[১] 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবাতুন' শব্দ থেকে উৎপন্ন। 'কুরবাতুন' এবং 'কুরবান' উভয় শব্দের শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কারো নৈকট্য লাভ করা প্রভৃতি।

ইসলামী পরিভাষায়- 'কুরবান' ঐ বস্তুর নাম যা দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়।[২] প্রচলিত অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তারীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে কুরবানী বলা হয়। সকালে সূর্য উপরে উঠার সময়ে কুরবানী করা হয় বলে এই বিশেষ আনন্দের দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়।[৩]

আরবীতে 'কুরবানী' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। তাই কুরআনে কুরবানীর বদলে 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছেও 'কুরবানী' শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে এর পরিবর্তে 'উযহিয়াহ' ও 'যাহিয়াহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্যই কুরবানীর ঈদকে 'ঈদুল আযহা' বলা হয়।[৪]

কুরবানীর ইতিহাস অতি প্রাচীন। হযরত আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীল -এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়া পত্তন হয়েছে।[৫]

আল্লাহ বলেন-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ-

'প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা উক্ত পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে এজন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন' (হজ্জ ৩৪)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেন, (হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত) প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।[৬]

হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে স্বীয় পুত্র কাবীল ও হাবীলের কুরবানীর পর থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত কুরবানী চলতে থাকে। তবে ঐ সব কুরবানীর বিশদ কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।[৭]

১. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী (রাজশাহী, দি বেঙ্গল প্রেস ১৯৯৫) পৃঃ ৩।

২. অধ্যাপক হাফেয শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী, কুরবানী ও আইনী বিবরণী (কলকাতাঃ স্বদেশী লেজার প্রিন্টিং ১৯৯৪) পৃঃ ১১; গৃহীতঃ মুফরাদাতে ইমাম রাগিব ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৮৭; তাফসীরে কাশশাফ ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৩; বায়যাভী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২২।

৩. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৩; গৃহীতঃ নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৬/২২৮ পৃঃ।

৪. কুরবানী ও আইনী বিবরণী, পৃঃ ১১-১২।

৫. মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৩।

৬. কুরবানী ও আইনী বিবরণী, পৃঃ ১৪, গৃহীতঃ তাফসীরে নাসাফী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৭৯; কাশশাফ, ২য় খণ্ড ৩৩ পৃঃ।

৭. প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্তমানে মুসলিম সমাজে যে কুরবানীর বিধান চালু রয়েছে, তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে সুন্নাত হিসাবে চালু করা হয়েছে।৮

কয়েক হাযার বছর পূর্বে মক্কা নগরীর জন মানব শুন্য 'মিনা' প্রান্তরে আল্লাহ্র দুই আত্মনিবেদিত বান্দা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) আত্মসমর্পনের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, বর্ষপরম্পরায় তারই স্মৃতি চারন হচ্ছে 'ঈদুল আযহা' বা কুরবানীর ঈদ।

প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ মুসলিম উম্মাহ ইবরাহীমী সুন্নাত পালনার্থে আল্লাহ্র রাহে পশু কুরবানী করে থাকে। আল্লাহপাক তাঁর এই অনুগত বান্দাকে জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। অবশেষে তিনি জীবনের শেষ ও চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অনেক কামনা-বাসনা ও দো'আ-প্রার্থনার পর ৮৬ বৎসর বয়সে পাওয়া প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে 'কুরবানী' করার জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। এই স্বপ্ন তাঁকে পরপর তিনদিন দেখানো হয়।৯

এ কথা স্বীকৃত যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও 'অহি'। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান। এ নির্দেশটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল করা যেত। কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হ'ল- হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।১০ আত্মসমর্পণকারী এই মুসলিম এই কাঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন,

يَابُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى-

'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবহ করছি। দেখ এ বিষয়ে তোমার মতামত কি' (ছাফ্ফাত ১০২)।

নবী রাসূলগণের স্বপ্নাদেশ নিদ্রাপুরীর কল্পনা বিলাস নয়। এ আদেশ অহি-র অন্তর্ভুক্ত। পুত্র ইসমাঈল তখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। ভাল-মন্দ বিবেচনা করার মত শক্তির উন্মেষ হয়েছিল বলেই পিতা তাঁর মত জানতে চাইলেন। তাফসীরবিদগণের মতে সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন।১১ তিনি ইচ্ছা করলে পালিয়ে যেতে পারতেন। ইবরাহীমের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র এসব কিছুই করলেন না।

বরং তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন,

يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ-

'পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' (ছাফ্ফাত ১০২)।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। সাথে সাথে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহপাক তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সামনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত দেননি। বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু কিশোর ইসমাঈল বুঝে নিলেন যে, এ স্বপ্ন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলে বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে সমর্পন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এ কথাও বলতে পারতেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারী পাবেন'। কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, 'ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন'। এতে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ছবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়। বরং পৃথিবীতে আরো অনেক ছবরকারী হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন।১২

৮. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৩; গৃহীতঃ নায়ল, ৬/২২৮।

৯. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ মাওলানা মহিউদ্দীন খান, (মদীনা মোনাওয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদণ প্রকল্প ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১১৫১।

১০. তদেব।

১১. তদেব।

১২. তদেব পৃঃ ১১৫২।

http://islaminonesite.wordpress.com

আত্ম নিবেদনের একি চমৎকার দৃশ্য। জনমানবহীন 'মিনা' প্রান্তরে ৯৯ বছরের বৃদ্ধ ইবরাহীম স্বীয় কিশোর পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁরই অনুরাগ ও প্রেমলাভ করার দুর্ণিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবানীর মেষের মতই কঠিন হস্তে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আর কণ্ঠনালীকে ছেদন করার জন্য বার্ধ্যক্যের শেষ শক্তি একত্রিত করে শানিত ছুরি তুলে ধরলেন।

পুত্র ইসমাঈলও শাহাদতের উদগ্র বাসনা নিয়ে নিজের কণ্ঠকে বৃদ্ধ পিতার তীক্ষ্ণ ছুরির নীচে সঁপে দিলেন। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য!

পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন দৃশ্য কেউ অবলোকন করেনি। এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যেন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এ চরম পরীক্ষার দিকে। সকল সৃষ্টিই যেন নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে যায় এ দৃশ্য অবলোকনে। কিন্তু না। চরম আত্মত্যাগী ইবরাহীম (আঃ) এ কঠিন ও চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হ'লেন। মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে ঘোষণা হ'ল-

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّاإِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هذَا لَهُوَ الْبَلؤُا الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ-

'তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক মহান পশু' (ছাফ্ফাত ১০৪-১০৭)।

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভক্ত ইবরাহীমের প্রতি সদয় হ'লেন। রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত কবুল করে নিলেন। আর ইবরাহীমের পরবর্তী সন্তানগণের জন্য কুরবানীর সুন্নাতকে জারি করে রাখলেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পনের এই মহান স্মৃতিকে চিরজাগ্রত করার জন্যই ১০ই যিলহজ্জকে আল্লাহ চিরস্মরণীয় করেছেন। জন্ম থেকে জীবনের ৯৯ টি বছর ধরে একের পর এক পরীক্ষা করে যখন আল্লাহ ইব্রাহীমের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তখন তাঁর এই মহান কীর্তিকে পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দিলেন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ-

'আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি' (ছাফ্ফাত ১০৮)।

আজও আমরা সেই ইবরাহীমী সুন্নাতের অনুসরণেই প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে কুরবানী করে থাকি। ক্বিয়ামত উষার উদয় কাল পর্যন্ত এই আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতা অবিরাম গতিতে চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## কুরবানীর ফাযায়েল ও মাসায়েল

### (ক) ফাযায়েলঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় আমল আল্লাহ্র নিকট আর কিছুই নেই। ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে হাযির হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ্র নিকট বিশেষ মর্যাদার স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা কুরবানী দ্বারা নিজেদের নফসকে পবিত্র কর।[১৩] তিরমিযীর ভাষ্যকার বলেন, অত্র হাদীছটি ছহীহ নয় বরং 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত।[১৪] তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার ইবনুল আরাবী বলেন, কুরবানীর ফযীলত বর্ণনায় কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়না।[১৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১৬]

### (খ) মাসায়েলঃ

১. কুরবানীর পশু আট প্রকারের হবে। যেমন- (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[১৭]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, উপরোক্ত আট প্রকারের পশুর মধ্যে কুরবানী সীমাবদ্ধ। উক্ত পশুগুলি ছাড়া আর কোন পশু রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কুরবানীর ব্যাপারে প্রমাণিত নেই।[১৮]

---

১৩. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/ ১৪৭০।

১৪.মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৪; গৃহীতঃ তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রোঃ ১৯৮৭), ৫/৭৫ পৃঃ।

১৫.তদেব, গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৬৩ পৃঃ।

১৬. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৪; গৃহীতঃ নায়ল ৬/২২৭।

১৭. তদেব, পৃঃ ৫; গৃহীতঃ সূরা আন'আম ১৪৪-৪৫; মুখতাছার যাদুল মা'আদ, (লাহোরঃ তাবি) পৃঃ ১১০।

১৮. কুরবানী ও আইনী বিবরণী, পৃঃ ৫৫; গৃহীতঃ যাদুল মা'আদ ১/২৪৫ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

২. কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট খোড়াঁ, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী, জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়।১৯ এসবের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন- অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।২০

৩. মুসিন্নাহ* দ্বারা পশু কুরবানী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার।২১ জমহুর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন।২২

৪. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানীর জন্য একটি পশুই যথেষ্ট। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদাকালো দুম্বা আনতে বললেন ..... অতঃপর দো'আ পড়লেন,

بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد و من أمة محمد-

'বিসমিল্লাহ' হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তাঁর পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে। অতঃপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন।২৩

বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

يايها الناس إن على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة-

'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।২৪

রাসূলের (ছাঃ) মৃত্যুর পরেও ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবার পিছু একটি করে ছাগল কুরবানীর রেওয়াজ ছিল।২৫

৫। সফর অবস্থায় একটি কুরবানীতে ৭ বা ১০ জন শরীক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- (ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা ৭ জনে একটি গরু ও ১০ জনে একটি উটে শরীক হলাম।২৬ (খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরার সফরে ছিলাম। ..... তখন আমরা একটি গরু ও উটে ৭ জন করে শরীক হয়েছিলাম।২৭

জমহুর বিদ্বানদের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।২৮ তবে মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলে কোন প্রমাণ পওয়া যায় না।২৯ অতএব প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে ছাগল হৌক, গরু হৌক একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাতের অনুকূল বলে অনুমিত হয়।

৬. রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা থেকে বিরত থাকে।৩০ কুবরানী প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে তা করলে এটাই আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।৩১

৭. গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে কুরবানী করতে হয়।৩২

---

১৯. মিশকাত, হা/১৪৬৫, ৬৩, ৬৪; তুহফা, ৫/৯০ পৃঃ।
২০. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৬, গৃহীত; মির'আৎ ২/৩৬৩; ফিকহুস সুন্নাহ (জেদ্দাঃ ১৯৮৪) ১/৭৩৮ পৃঃ।
* দুধের দাঁত পড়ে যে পশুর নতুন দাঁত উদ্গত হয়েছে, তাকে 'মুসিন্নাহ' বলে।
দ্রঃ ঈদে কুরবান, পৃঃ ৪৫; গৃহীতঃ লিসানুল আরব ১৭/৮৫ পৃঃ।
২১. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৭; গৃহীতঃ মুসলিম, নাসাঈ তা'লীকাত সহ (লাহোরঃ তাবি) ২/১৯৬।
২২. তদেব, গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৫৩।
২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
২৪. মিশকাত হা/১৪৭৮।
২৫. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৭-৮; গৃহীতঃ ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬; ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; মির'আৎ ২/৩৬৭ পৃঃ।
২৬. মিশকাত হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ।
২৭. মুসলিম (বৈরুতঃ ১৯৮৩) হা/১৩১৮।
২৮. মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ৮;গৃহীতঃ মির'আৎ ২/৩৫৫।
২৯. তদেব পৃঃ ৯।
৩০. তদেব পৃঃ ৪-৫, গৃহীতঃ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯।
৩১. তদেব পৃঃ ৫, পৃহীতঃ আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; হাকেম (বৈরুত; তাবি) ৪/২২৩।
৩২. তদেব পৃঃ ১০; গৃহীতঃ সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭; মির'আৎ ২/৩৫১।

http://islaminonesite.wordpress.com

৮. উষ্ট্রকে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর* করতে হয়।[৩৩]

৯. যবেহ করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ সমূহ পড়তে হয়।-

(১) বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

(২) বিসমিল্লাহি তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী।

'হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে।

উপরোক্ত দো'আ গুলোর সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। দো'আ ভুলে গেলে বা ভুল হবার আশংকা থাকলে শুধু বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুববানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৩৪]

১০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। কুরবানী করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৩৫]

১১. কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য ও এক ভাগ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার জন্য, মোট তিন ভাগ করা উত্তম। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৩৬]

১২. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৩৭]

১৩. কুরবানী দাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না।[৩৮] কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন।[৩৯]

১৪. আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হ'ল ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জ তিন দিন।[৪০]

## উপসংহারঃ

পরিশেষে বলব, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগের এই অনুপম দৃষ্টান্তকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যই ১০ই যিলহজ্জকে কুরবানীর উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। সেদিনের তার এই আত্মত্যাগ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদেরকেও মহান প্রতিপালকের দরবারে আত্মত্যাগী ও আত্মসমর্পনকারী হিসাবে তুলে ধরতে হবে এবং সর্বোপরি তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ-

'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তার নিকটে পৌঁছে থাকে' (হজ্জ ৩৭)।

অতএব আসুন! ইব্রাহীমী ত্যাগের দৃষ্টান্তগুলি মনে রেখে তাক্বওয়া ও পরহেযগারী অর্জন করে আমরাও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমাদের পরকালীন জীবনকে সুখময় করে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

* তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি অথবা বর্শা উটের গলদেশে বক্ষের দিকে বিশেষ স্থানে খোঁচা মারতে হয়। যাতে রক্তপাতের ফলে নিস্তেজ হয়ে সে ভূমিতে পতিত হয়। নহর করার পর যবেহ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৩৩. ফিকহুস সুন্নাহ ১/৫৩৩-৩৪।
৩৪. তদেব, গৃহীতঃ মুগনী (বৈরুতঃ তাবি)১১/১১৭।
৩৫. তদেব, গৃহীতঃ মুত্তাফাক আলাইহ, মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৯।
৩৬. তদেব, গৃহীতঃ সুবুল ৪/১১৮; মুগনী ১১/১০৮।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, গৃহীতঃ মুগনী ১১/১১০।
৩৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৪০।
৩৯. বায়হাক্বী, মির'আৎ ২/৩৩৮।
৪০. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

# আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ –

'আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়াত প্রদান করার পর পথভ্রষ্ট করেন না, যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কার ভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার' (সূরা তাওবা ১১৫)।

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল জাওযিয়াহ (রঃ) বলেন, তাদের হেদায়াতের অর্থ হ'ল- প্রকাশ্য দলীল ও প্রমাণের হোদায়াত। কিন্তু তারা প্রকাশ্য দলীল ও হোদায়াত গ্রহণ করেনি। সুতরাং প্রথমতঃ তারা হেদায়াত বা সঠিক পথ ছেড়ে দেওয়ার কারণে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহপাক তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেন। অথচ তারা হেদায়াত সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ সত্ত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে বিমুখ হয়ে গেল এবং হেদায়াতের পথ দেখার পরেও আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে রাখলেন।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমের শিক্ষক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, অতঃপর তারা ঈমান, হৃদয় ও জিহ্বা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় কর্মের অনুসরণ করল না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে ঈমান দূরীভূত হ'ল। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

"وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ ، فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ

'স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ জান যে, আমি তোমাদের নিকট একজন প্রেরিত রাসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বন্ধ করে দিলেন' (সূরা ছফ ৫)।

অর্থাৎ তারা সঠিক বিষয় অবহিত ছিল। কিন্তু যখন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিলেন। এর উদ্দেশ্য হ'ল ইল্‌ম মোতাবেক প্রয়োজনীয় আমল ছেড়ে দেওয়া। কেননা ইলম ঈমানের পরিপুরক। আর ইল্‌মই ঈমান ও আমলের পথে বান্দাকে ধাবিত করে। যেমন বলা হয়-।

العلم يهتسف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل

অর্থাৎ ইলম আমল দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং ইলম মোতাবেক আমল করাই প্রযোজ্য। অন্যথায় ইলম দূরীভূত হবে।

৪. তাদের মধ্য হ'তে কতিপয় লোক ইচ্ছাকৃতভাবে অহংকার ও দাম্ভিকতা ভরে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়েছে। আর তারা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে না বিশ্বাস করেছে, না অস্বীকার করেছে, না কর্ণপাত করেছে, না অগ্রসর হয়েছে, এর কোনটিও নয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ – بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ، فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ –

অর্থঃ এটা কিতাব। এর আয়াত সমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুরআন রূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না (হা-মীম সাজদাহ ৩-৪)।

বিখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম ত্বাবারী (রঃ) উল্লেখিত আয়াতের বা ব্যাখ্যায় বলেন, তারা অহংকার বশতঃ ইসলাম বা 'হক' এর দিকে ধাবিত হয় নাই এবং আল্লাহ পাকের অকাট্য দলীলের প্রতিও চিন্তা-ভাবনা করে নাই।

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُوْنَ –

'তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরনে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি' (হা-মীম সাজদাহ ৫)।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে আহবান বা দাওয়াত দিচ্ছেন আমরা তা শ্রবণ করব না। কেননা আমরা একে বোঝা ও অপসন্দনীয় মনে করি। যেমন ইমাম তাবারীও এরূপ বলেছেন। আর এটাই হ'ল 'কুফরুল এ'রায' বা মুখ ফিরানো কুফরী।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম আল জাওযিয়াহ (রঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কুফরুল এ'রায' হ'ল আল্লার রাসূল থেকে স্বীয় অন্তর ও কর্ণ দ্বারা বিমুখ হওয়া। রাসূল (ছাঃ)-কে না সত্য জানা, না অস্বীকার করা, না তার সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করা,

http://islaminonesite.wordpress.com

না শত্রুতা করা, আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা'। তিনি অন্যত্র এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত শরীয়তের প্রতি তারা কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ, পসন্দ, অপসন্দ, বন্ধুত্ব, শত্রুতা কোন কিছুই করত না। বরং অনুসরণ ও শত্রুতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকত।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন যে, কুফরটি 'তাকযীব' বা মিথ্যা বলা থেকে 'আম'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)কে মিথ্যা বলল সে কাফের। কিন্তু প্রত্যেক কাফের রাসূলকে মিথ্যা বলে না । বরং যে তার সত্যতা সম্পর্কে অবগত আছে ও তাঁকে স্বীকার করে, এ সত্ত্বেও তাঁকে খারাপ জানে ও তাঁর সাথে শত্রুতা করে সে কাফের। অথবা যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল অথচ তাঁর সত্যতা ও মিথ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা পোষণ করল না সেও কাফের। অথচ সে অস্বীকারকারী নয়।

৫. কতিপয় লোক অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। অথচ লোক দেখানোর জন্য অথবা দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাছিল করার জন্য প্রকাশ্যে ঈমানের দাবী করে। এটাও এক প্রকার কুফর। আর একে كفرنفاق বা 'মোনাফেক্বীর কুফর' বলা হয়।

৬. মানুষের মধ্যে কতিপয় লোক আছে যারা এখনও ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে আছে। তারা কোনটিই দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে পারছে না। একেই كفرشك বা 'সন্দেহ মূলক কুফর' বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, আহলেহাদীছ, মালেকী, শাফেঈ, ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ বিদ্বানগণ, সমস্ত ছূফী ও মুতাকাল্লেমীনে মধ্য হ'তে কয়েকটি দল, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত এবং মোতাযিলা, খারেজী সম্প্রদায় যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আরও অন্যান্য লোক এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) -এর রিসালাতের দলীল সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হওয়ার পরেও ঈমান আনয়ন করল না, সে ব্যক্তি কাফের। যদিও সে রাসূলকে মিথ্যা মনে করুক বা সন্দেহ পোষণ করুক, বিমুখ হৌক বা অহংকার করুক অথবা সে এটা মানবে কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাকুক, বা অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনা করুক। কিছু সংখ্যক বিদ্বানের মতে শুধুমাত্র ইসলাম ও রেসালাতের অস্বীকারকারী ব্যতীত কাফের শব্দটি কারো উপর প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ তাদের নিকটে অস্বীকার করা 'কুফরে তাকযীব' (মিথ্যারোপের কুফর) ও 'কুফরে এনাদ' (শত্রুতার কুফর)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এ দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেছেন, কতিপয় মানুষ কুফরকে শুধুমাত্র অস্বীকার ও 'এনাদের' (শত্রুতার) সাথে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এর অর্থ এই নয় যে তারা কুফরের অন্যান্য প্রকারভেদ যেমন 'কুফরে এ'রাজ' ও 'কুফরে শক্'কে' অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াও রয়েছেন। তিনি বলেন, 'কুফরী হ'ল রাসূল (ছাঃ) যা সংবাদ দিয়েছেন, তাকে মিথ্যা বলা অথবা সত্য জানার পরেও তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকা। যেমন ফেরাউন, ইহুদী সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা করত।

শায়খ হুকামী (রঃ) বলেন, প্রকৃত কুফর হ'ল (১) জুহূদ বা অস্বীকার করা (২) এনাদ বা শত্রুতা করা। ইহা অহংকার, গুনাহ্ ও নাফরমানীর কারণে হয়ে থাকে। মুহতারাম লেখক কুফরীর প্রকারভেদ বর্ণনা করার পর বলেন যে, কুফর কখনও এ'তেক্বাদ' বা বিশ্বাসের কারণে হয়। আবার কখনও কথা ও কাজের মাধ্যেমে হয়।

(১) الكفربا اعتقاد ঃ ঈমানে কুফর হ'ল, আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা অথবা তাঁর অক্ষমতা আছে বলে মনে করা, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্তাদিতে বিশ্বাস করা এবং যেনা ব্যাভিচার ও শূরা-মদ্কে হালাল বা জায়েয মনে করা।

(২) الكفربالقول (কথায় কুফরী প্রকাশ করা)ঃ যেমন- আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ছাঃ), দ্বীন ইসলাম ও ফেরেশতাদেরকে গালিগালাজ করা। এমনিভাবে আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও রাসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা। চাই সে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় হালাল বা হারাম মনে করেই করুক, এগুলো কুফরীর অন্তরভূক্ত। যেমন আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে এরশাদ করেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ، قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ – لاَتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ،

'যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্র সাথে, তাঁর হুকুম-আহ্কামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না। তোমরা ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়ে গেছ' (সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬)।

(৩) الكفربالعمل বা কর্মে কুফরীঃ যেমন- মূর্তি, কবর, চন্দ্র, সূর্য এই সমস্ত বস্তুর নিকট সিজদা করা এবং পবিত্র কুরআন শরীফকে আবর্জনাযুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি।

সীমা লংঘনকারী একদল মুরজিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাথে বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন যে, ঈমান শুধু অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম। অর্থাৎ তাদের মতে ঈমান আংশিক ভাবে ভাগাভাগি হবে না। হয় পূর্ণ ঈমান থাকবে, অন্যথায় ঈমানের কিছুই থাকবে না। তাদের নিকট কুফরী কথা-বার্তা বলা ও আল্লাহ্র রাসূলকে ইচ্ছাকৃতভাবে গালিগালাজ করা সত্ত্বেও অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান থাকা সম্ভব। অথচ পূর্বের আলোচনায় সম্পষ্টভাবে

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রমাণিত হয়েছে যে, এমন ধরনের ব্যক্তি কাফের। কেননা এ ধরণের কাজ ঈমান বা অন্তরে বিশ্বাসের বিরোধী। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুফরকে অন্তরে অবিশ্বাস করার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। তাদের ধারণা মতে রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র তাদেরকেই কাফের বলেছেন, যারা আল্লাহ্কে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেনি। আর একথা স্পষ্ট যে, অন্তরের কুফুরী সম্পর্কে কেউ অবহিত হ'তে পারে না। কাজেই মানুষের কুফুরী কখনও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে যেগুলো সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে নাম করে করে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ব্যতিরেকে।

সালাফে ছালেহীন এই ধরণের মত পোষণ কারীকে কাফের বলেছেন। বিতাড়িত ইবলীস কুরআনের দলীল দ্বারা কাফের প্রমাণিত। অথচ সে আল্লাহপাককে অস্বীকার করেনি বরং অহংকারের কারণে আল্লাহ্র সাথে বিরোধিতা করেছে। অনুরূপভাবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا –

'তারা অন্যায় ও অহংকার বশে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এইগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল' (সূরা নমল ১৪)।

যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ, বিগত নবীগণের তাঁদের উম্মতের সাথে আচরণ ও তাদেরকে দাওয়াতের নিয়ম এবং সেই সাথে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে গবেষণা করবে। সে নিশ্চিতভাবে কালাম শাস্ত্রবিদ তথা দার্শনিকদের ভুল বুঝতে পারবে (মুরজিয়াগণ যাদের অন্যতম)। তাঁদের বক্তব্যে জানতে পারবে যে, বিগত উম্মত সমূহ তাদের নবীদের ব্যাপারে তাদের একিন, এলম ও তাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভের পরেও কাফের ছিল। কিন্তু মুরজিয়াদের ফকীহগণের অনেকেরই ধারণা এরূপ নয়। কারণ তারা ঈমান সঠিক হবার জন্য 'হৃদয়ের বিশ্বাসের সাথে মৌখিক স্বীকৃতির শর্ত যোগ করে দিয়েছেন'। শায়খুল ইসলাম ইমান ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, মোটকথা ঐ ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করবে না। যে চিন্তা-ভাবনা করবে, এই ব্যাপারে যে, কোন লোক শুধু অন্তরের বিশ্বাষ নিয়ে মোমিন হবে, অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং তাঁর এবাদত করা হ'তে অহংকার করবে ও আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে শত্রুতা করবে (এমনটি হয় না)। সেকারণ সাধারণভাবে মুরজিয়াদের আক্বীদা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গীভূত। আর তাদের এই মতবাদ আমল ও ঈমানের মধ্যেই আছে। আর এই কথা কালামশাস্ত্রবিদগণ তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

*[চলবে]*

# চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছালাত

*-আব্দুল আউয়াল*

ইসলামী সমাজ জীবন ও জীবন বিধান যে পাঁচটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছালাত তার অন্যতম। আল্লাহ বলেন, إن الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر

'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে [সূরা আনকাবুত ৪৫]। ছালাত আমাদেরকে পরিষ্কার-পরিছন্নতা, পবিত্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, সাম্য, ভ্রতৃত্ব, নেতৃত্ব, আনুগত্য, শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, একতা, আল্লাহ ভীতি, পরহেযগারী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। এ সকল দিকের বিবেচনায় কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

واقيموا الصلوة ولا تكونوا من المشر كين

'তোমরা ছালাত কায়েম কর আর মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ো না' [সূরা রূম ৩১] এ থেকে ছালাতের গুরুত্ব বুঝা যায়। ছালাত বিহীন ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়াও হাদীছ শরীফের বিভিন্ন জায়গায় প্রতীয়মান হয়, ছালাত ব্যতীত একজনকে মুসলমান রূপে গণ্য করা যায় না। ছালাত কোন শারীরিক কসরত কিংবা ফৌজী অনুশীলনের নাম নয়; যেখানে হৃদয়ের সজীবতা ও প্রাণের স্পর্শ নেই, নেই ইচ্ছা ও স্বাধীনতার লেশমাত্র স্থান। এটা এমন এক আমল, যেখানে দেহ, মন ও জ্ঞান সমান সমান অংশীদার। প্রত্যেকের রয়েছে স্ব স্ব দায়িত্ব, ভূমিকা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। শরীর দায়িত্ব পেয়েছে ক্বিয়াম, কুউদ, রুকূ, সুজূদ, তাকবীর, তাসবীহ, ক্বিরাআত ইত্যাদির। জ্ঞানের কাজ হলো চিন্তা ও গবেষণার। কলব বা হৃদয়ের কাজ হলো খুশু-খুযু তথা হৃদয়ের একাগ্রতার মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। আলোচ্য লেখনীতে আমরা অন্যান্য দিকের পাশাপাশি ছালাতের শারীরিক প্রতিনিধিত্ব বা ছালাতের কারণে আমাদের দৈহিক কি উপকার পেতে পারি সে দিকটায় বিশেষ ভাবে আলোকপাত করব। আমরা দেখতে সচেষ্ট হব ছালাতের বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব উপকারিতা।

এটা সবারই জানা কথা যে, সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ আল্লাহ্র আইনের অনুগত হ'তে বাধ্য। আল্লাহ মানুষকে যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার নিয়ম ভঙ্গ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। চোখকে দেয়া হয়েছে দেখার শক্তি, কানকে শোনার, হাতকে ধরার এবং পা-কে দেয়া হয়েছে হাঁটার শক্তি। এভাবে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যে নির্ধারিত শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম

http://islaminonesite.wordpress.com

ঘটানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ তথা জীবজগতের প্রতিটি প্রাণী স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর তাই আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন-বিধান সব সময় মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের অনুকূলে। এখন আমরা ছালাতের স্বাস্থ্যগত দিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করতে সচেষ্ট হব। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নিয়মানুবর্তিতার এক পরম পরাকাষ্টা দেখিয়েছে। একজন মুসলমান তার দিনের শুরু করে ফজরের ছালাতের মধ্য দিয়ে, যে কারণে তাকে অবশ্যই ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে হয়, যা মানব শরীরের জন্য অতীব উপকারী। একটি কথা ইংরেজীতে প্রচলিত আছে–

[Early to bed and early to rise, Makes a man healthy, wealthy and wise. [Franklin.]

ছালাতের শুরুতেই ছালাতী ব্যক্তিকে প্রথমে ওযূ বা গোসল করতে হয়, যা তার শরীরকে সকল প্রকার রোগ-জীবাণু হ'তে মুক্ত করে। দিবারাত্র কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে আমাদের শরীরের সাধারণভাবে অনাবৃত অংগ সমূহে যেমন- হাত, পা, মাথা ও মুখ-মণ্ডলে যত রকম ময়লা-আর্বজনা এবং সূক্ষ্ম রোগ-জীবাণু লেগে থাকে, তা আমরা আল্লাহ্‌র বিধানমতে ওযূর মাধ্যমে পরিষ্কার করি। এর ফলে শরীরের উপরোক্ত প্রান্তবর্তী অংগসমূহে যে সমস্ত উত্তেজিত ও স্পর্শকাতর স্নায়ুমণ্ডলী থাকে, তা ঠান্ডা পানির স্পর্শে শীতল হয়, যার প্রভাব মস্তিষ্কে গিয়ে মুছল্লীর মনে এক অনাবিল প্রশান্তির সৃষ্টি করে। এছাড়া ছালাত আদায় করার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন হওয়ার দিকে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নির্দেশ দান করা হয়েছে।

يبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد–

'হে আদম সন্তানগণ, প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুসজ্জিত হও (ভাল কাপড়-চোপড় পরিধান কর)। -[সূরা আরাফ ৩১]।

ওযূ বা গোসলের পরবর্তী পর্যায়ে মুমিনগণ ভীত-বিনীত চিত্তে ছালাতে দাঁড়িয়ে যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قد افلح المؤمنون، الذين هم فى صلاتهم خاشعون–

'যে মুমিনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও একাগ্রচিত্তে তাদের ছালাত আদায় করে, শুধু তারাই সফলতা লাভ করে' [সূরা মু'মেনূন ১,২]। যার মাধ্যমে মু'মিন নিয়মানুবর্তিতা অর্জন করে।

এক্ষণে আমরা পর্যায়ক্রমে ছালাতের অবস্থান গুলো আলোচনা করব। ছালাতে আমাদেরকে শারীরিক ভাবে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন-

**১। ক্বিয়াম বা দাঁড়ানঃ** ছালাতে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় খেয়াল রাখতে হয় যেন দুই পায়ের উপর শরীরের ভার সমান ভাবে পড়ে এবং দুই পায়ের মাঝে এমন ভাবে ফাঁকা থাকে যাতে উভয় পার্শ্বের মুছল্লীর পায়ের সাথে নিজের গোঁড়ালী মিলে যায় এবং কাঁধের সাথে কাঁধ লেগে থাকে। এতে শরীরের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে অবস্থান নেয় যাতে শারীরিক উপকারিতা লাভ হয়, যা বিজ্ঞান সম্মতও বটে। সে সাথে এভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একজনের শরীরের সাথে অপরজনের শরীর মিলায়ে দাঁড়াবার তাৎপর্য এই যে, এখানে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, কুলি-মজুর, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। এছাড়া ছালাতে দাঁড়ান অবস্থায় দুই ব্যক্তির মাঝখানে ফাঁকা থাকলে সেখানে 'শয়তান' দাঁড়ায় বলে যে কথা হাদীছে বর্ণিত আছে, তা পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা এবং ঘৃণা নামক শয়তান বা কুপ্রবৃত্তি যাতে প্রকাশ না পায় তারই জন্য গায়ে-গায়ে মিলায়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ এসেছে।

**২। রুকুতে হাঁটু ধরে বিনয়ে অবনত হওয়াঃ** ক্বিয়াম শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলে আমরা রুকুতে যাই। এখানে হাটুর উপরে হাত রেখে অবনত হওয়ার মাধ্যমে আমরা মন-প্রাণ দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পিত হই। রুকুর কারণে নিম্নলিখিত শারীরিক উপকারিতা লাভ হয়।-

(ক) রুকুতে কোমর বাঁকা এবং সোজা হয় বলে উক্ত স্থানের মাংসপেশী সহ নিম্নগামী স্নায়ুমণ্ডলী এবং মেরুদণ্ডের হাড়গুলি সবল ও সতেজ হয়, যার ফলে Lumbago (কটিবাত), Neuralgia, Spondilytis, Rheumatic artharitis, Myalgia ইত্যাদি জটিল রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

(খ) দুই হাতের চাপে হাটু দু'খানা (Knee joints) সোজা রাখায়, পরক্ষণে আবার বাঁকা করে সিজদায় যাওয়ায় এই গীরা দু'টি মযবুত থাকে, যার ফলে গীরার নানাবিধ ব্যাথাজনিত Arthritis, Synovitis প্রভৃতি রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

(গ) রুকু অবস্থায় দুটো কনুই (Elbow joints) কব্‌যী (Wnist joints) এবং কাঁধের দুই গীরার (Shouler joints) উপরে চাপ পড়ে বলে এই গীরাগুলো কর্মঠ এবং সচল থাকে, যার ফলে আমরা নানাবিধ গীরাজনিত রোগ (Joint desease) থেকে রেহাই পাই।

(ঘ) রুকুতে যাওয়া এবং ওঠার সময় পাকস্থলী, যকৃত, ক্লোম, ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র গুলির উপর চাপ সৃষ্টির দরুণ এদের সংকোচন ও প্রসারণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে রক্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

সঞ্চালন সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন ঐ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিভিন্ন প্রকার পাচক রস এবং লিভার থেকে পিত্তরস আমাদের ভক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে হজম কার্যে সহায়তা করে। আর বৃক্ক (Kidney) দুটোও একই কারণে সজীবতা লাভ করে প্রস্রাব তৈরীতে সহায়তা করে। তাই যারা রুকু দেয় না অর্থাৎ ছালাত আদায় করে না তাদের বদহযমী জনিত ডিসপেপসিয়া, গ্যাসট্রাইটিস, হেপাটাইটিস, কলিসিস্টাইটিস, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস, ডায়াবেটিস ইত্যাদি এবং কিডনী অসুস্থ হ'লে নেফ্রাইটিস নামক রোগও দেখা দিতে পারে।

(ঙ) রুকু অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া সুগম হয় এবং হৃৎপিণ্ড (Heart) থেকে অশোধিত রক্ত (Impure blood) দুই ফুসফুসে (Lungs) গিয়ে শোধিত হওয়ার পর পুনরায় হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পড়ে। সেখান থেকে শোধিত রক্ত (Pure blood) সমস্ত শরীরে সঞ্চালনের (Circulation) জটিল প্রক্রিয়াকে ত্রুটিমুক্ত করে শরীরকে সুস্থ রাখে।

(চ) রুকুতে যাওয়া এবং পরে ওঠার ব্যাপারে পেটের এবং পিঠের মাংসপেশীগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে এ কাজটি সহজতর হয়। সাথে সাথে মেরুরজ্জু (Spinal cord) সহ মেরুদণ্ডের (Vertebral column) কার্যপ্রণালীও সঠিকভাবে চলে।

**৩। সিজদা বা মাটিতে মাথা লাগানোঃ**

মানুষ যখন সিজদায় রত থাকে, তখন মাথা নীচু অবস্থায় থাকে বলে স্বাভাবিক ভাবেই হৃৎপিণ্ড (Heart) থেকে মাথার প্রতিটি অংশে বিশেষতঃ মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে বেশী পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়, যার ফলে এদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। আর যেহেতু শরীরের চালিকা শক্তি বা মন মস্তিষ্কের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে, তাই শারীরিক উন্নতির সাথে সাথে মানসিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। সুতরাং যারা কিছু বেশী সময় ধরে সিজদায় রত থাকে, তারা নিশ্চিতভাবেই তত্ত্বজ্ঞানে ভূষিত হন এবং তাদের মন সুস্থ ও সবল থাকায় তারা দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যানে বেশী মগ্ন হ'তে পারেন। এ সম্বন্ধে ইংরেজী একটা কথা আছে- Healthy mind in a healthy body' অর্থাৎ সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন বিরাজ করে।

**৪। রুকু থেকে উঠে দাঁড়ান এবং দুই সিজদার মাঝখানে কিছুক্ষণ বসাঃ** রুকুতে এবং সিজদায় যাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে অতিরিক্ত রক্ত দুই ফুসফুসে এবং মস্তিষ্ক সহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি বিভিন্ন অংগে প্রবাহিত হয়। পরে আবার তা হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে যখন মুছল্লী রুকু থেকে উঠে দাঁড়ান এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসেন। এ সুফল তারাই পেতে পারেন যারা ধীরে সুস্থে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু যারা কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করে অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে তাড়াহুড়া করে রুকু-সিজদা করেন, তারা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কসহ অন্যান্য অংগে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহের অনেক ক্ষতি সাধন করেন।

আমাদের শরীরে রক্তের মত আরও এক ধরণের রং বিহীন (Colourless) জলীয় পদার্থ আছে যাকে Cerebro-spinal Fluid বলে। মস্তিষ্কের বাইরে ও ভিতরে থেকে এবং মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত মেরুরজ্জুকে স্নাত করে ওদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। যার ফলে সঠিক ভাবে রুকু ও সিজদা আদায়কারী মুছল্লীর জীবনে অনেক জটিল রোগের আক্রমনের ভয় থাকে না।

**৫। সিজদায় যাবার প্রাক্কালে বসাঃ** বসার সময় কেউ যদি ডান পায়ের বৃদ্ধাংগুলি সামনের দিকে ভাঁজ না করে পায়ের পাতাটি পিছনের দিকে বাঁকা করে রাখেন, তাহ'লে ডান পায়ের গীরার (Ankle joint) উপরে চাপ পড়বে। ফলে এ গীরাটি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং জীবনে কোনদিন শরীয়ত সম্মত এই রকম বসার অভ্যাস না করলে এই গীরাটির নানাবিধ রোগ হ'তে পারে। যেমন Arthritis, Ankylosis, Neuralgic pain etc.

ঠিক একই রকম রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে যদি ডান পায়ের বৃদ্ধাংগুলটি খাড়া না রেখে পিছনের দিকে বাঁকা রাখে।

**৬। সালাম ফিরানোঃ** সালাম ফিরাবার শুরুতে নত অবস্থা থেকে মাথাটি তুলে ঘাড় খাড়া করে ডানে ও বামে মুখ ফিরাতে হয়। এতে ঘাড়ের গীরাগুলি আগের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে এবং নিম্নসহ গীরাটি (Pivot joint) পুরোপুরি দু'দিকে ঘোরে। এর মাধ্যমে ঘাড়ের নানাবিধ রোগ, যেমন- Arthritis, Cervical sponditytis, Cervical rib, Torticoles প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেতে পারি।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ছালাতের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উভয় দিক অনেকটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। আমরা সহজেই বুঝতে পারি, মহান আল্লাহ তাঁর চিরন্তন আদেশের মাঝে কিভাবে আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রেখেছেন। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অপর কোন ধর্মে মেলে না।

পরিশেষে মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে ছালাতের মত ইবাদত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জনের তৌফিক দান করুন- আমীন!!

---

*[ ডাঃ মোঃ আব্দুল মান্নান রচিত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ছালাত' নামক বইয়ের আলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অংশটি গৃহীত। পরিবেশনাঃ কাকলী প্রকাশনী। প্রকাশকালঃ ১৯৯৪ইং]*

http://islaminonesite.wordpress.com

# ছাদেকপুর-পাটনা (স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ও আত্মত্যাগের লীলাভূমি)

মূলঃ ক্বাইয়ূম খিযির

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যে পাটনা থেকে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ আসল। এক দিকে সৈয়দ ছাহেবের শাহাদত বরণের সংবাদ অপরদিকে পিতার মৃত্যু মাওলানা বেলায়েত আলীকে মহা সংকটে ফেলে দিল। অবশেষে পাটনা এসে দলকে অধিকতর সু-সংহত ও সুশৃংখল করার কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সৈয়দ ছাহেবের শাহাদতের পর তাঁর দায়িত্ব সীমাহীন ভাবে বেড়ে যায়। অতঃপর তিনি দলের আমীর বা প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। পাটনায় অবস্থান কালে তিনি নবাব ফখরুদ্দৌলার মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় মুছল্লীদের মনে জিহাদের জায্‌বা সৃষ্টি করে চললেন। পররাষ্ট্র বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং জনতাকে স্বপক্ষে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর মূল কাজ। মাওলানা বেলায়েত আলী কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনে সদা ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে ক্রমশঃ দিন অতিবাহিত হয়ে চলল।

তখন ১৮৪৪ সাল। এ সময় শিখ শাসনের পতনের লক্ষ্যে ইংরেজগণ কুট কৌশল ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এদিকে জম্মুর শাসক গোলাবসিং ডোগরা ইংরেজদের পক্ষে যে দালালী শুরু করেছে, তা প্রকাশ পেয়ে গেল। তখন চারিদিকে অস্থিতিশীল এবং উদ্বেগজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। এমন সময় বালাকোটের সৈয়দ যামেন শাহ নিজ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে থাকলেন। ইত্যবসরে গোলাবসিং ডোগরার সাথে তাঁর সংঘাত বেধে যায়। এই সংঘাতে যামেন শাহ যখন পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন তিনি মাওলানা বেলায়েত আলীর সহযোগিতা কামনা করেন।

মাওলানা ছাহেব পাঁচশত মুজাহিদের একটি দল মাওলানা এনায়েত আলীর নেতৃত্বে বালাকোট অভিমুখে পাঠান। কিন্তু কিছু সংবাদ তার মনকে ব্যাকুল করে দেয়। তিনি তখন তাঁর ছোট ভাই মাওলানা ফারহাত হোসাইনকে কেন্দ্রের সকল দায়-দায়িত্ব অর্পন করে নিজেই বালাকোটের

---

**বিগত সংখ্যার টীকার জেরঃ** *ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে একথা পরিষ্কার যে, শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর সংগ্রাম সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল। সে কারণে সৈয়দ ছাহেবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় জিহাদী তৎপরতা ইংরেজদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। যদিও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের দোসরগণ যোগসূত্র করেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুরাও সিন্ধিয়ার নিকট লিখিত পত্রে যার খোলাখুলি প্রমাণ রয়েছে।*

*১৮৪৬ সালে শিখ শাসনের পতন ঘটেছিল। অতঃপর ১৮৪৯ সালে গোটা পাঞ্জাব পুরোপুরিভাবে ইংরেজ শাসনাধীন এসে যায়। যদি সৈয়দ ছাহেবের সংগ্রাম প্রকৃত শিখদের বিরুদ্ধে হ'ত, তাহ'লে তখনই তাঁর উত্তরসুরীদের সীমান্ত ছাউনিগুলোতে জিহাদী তৎপরতা বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু না, তার বিরপীতটাই ঘটে গেল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের জিহাদী তৎপরতা আরও তীব্রতর হয়ে উঠল।*

*শিখরা যে মুজাহিদদের প্রতিপক্ষ ছিল না তার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, শুধু পূর্ব পাঞ্জাব শিখদের রাজ্য ছিল। ফলে সেখানেই জিহাদী তৎপরতা সীমিত থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেখা গেল সুদূর বাংলাদেশ ও বিহারেও এই জিহাদী আন্দোলন ক্ষিপ্র গতি সম্পন্ন ছিল। সৈয়দ ছাহেবের অনুসারী মৌলভী নেছার আলী তিতুমীর প্রথম থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রেখেছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত (বাঁশের কেল্লায়) শাহাদতও বরণ করেছিলেন। মোটকথা জিহাদী আন্দোলন যে শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে ছিল না, একথা দিবালোকের মত সত্য। তার আরও প্রমাণ যে, 'শায়দু' রনাঙ্গনে ইয়ার মুহাম্মাদ খান ও শের সিং আপোষে মিত্র জোট ছিলেন। পক্ষান্তরে পাঠানরাই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সৈয়দ ছাহেবকে বিষপানে হত্যার চেষ্টা করেছিল। অথচ দেখা যায় যে, সৈয়দ ছাহেবের তোপখানার প্রধান অফিসার ছিলেন রাজারাম। তিনি যুদ্ধে শিখদের উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করেন। কাশ্মীর বিজয়ের প্রাক্কালে মহারাজার পক্ষ থেকে বাহাম্বারের আলী সুলতান খাঁ বিশেষ কৃতিত্ব রাখেন। রণজিৎ সিংহের শাসনকালে ইয়ার মুহাম্মাদ খাঁ পেশোয়ারে, সরফরাজ খাঁ মুলতানে ও কুতুবুদ্দীন খাঁ কাছুরে গর্ভণর পদে নিয়োজিত ছিলেন। অর্থাৎ সে সময়ে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন ছিলনা। এই বিভেদের বিষ ছড়িয়ে গেছে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীই। তাদের চক্রান্তের শিকার আজ মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই। এই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলছে গোটা উপমাহাদেশ। বিশেষ করে ভারত ভূমিতে এর তীব্রতা প্রকট। আজ সাম্প্রদায়িকতার এহেন জঘন্য কার্যকলাপ দেখে ঈমানদার ও বিবেকবান ব্যক্তিদের মাথা লজ্জায় হেট হয়ে যায়।*

***বিগত সংখ্যায় আল্লামা শাহ ইসমাঈল -এর শাহাদত বরণের হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনতে পেলেন -এর টীকা নিম্নরূপঃ*** *মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাথে বালাকোট প্রান্তরে সৈয়দ ছাহেবের যুদ্ধ হয়। এটি ছিল এক কৌশলগত যুদ্ধ। শের সিংহের বিপুল বাহিনী দ্বারা অতর্কিত হামলা চালানো হয়। অপ্রস্তুত মুজাহিদ বাহিনীকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হয় এবং তাঁদেরকে আত্মসর্মপন করতে বলা হয়। কিন্তু সৈয়দ ছাহেব ও তাঁর বীর সেনাপতি শাহ ইসমাঈল আত্মসমর্পন করতে অস্বীকার করেন। শুরু হয় বীর বিক্রমে লড়াই। অবশেষে সৈয়দ ছাহেব ও শাহ ইসমাঈল শাহাদত বরণ করেন। মুজাহিদ শিবিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমাবস্থায় শহীদানদের পবিত্র সমাধি কাজেও কেউ এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। অতঃপর দুরন্ত সাহসী জনৈক যুবক শের সিংহের সামনেই এই মান কাজে অগ্রসর হন। পরক্ষণে অত্যন্ত সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শহীদানদের লাশ বালাকোটের ময়দানে দাফন করা হয়। তাঁদের ছালাতে জানাযায় সমস্ত মুজাহিদ বাহিনী শামিল হল। "علماء هند كا شاندار ماضى" ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত।*

উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ১৮৪৬ সনের ১৯শে অক্টোবর জুম'আর দিনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ পরিস্থিতি এই দাঁড়ালো যে, গোলাব সিংহের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় বরণ করতে লাগলো।

এই যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর রণকৌশল ও অদ্ভুত শক্তি দেখে যামেন শাহের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি খর্ব করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইংরেজ সরকার একত্রীকরণ পরিকল্পনার নীলনক্শায় পাঞ্জাবে সৈন্য প্রেরণ করে।

পরবর্তী ঘটনার ফলাফল ছিল এইরূপ যে, এক সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার মহারাজা রণজিৎ সিং ও রাণী চাঁন্দাকেও সহ্য করতে পারেনি। তারা কি আর মাওলানা বেলায়েত আলীকে সহ্য করতে পারে? পরিশেষে ইংরেজ সরকার যামেন শাহের ক্ষমতা লোভী চরিত্রকে উদ্দেশ্য হাছিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। আর মুজাহিদদের বিনাশ করার কাজে লেলিয়ে দিয়ে রক্তের হোলি খেলায় মেতে ওঠে।

মাওলানা বেলায়েত আলীকে গ্রেফতার করে পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তাঁর পারদের মত অস্থির মন পাটনাতে নীরবে বসে থাকা সহ্য করতে পারল না। পুনরায় তিনি ১৮৫০ সনে সিত্তানা যাওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লী পৌঁছলেন। এখানে ফতেহপুরী জামে মসজিদের সন্নিকটে এক প্রশস্ত জায়গায় অবস্থান নিলেন। সেখানে তিনি জনগণকে প্রতিদিন ওয়ায-নছীহত ও আন্দোলনের বাণী শুনাতে লাগলেন। সেই মাহফিলে রাণী যীনাত মহলের উস্তাদ মাওলানা ইমাম আলী ও বিখ্যাত মরমী উর্দু কবি হাকীম মো'মেন খান মো'মেন ও আরো গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করতেন। মাওলানার তেজস্বী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে দু'জনেই তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং জিহাদী আন্দোলনে শরীক হয়ে যান। দিল্লী থেকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার কিছুদিন পরেই তাঁর জীবন প্রবাহের অন্তিম ঘন্টা বেজে উঠলো। তিনি ১৮৫২ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরকালের অনন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েন। সিত্তানা তাঁর পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হয়। জনৈক কবি তাঁর মৃত্যু তারিখ লিখেছেন যা পুস্তকাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে মতে তাঁর মৃত্যু সন ১২৬৯ হিজরী।

মাওলানা বেলায়েত আলীর তিরোধানের পর তাঁর ভাই মাওলানা এনায়েত আলী সাথানা গমন করেন। সেখানে সকলেই আবার তাঁর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে আমীর নিযুক্ত করেন। অতঃপর মাওলানা এনায়েত আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ক্ষেত্র বিস্তারে মনোযোগী হন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ 'আম্বা'-এর গভর্ণর জাঁহাদার খাঁর শিরচ্ছেদ করে তার অঞ্চল দখল করে নেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজদের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় ইংরেজগণ মুজাহিদ বাহিনীকে দমন করতে সচেষ্ট হয়। মুজাহিদ বাহিনী প্রবল চাপের মুখে পার্বত্য অঞ্চলে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। মাওলানা এনায়েত আলী দল বল নিয়ে 'মহাবন'[১] নামক দুর্গম পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ১৮৫৮ সনে সীমাহীন দারিদ্র ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় চাঙ্গলায়ী নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাওলানা এনায়েত আলীর মৃত্যুর পর মাওলানা নূরুল্লাহ্কে আমীর নিযুক্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ইমারতের গুরুদায়িত্ব মীর মাকছুদ দানাপুরীর স্কন্ধে ন্যাস্ত হয়। ১৮৬২ সনে তাঁর ইন্তেকালের পর মাওলানা বেলায়েত আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাদেকপুরী আমীর নিযুক্ত হন। দু'টি বছর পরিস্থিতি শান্ত থাকার পর ১৮৬৪ সালে নেমে আসে বিপদের কালো ছায়া। দিবস ও রজনীর আবর্তনের মাঝে উৎপীড়ন ও নিপীড়নের জিঞ্জির ঝন্ঝন্ শব্দ করে বেজে ওঠে।

ছাদেকপুরের মুজাহিদগণ অর্ধশতাব্দী ধরে সীমান্তের উপজাতীয় এলাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন প্রাণপাত করে চালু রাখেন।

কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ছাদেকপুর কেন্দ্রে ইংরেজদের শত্রু তৎপরতা আগের মত আর স্বাভাবিক থাকল না। শুদ্ধি তৎপরতা চালিয়েও তাদের ক্রোধের উপশম হলো না। তারা ছাদেকপুরের আলেম পরিবারের ধ্বংস, অধঃপতন ও করুণ দৃশ্য দেখে মনের আগুন নিভাতে চায়। সুতরাং তারা অত্যাচার ও কঠিন উৎপীড়নের ধারা আরও বাড়িয়ে দেয়। তাদের বর্বরতা ও অত্যাচার ইতিহাস নীরবে অবলোকন করে। ইংরেজ সরকার ছাদেকপুরের বিদ্রোহী কর্মতৎপরতার অনুসন্ধানে আম্বেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট 'পারসান' কে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। তিনি পাটনা জেলা মেজিষ্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ১৮৬৪ সালের ২১ শে জানুয়ারী একদল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে আকস্মাৎ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দফতরে হানা দেন।

*১. হিন্দুকুশ পর্বতের পথে সাড়ে সাত হাযার ফিট উচ্চে পাহাড় চূড়ায় অত্যন্ত নিবিড় জঙ্গল ছিল। আর্য সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথমবার যখন এই অরণ্য অঞ্চল অতিক্রম করে, তখন তাদেরকে সীমাহীন অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। এর পূর্বে তারা এত ঘন বন আর কখনও দেখেনি, সে কারণে তারা উক্ত অঞ্চলকে 'মহাবন' বলে। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বিশাল জঙ্গলকে 'মহাবন' বলা হয়। তখন থেকেই এই পাহাড়ের নাম 'মহাবন' হয়ে যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

এই আকস্মিক দূর্ঘটনায় কেন্দ্রের লোকদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁদের পক্ষে কোন প্রকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পূর্বেই প্রতি গৃহকোণে সুক্ষ্ম তল্লাশী শুরু হয়ে যায়। সে সময় মাওলানা আহমদুল্লাহ[২] কলিকাতায় ছিলেন এবং মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী, মাওলানা আব্দুর রহীম ও মিয়াঁ আব্দুল গাফ্ফার বাড়ীতেই ছিলেন। সুতরাং তাঁদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অবশেষে ঘরের তল্লাশী নিয়ে ও কেন্দ্রে অনুসন্ধান চালিয়ে যালিম বর্বরেরা সেবারের মত ফিরে গেল। কিন্তু দু'দিন পরেই ১৮৬৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারী পুনরায় হানা দেয়। এবারের জিজ্ঞাসাবাদ এতই জটিল ছিল যে, মাওলানা আব্দুর রহীমকে অত্যন্ত কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়। মিয়াঁ আব্দুল গফ্ফারের জিজ্ঞাসাবাদ এতই কঠিন ছিল যে, তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যান। অতঃপর মাওলানা আব্দুর রহীম ও মিয়াঁ আব্দুল গফফারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেই সাথে যত কাগজপত্র, রেকর্ড ফাইল, পাণ্ডুলিপি এবং চিঠিপত্র ছিল সমস্ত তারা নিয়ে যায়। মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার নিকট থেকে যামানত স্বরূপ দশ হাযার টাকা নিয়ে তাঁকে আপাততঃ মুক্ত রাখা হয়।

২. মাওলানা আব্দুল্লাহ চল্লিশ বছর যাবৎ ইমারতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০২ সালে তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আব্দুর করীম এই শুন্য পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৫ সালে তিনি এ নশ্বর জগৎ ত্যাগ করে পরলোক গমণ করেন। তাঁর তিরোধানের পর মাওলানা আব্দুল্লাহ্র পুত্র মাওলানা নিয়ামতুল্লাহ আমীর নিযুক্ত হন। তারপর তাঁর অপর পৌত্র মাওলানা রহমতুল্লাহ গাজী ইমারতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অমনিভাবে ইমারতের ও নেতৃত্বের ধারা সীমান্তের স্বাধীন এলাকায় অব্যাহত থাকে। কিন্তু আগের মত জিহাদের সে প্রাণ শক্তি ছিল না। এ ছিল সীমান্তে উপজাতীয় এলাকার নেতৃত্ব ও ইমারতের অবস্থার কথা। কিন্তু অনুরূপভাবে ছাদেকপুর কেন্দ্রেও ১৮১৮ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত সূর্দীঘ ৭৫ বছর যাবৎ সংগ্রামের ধারা আপন গতিতেই চলছিল। কিন্তু এখানেও জিহাদের রাজনৈতিক ধারা ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ১৮৬৪ সনে মাওলানা আব্দুর রহীমের গ্রেফতারের পর ছাদেকপুর কেন্দ্রের দায়িত্ব তার ১৭ বছরের চাচাতো ভাই মাওলানা হাসান জাবীহ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে তিনি সে পথ পরিহার করে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্র বেছে নেন। যেখানে এক সময় জেহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল, মাওলানা হাসান সেখানে শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। মাওলানা হাসান ১৮৮৪ সালের ১লা মার্চ ছাদেকপুরে "মোহামেডান এ্যাংলো এ্যারাবিক" স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই বছরেই তিনি জুলাই মাস থেকে "ইনষ্টিটিউট" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ সনে তাঁকে 'শামসুল ওলামা' উপাধি প্রদান করা হয়। ১৮৮৯ সনের ২রা নভেম্বর ৪১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মৌলভী আব্দুর রউফ ফকীর মুহাম্মেডান স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তাঁর দায়িত্বকালেই গুযরী মহল্লায় লেফ্টেন্যান্ট গভর্ণরের হাতে মুহাম্মেডান এ্যাংলো এ্যারাবিক স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর মৌলভী আব্দুর রউফ ফকীর পরলোকগমন করেন। الدر المنثور গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এদিকে মাওলানা আব্দুর রহীম ও মিয়াঁ আব্দুল গফ্ফারকে গ্রেফ্তার করে পাটনার হাজত খানায় বন্দী করে রাখে। দু'দিন পর তাঁদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার ভাতিজা হাকীম আব্দুল হামীদ অতিকষ্টে যামানতের টাকা সংগ্রহ করেন। কিন্তু একাধিক বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও জিহাদী তৎপরতার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়ায় মাওলানা ইয়াহ্ইয়ার যামিনের আবেদন নাকচ করা হয় এবং ১৫১৬ দিন পর ১৮৬৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দেড়মাস কাল তাঁরা পাটনার হাজত ও কারাগারে প্রহর গুণতে থাকেন। অতঃপর ১৮৬৪ সালের মার্চের শেষ দিকে তাঁদেরকে ট্রেনযোগে আম্বেলার জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। আম্বেলার জেলখানায় মাওলানা জাফর থানেশ্বরীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে সেখানে কারাবন্দী ছিলেন।

আম্বালার এই হাজত খানা যেখানে অন্ধকারময় কালো কুঠরী, তার মধ্যে মুজাহিদদের সাথে যে নিষ্ঠুর বর্বর ও অমানবিক আচরণ করা হয়, তা শুনলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ইংরেজ সরকারের এই জঘন্যতম বর্বরতার অমানবিক চিত্র যার বিস্তারিত বিবরণ হাজতেরই এক মুজাহিদ বন্দী মাওলানা আব্দুর রহীম তাঁর লিখিত الدر المنثور গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে।

হাজত যদিও জেলখানা নয়, তবুও জেলখানার প্রথম মনযিল। হাজতে তাঁদের অবস্থা এমন করুণ ছিল যে, প্রত্যেককে হাজতের পৃথক পৃথক কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়। কক্ষগুলির দৈর্ঘ মাত্র পাঁচ ফুট ও প্রস্থ চার ফুট এবং ছাদ অত্যন্ত উঁচু। ছাদের সঙ্গে একটি ছোট টিমটিমে প্রদীপ যার থেকে সামান্যই আলো পাওয়া যায়। আর বাতাস প্রবেশের কোন পথ ছিলনা, যা সামান্য প্রবেশ করত তাতে কোন মতে বেঁচে থাকার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা যায়। এই ছোট্র ঘুটঘুটে অন্ধকারময় কক্ষে আমরা সকলেই আড়াই মাস কাল থাকলাম। দিন ও রাতে মাত্র একটি বার এর দরজা খোলা হ'ত। এ সময় একজন জামাদার, তিনজন সিপাহী, একজন বাবুর্চি, একজন পানি সরবরাহকারী ও একজন মেথর প্রবেশ করতো। জামাদার ও সিপাহী পাহারা দিত, পাচক একটি পাত্রে দু'টি রুটি, তার সঙ্গে অল্প ডাল ও কিছু শাক্ দিত। পানি সরবরাহকারী ঘটিতে পানি ঢেলে দিত। মেথর পায়খানার গামলা ধূয়ে পরিষ্কার করে দিত। তারপর সকলেই চলে যেত দরজা বন্ধ করে।

এই সকল খাবার শুধু কারাবন্দী মুজাহিদগণকে দেওয়া হ'ত যা ছিল সাধারণতঃ পশুদের আহার যোগ্য। অপর হাজতবাসী মাওলানা জাফর থানেশ্বরী তাঁর রচিত 'তাওয়ারীখে আজীব' গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন- রুটির মধ্যে এক অংশ আটা ও বাকি তিন অংশই মাটি ও বালু মিশ্রিত থাকত। শাকের মধ্যে ডাঁটা তরকারী ছাড়া সব্জীর কোন লেশ মাত্রও থাকত না। "الدر المنثور" গ্রন্থে মাওলানা আব্দুর রহীম এক জায়গায় কারাগারের একটি

http://islaminonesite.wordpress.com

উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণে লিখেছেন যে, একবার কারাগারে বন্দীদের মাঝে অসুখ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সমস্ত বন্দী কয়েদীরা চরম বিপদের মধ্যে পতিত হয়। সকলেই আল্লাহ আল্লাহ করে জ্বর থেকে একপ্রকার মুক্তি লাভ করলেন বটে; কিন্তু অসুখের পর রোগের ক্ষয়জনিত কারণে সকলের খাবার চাহিদা এমন বৃদ্ধি পেল যে, সরকারের দেওয়া রুটিতে ক্ষুধার সামান্য পরিমাণও নিবারণ হয়নি। পরে মুজাহিদগণ আহারের বিকল্প হিসাবে কারাগার চত্তরের সবুজ সতেজ যত ঘাস ছিল শিকড় সহ খেয়ে সাবাড় করে দেন।

এই নিদারুন যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকারময় কুঠরীতে মুজাহিদদের যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছিল, তার ইতিহাস অতি দীর্ঘ। যাহোক এগারো জন মুজাহিদ বন্দীকে আড়াইমাস পর বন্দীশালার কবর থেকে বের করে এক ব্যারাকে একত্রিত করা হলে তাঁরা আকাশের মুখ দেখতে পান ও পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে জর্জ হারবার্ট এডওয়ার্ডের কোর্টে তাঁদের মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এই শুনানীতে মুজাহিদ বন্দীদের প্রতিদিন হাজতের ব্যারাক থেকে সেশন্ জজের কোর্টে নিয়ে আসা যাওয়া একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, মুজাহিদগণকে যখন শুনানীর জন্য কোর্টে উপস্থিত করা হ'ত, তখন তাঁদেরকে একনজর দেখার জন্য সাংবাদিক ছাড়াও প্রবল জনতার ভীড় উপচে পড়ত। তখন এই দৃঢ়চেতা, সংকল্পে অটল ও ধৈর্যশীল মুজাহিদদের ইসলামের প্রতি একাগ্রতা, নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতার যে চিত্র ফুটে উঠে তা রীতিমত ছিল ঈর্ষার বিষয়। মামলার প্রথম দিনেই শুনানী চলাকালে যখন যোহরের ছালাতের সময় হয়ে গেল, তখন আল্লাহ্র ইবাদত গুযার বান্দাদের এক মুহূর্ত বিলম্ব সহ্য হয় না। ছালাত আদায়ের অনুমতি কোর্টের বিচারপতির নিকট চাওয়া হলে দাম্ভিক ও হটকারী বিচারপতি অনুমতি ছিল না। দ্বীনের এই একনিষ্ঠ ধারক ও বাহকগণ অগত্যা তায়াম্মুম করে কোর্টের বিচার কক্ষেই জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করেন।

সুবহানাল্লাহ! আলহামদুল্লিাহ!! সেদিনের ছালাত আদায়ের দৃশ্য যে কি অপূর্ব ছিল! ইসলামের বীর মুজাহিদের কপাল যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন তাঁরা ছালাত ও সিজদার আত্মিক স্বাদ ও গুরুত্ব লাভ হ'তে নিজেদের এক মুহূর্ত বঞ্চিত রাখতে পারেননি। ইংরেজ যালিম ও পরাক্রমশালী শাসকদের ভয়-ভীতি ও সমূহ বিপদকে উপেক্ষা করে বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে তাঁরা সিজদায় পড়ে যান।

আদালত প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য, সকলেই এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করছিল। উপস্থিত জনতার হৃদয় তখন ভাবাবেগে আপ্লুত। যেন তাদের চেহারায় বিদ্রোহের ছাপ স্পষ্ট। জনতার চেহারায় ফুটে উঠছিল মুজাহিদদের সাথে তাদের একাত্মতা; যেন নির্দেশ পেলেই জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোর্টের বিচারপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সাধারণ জনতার বিক্ষুব্ধ ভাব ও গতি লক্ষ্য করে আতংকিত হ'লেন। ছোট ছোট দলে ইংরেজ মহিলা ও পুরুষ প্রতিদিন আসত ফাঁসির কারাগারে মুজাহিদদের দেখার জন্য, আর মনে মনে আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু তারা মুজাহিদদের চেহারায় কোন প্রকার ভয়-ভীতি ও আতংক না দেখে বরং তাঁদের মুখে শান্ত, স্থির ও উজ্জ্বল আনন্দের ঝলক দেখতে পেয়ে মনে মনে তারা বিস্মিত হয় ব্যতিক্রমধর্মী এ দৃশ্য দেখে। মুজাহিদগণের এমন ব্যতিক্রম অবস্থা লক্ষ্য করে কতিপয় ইউরোপবাসী কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা ফাঁসির দণ্ডাদেশ শুনেও কেন এত আনন্দে বিহবল? তাঁরা সংক্ষিপ্ত উত্তরে শুধু এতটুকুই বলেছিলেন, ইসলাম ধর্ম মতে আল্লাহ্র পথে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ হয়। আর কোন মুসলমানের পক্ষে শাহাদত বরণ করা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কারারুদ্ধ মুজাহিদদের ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর এই ছিল উত্তর।

মৃত্যুর দন্ডাদেশ প্রাপ্ত কয়েদীর মুখে এমন নির্ভীক বাণী নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক ইংরেজ সরকার কোন দিন আর শোনেনি। তাঁদের এমন উত্তর শুনে বিচারপতি ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসারগণ অস্থির হয়ে উঠে। তারা ভাবে, ফাঁসির দণ্ডাদেশ কয়েদীদেরকে অলৌকিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পুলকিত করে তুলেছে। এই দৃশ্য তাদের হিংস্র মনের আক্রোশ ও প্রকাশ্যে শত্রুতার যন্ত্রনার বহ্নিশিখাকে আরও প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। সুতরাং মুজাহিদগণের আমরণ যন্ত্রনার শাস্তিই মুহূর্তের মৃত্যু শ্রেয় এই চিন্তা করে ইংরেজ সরকার তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা কালাপানিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। শেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৬৪ সালের ২৪ শে আগষ্ট আম্বেলার ডেপুটি কমিশনার কয়েদীদের কক্ষে এসে শোনালো যে, তাদের ফাঁসির দণ্ডাদেশ পরিবর্তন করে মহাসাগরের নির্জন দ্বীপে দ্বীপান্তর দেওয়ার শাস্তিই অবধারিত করা হ'ল। এই ঘোষণা শুনে মুজাহিদগণ আল্লাহ্র নবীর সেই হাদীছ স্মরণ করলেন 'সর্বাধিক কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন নবীদের হ'তে হয়, তারপর আল্লাহ্র সর্বোত্তম বান্দাদের উপরে কঠিন পরীক্ষা নেমে আসে। মাওলানা আব্দুর রহীদের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ঘোষণা শোনানোর পর তাঁদেরকে ফাঁসির প্রকোষ্ঠ থেকে সাধারণ কয়েদীদের ব্যারাকে নিয়ে রাখা হয় এবং কারাগারের নীতি অনুসারে তাঁদের চুল, দাড়ি ও গোফ মুন্ডন করা হয়। এর দ্বারা মুজাহিদগনের সুন্নাতের নিয়ামত হ'তে বঞ্চিত করা হয়। মুন্ডনকৃত কেশ হাতে নিয়ে মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী বলতে থাকেন-'এই চুল আল্লাহ্র পথেই কুরবানী হয়েছে।' এই সান্ত্বনা বাণীতে সকল মুজাহিদদের মনে শান্তি ফিরে আসে।

*[চলবে]*

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

# 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ (রাঃ)

-মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান

**সার সংক্ষেপঃ**

*[হযরত 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবীকে জীবিতাবস্থায় তাদের জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন, তাঁদেরকে আশারা যে মোবাশ্শারাহ বলা হয়।[১] হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) সেই দশজন ছাহাবীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে জানা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। বক্ষমান প্রবন্ধে হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ)-এর নাম, বংশ পরিচয়, জন্ম, ইসলাম গ্রহণ, হিজরত ও জিহাদে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।*

*হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উছমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে তাঁকে বিশেষ পরামর্শ দানকারী ও উপদেষ্টা হিসাবে রাখার যে যথার্থতা, তা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর আল্লাভীতি, রাসূলের (ছাঃ) প্রতি ভালবাসা, দানশীলতা, আত্মত্যাগ, আমানতদারী, বিনয়, কোমলতা, সততা ও সাহসিকতা সম্পর্কে আমরা অবগত হ'তে পারব। তাঁর তুলনাহীন জীবনী থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, যা এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।]*

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) আছহাবে রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'আব্দুর রহমান। কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ। জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু 'আমর। কারো কারো মতে জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদু কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নাম রাখেন আব্দুর রহমান।[২]

'আব্দুর রহমানের পিতার নাম 'আউফ। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিক্রমা হলঃ 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ বিন আব্দ 'আউফ বিন 'আব্দ বিনুল হারেস বিন যুহ্‌রা বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা'ব, বিন লুআই, বিন গালেব আল-কারশী আয্-যুহ্‌রী।[৩] মায়ের নাম শেফা বিন্‌ত 'আউফ। মায়ের দিক থেকে তার বংশ ধারা হলঃ 'আব্দুর রহমান বিন শেফা বিন্‌ত 'আউফ বিন আবদ ইবনুল হারেস বিন যুহ্‌রা। আবু আহমাদ হাকেমের মতে, তাঁর মায়ের নাম ও বংশ পরিক্রমা হ'ল সাফাইয়া বিন্‌ত 'আব্দ মান্নাফ ইব্ন যোহ্‌রা ইব্ন কিলাব।[৪] কারো কারো মতে, তার মাতার নাম দই'আহ।[৫] তাঁর পিতা ও মাতা উভয়ই যুহরা গোত্রের লোক ছিলেন।[৬]

হযরত 'আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা:) হস্তীবর্ষের দশ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন।[৭] এ দিক থেকে আব্দুর রহমান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে দশ বছরের ছোট। ইব্ন হাজার আসক্বালানীর মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তের বছরের ছোট ছিলেন।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির পর প্রথম পর্যায়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) অন্যতম। তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে সা'দ এ সম্পর্কে বলেন, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে সত্য দ্বীনের সন্ধান লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমানদের দলভুক্ত হন। তখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইব্নে আবী আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন।[৯]

---

১. মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়া'ইদুল ফিক্‌হ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১/১৩৮১), পৃঃ ৩৮০।
দ্রঃ মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা আত- তিরমিযী, জামে আত- তিরমিযী, ২য় খণ্ড (দেওবন্দঃ মুখতারা এণ্ড কোম্পানী, তা বি), পৃঃ ২১৫।

২. আয্-যাহাবী, সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃঃ ৬৯; ইব্ন হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃঃ ৪১৬; ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড (তেহরানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, তাবি') পৃঃ ৩১৩; Encyclopaedia of Islam, Vol-I (London: Luzac and co. 1960) P.84.

৩. সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯; ইব্ন হাজার আসক্বালানী , তাকরীব আত-তাহযীব, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬; আল ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৬; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩; অলী উদ্দীন মুহাম্মাদ খত্বীব আত-তাবরীযী, আল ইকমাল, (দিল্লীঃ কতুব খানায়ে রশীদিয়াহ, তা.বি), পৃঃ ৬০৩; ইব্ন হাজার বলেন, "عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب ابو محمد الزهرى"
দ্রঃ তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খণ্ড (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ১৫৩।

৪. সিয়ার 'আলাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪।

৫. তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩।

৬. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ৭২।

৭. আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৬; তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩; আল মাদায়ীনী বলেন, "ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين"
দ্রঃ- সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।

৮. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।

৯. ইব্ন সা'দ, তাবকাতুল কুবরা; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্যান্য ছাহাবীগণের ন্যায় তিনিও কুরায়েশ মুশরিকদের অত্যাচার, যুলম ও নির্যাতনের শিকার হন।[১০]

নবুঅতের পঞ্চম বছর রজব মাসে যে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার প্রথম দলটি মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করেন তাদের মধ্যে আব্দুর রহমানও ছিলেন। পরে হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে সকলের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।[১১]

তিনি দু'স্থানেই হিজরত করেছিলেন।[১২] তিনি মদীনায় হিজরতের পর হযরত সা'দ ইব্ন রাবী আল-খাযরাজীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[১৩]

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) হিজরত করে মদীনায় আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সা'দ ইবনে রাবীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। সা'দ ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি আমার সকল সম্পদ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দু'জন স্ত্রীও আছে, আমি চাই আপনি তাদের দু'জনকে দেখে একজনকে পসন্দ করুন। আমি তাকে তালাক দিব। তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন'। আব্দুর রহমান বললেন, আল্লাহ আপনার পরিজনের উপর বরকত ও কল্যাণ দান করুন! ভাই এসব কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাকে ইয়াছরিবের (মদীনার) কাইনুকা বাজারে পৌঁছে দেওয়া হ'ল। আব্দুর রহমান এক স্থান থেকে কিছু ঘি ও পনির খরিদ করে বাজারে যান। দ্বিতীয় দিনেও তিনি এমনটি করলেন। এভাবে তিনি রীতিমত ব্যবসা শুরু করে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বেশ লাভবান হন।

এমনকি কিছুদিন পর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হ'লে তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এই সব কি? (তুমি কি বিয়ে করেছ?) আব্দুর রহমান বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক আনসারী মহিলার সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহর' কত নির্ধারণ করেছ? তিনি বললেন, কিছু সোনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একটি ছাগল দিয়ে হ'লেও ওলিমা করে নাও।[১৪]

হযরত 'আব্দুর রহমান ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। নেন। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয়। মক্কার উমাইয়া ইব্ন খালফের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিও তিনি সম্পাদন করেন।[১৫]

এ থেকে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করতে পারি যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর দৃঢ় আস্থা ও তুলনাহীন উদারতার উপমা ইসলামী উম্মাহ তথা মানব জাতির ইতিহাসে বিরল। অপর দিকে হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর আত্মনির্ভরতা ও নিজ পায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৃঢ় সংকল্পও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় হিজরী হ'তে মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) বদর, উহুদ, খন্দক সহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশ, গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেন।[১৬] বুখারী শরীফে হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) থেকে বদর যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হাদীছটি নিম্নরূপ।

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সৈনিকদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। আমার পাশে তাদের মতো অল্প বয়স্ক যুবক থাকার কারণে আমি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময়

---

১০. তদেব।

১১. খালেদ মাহমূদ খালেদ, রেজালু হাওলার রাসূল (বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৬/১৪১৬), পৃঃ ৩৪৩; এ সম্পর্কে Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, "He took part in the Hidjra to Abyssinia and in that to Madina". C.F: Vol-I, P.84.

১২. আল-ইছাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৬; তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩; মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বূদ বলেন, যারা হাবশা ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরত করেছিলেন, তাদেরকে ছাহিবুল হিজরাতাইন বলা হয়।

দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।

১৩. সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১; এ সম্পর্কে ইবনুল আসীর বলেন,

"واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع"

দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।

১৪. মুহাম্মাদ ইউসুফ আল কান্দুলভী, হায়াতুছ ছাহাবা, ১ম খণ্ড, (দামেশ্‌কঃ দারুল কালাম, ১৯৮৩/১৪০৩), পৃঃ ৩৮০; সিয়ার আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪।

১৫. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।

১৬. রেজালু হাওলার রাসূল, পৃঃ ৩৪৩; Encyclopaedia of Islam, Vol-I, P-84; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩; উসদুল গাবাহ; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, চাচাজান! আমাকে দেখিয়ে দিনতো আবু জাহল কে? আমি বললাম, ভাতিজা তাকে (আবু জাহল) দিয়ে তুমি কি করবে? সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেছি যে, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব কিংবা এ জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করব। অন্যজনও অনুরূপভাবে তার সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করল। 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তখন তাদের দু'জনের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল। মনে করলাম আমি দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের পাশেই আছি। আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা অকস্মাৎ একসাথে বাজ পাখীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল। এরা দু'জন ছিল আফরার দুইপুত্র।[১৭]

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি সারা শরীরে বিশটি বা তার অধিক আঘাত পান।[১৮] ইব্‌নু হাজার ও বালাযুরীর মতে-এ যুদ্ধে তিনি মোট একুশটি আঘাত পান।[১৯] বিশেষ করে তাঁর পায়ের আঘাত মারাত্মক ছিল।[২০] ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ (রাঃ)-কে দুমাতুল জান্দালে প্রেরণ করেন,। যাত্রার পূর্বে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হাতে তার মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেন।[২১] ইসলামী পতাকা তাঁর হস্তে অর্পন করে বললেন, বিসমিল্লাহ। আল্লাহ্‌র রাস্তায় রওয়ানা হও, যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

কিন্তু কাউকে ধোকা দিওনা, ছোট ছোট বালক-বালিকাদের হত্যা কর না। এমনকি দুমাতুল জান্দাল পৌঁছে কল্‌ব গোত্রের লোকদেরকেই প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তারা যদি খুশী মনে তোমার দাওয়াত গ্রহণ করে তাহ'লে তাদের রাজকন্যাকে বিবাহ করবে, অন্যথায় যুদ্ধ করবে।[২২] হযরত 'আব্দুর রহমান ইবন্ 'আউফ (রাঃ) সম্মান ও মর্যাদা সহকারে মদীনা হ'তে রওয়ানা হয়ে দুমাতুল জান্দাল পৌঁছেন। সেখানে তিনি তিনদিন ধরে এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে ইসলামী তাবলীগ করেন যে, কল্‌ব গোত্রের সর্দার আসবাগ ইবন্ আমর আল কল্‌বী তাঁর বিপুল সংখ্যক জাত ভাইসহ অত্যন্ত খুশীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা জিযিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

অতঃপর 'আব্দুর রহমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা মোতাবেক কলব গোত্রের আসবাগ ইব্‌ন আমরের কন্যা তুমাদিরকে বিবাহ করেন এবং সঙ্গে নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত আবু সালামা তুমাদিরের গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।[২৩]

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মুহাজিরদের যে দলটি সংগে ছিল আব্দুর রহমানও সেই দলে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) আরব উপদ্বীপে দাওয়াতী কাজের জন্য কতগুলো তাবলীগী দল বিভিন্ন দিকে পাঠান। তখন পর্যন্ত আরবের অধিকাংশ গোত্র অন্ধকার ও মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবলীগী দলগুলোকে সশস্ত্র অবস্থায় প্রেরণ করেন, যাতে তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। এ রকম ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে বনু জাযীমা গোত্রের নিকট পাঠানো হল। খালিদ (রাঃ) বনু জাযীমার উপর হামলা করে তাদের বহু লোককে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হ'লেন। তিনি খালিদ (রাঃ) কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন এবং তাঁর ভুলের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত আদায় করেন।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি খালিদকে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেছিলাম, তলোয়ার পরিচালনার জন্য নয়।[২৫]

---

১৭. মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল বুখারী, ছহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড (করাচীঃ নূর মুহাম্মাদ কারখানাহ তিজারতিল কুতুব, ১৯৩৮/১৩৫৭), পৃঃ ৫৬৮।

১৮- ইব্‌ন হিশাম বলেন, "وجرح عشرين جراحة او أكثر"

দ্রঃ আস-সিরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪/১৪১৫), পৃঃ ৩৮।

১৯. ইব্‌ন হাজার বলেন,

انه جرح يوم أحد إحدى و عشرين جراحة"

দ্রঃ আল ইছাবা, ২য় খন্ড পৃঃ ৪১৭।

২০. আস- সিরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮।

২১. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড পৃঃ ৭৪; Encyclopaedia of Islam vol-1, P-84.

২২. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩১৪।

২৩. তদেব; Encyclopaedia of Islam, Vol-1, P-85; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩১৪।

২৪.সিয়ার আ'লাম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৭০।

২৫. আশারা মোবাশশারাহ, পৃঃ ২৩১।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর গোত্র এবং জাযীমা গোত্রের মধ্যে আদিকাল হতেই শত্রুতার ভাব ছিল, এমনকি 'আব্দুর রহমানের পিতা 'আউফকে জাযীমা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হত্যা করেছিল। তবুও ইসলামের সর্বব্যাপী শিক্ষার ফলে তারা সেই পুরাতন শত্রতাও ভুলে গিয়েছিল। এই তলোয়ার পরিচালনার সংবাদ শুনে 'আব্দুর রহমান খালিদকে বললেন, দুঃখের বিষয় যে তুমি ইসলামেও সেই আইয়্যামে জাহেলিয়ার মত প্রতিশোধ নিলে। খালিদ (রাঃ) বললেন, আমি তোমার পিতার প্রতিশোধ নিয়েছি। 'আব্দুর রহমান বললেন, তুমি তোমার পিতা এবং চাচা ইবনু মুগীরার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছ অথচ এর মধ্যেই অকল্যাণ রয়েছে।[২৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর পিতা 'আউফ এবং খালিদের পিতা ও চাচা বানিজ্য উপলক্ষে ইয়ামেনে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জাযীমা গোত্রের লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ করে উভয়কে হত্যা করেছিল।

বনু জাযীমা এর ঘটনা নিয়ে হযরত 'আব্দুর রহমান ও খালিদের মধ্যে বিতর্ক চলছিল। এ কথা রাসূল (ছাঃ) অবগত হয়ে হযরত খালিদকে ডেকে তিরষ্কার করে বললেন, তুমি চুপ কর খালেদ! আমার আসহাবকে ছেড়ে দাও, যদি তুমি আল্লাহ্র পথে উহুদ পর্বত সমান স্বর্ণ দান কর তবুও তুমি তার সমতুল্য হ'তে পারবে না।[২৭]

নবম হিজরী সনে তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যে ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল সে পরীক্ষাতে তিনি কৃতকার্য হন। রাসূল (ছাঃ)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে এ অভিযানের জন্য হযরত আবু বকর, উছমান ও 'আব্দুর রহমান (রাঃ) রেকর্ড পরিমাণ অর্থ দান করেন।

'আব্দুর রহমান (রাঃ) আট হাজার দীনার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা সমালোচনা শুরু করে। তারা বলতে থাকে, সে একজন রিয়াকারী, লোক দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য।[২৮] তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ আয়াতটি নাযিল করেন- أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ-

অর্থঃ এরা তো সেই সব ব্যক্তি যাদের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হ'তে থাকবে।[২৯]

অপর একটি বর্ণনায় আছে হযরত উমর (রাঃ) তার এ দান দেখে বলে ফেলেন, আমার মনে হচ্ছে 'আব্দুর রহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ তিনি তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য কিছুই রাখেন নি। এ কথা শুনে রাসূল (ছঃ) আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি? তিনি বললেন, আমি যা দান করেছি তার চেয়ে উত্তম ও বেশী জিনিষ তাদের জন্য রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন কত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে রিযিক কল্যাণ ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তাই।[৩০]

তাবুক অভিযানের সময় একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাতের সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যান। ফিরতে একটু দেরী হয়। এদিকে ছালাতের সময়ও হয়ে যায়। তখন সমবেত মুছল্লীদের অনুরোধে হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) ইমাম হিসাবে দাঁড়িয়ে যান। এদিকে রাসূল (ছাঃ) ফিরে এলেন, তখন এক রাক'আত ছালাত শেষ হয়েছে। 'আব্দুর রহমান তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পেরে পিছন দিকে সরে আসার চেষ্টা করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বীয় স্থানে থাকার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতটিও তিনি শেষ করেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করেন।[৩১]

মক্কা বিজয় হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিদায় হজ্জ পর্যন্ত ছোট বড় সকল যুদ্ধেই 'আব্দুর রহমান (রাঃ) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী একাদশ সনে রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকাল করলেন। অতঃপর খলীফা নির্বাচন প্রশ্নে উপস্থিত কিছু সমস্যা দেখা দিল। হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) এ সমস্যা সমাধানে অংশ গ্রহণ করেন। এমনকি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি।[৩২]

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে 'আব্দুর রহমান (রাঃ) বিশেষ পরামর্শ দানকারী ছিলেন। হিজরী ১৩ সালে হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় থেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য চিন্তা করছিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) কে ডেকে এ

২৬. আস-সীরাতুন্ নুববিয়্যাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯ ; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৬।

২৭. তদেব।

২৮. আসহাবে রাসূলের (ছাঃ) জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

২৯. সূরা-তাওবাহ, আয়াত ৭১।

৩০. আসহাবে রাসূলের (ছাঃ) জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

৩১. ছহীহ মুসলিম, আসহাবে রাসূলের (ছাঃ) জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

৩২. আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৩২।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিষয়ে পরামর্শ করলেন এবং খলীফা হিসাবে হযরত উমর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। 'আব্দুর রহমান খলীফার প্রস্তাব শুনার পর বললেন, হযরত উমর (রাঃ)-এর যোগ্যতা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ও দ্বিমত নেই কিন্তু স্বভাবগত ভাবে তিনি একটু কঠোর। আবু বকর (রাঃ) বললেন, এই গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দিলে তিনি নিজ থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন। অতঃপর কয়েকদিন জীবিত থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন এবং উমর (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ৮ জন বিশিষ্ট ছাহাবীকে ফৎওয়া ও বিচারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হযরত 'আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।[৩৩]

হযরত উমর (রাঃ) 'আব্দুর রহমান (রাঃ)-কে বিশেষ উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। হযরত উমর (রাঃ) রাত্রে ঘুরে ঘুরে শহরের মানুষের অবস্থার খোঁজ নিতেন। প্রায় সময় তিনি তাঁর সাথে থাকতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন।

এক রাতে খলীফা উমর (রাঃ) 'আব্দুর রহমান (রাঃ) কে সাথে নিয়ে শহর পরিভ্রমনে বের হ'লেন। দূর থেকে তারা দেখতে পেলেন, একটি বাড়ীতে আলো জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, বাড়ীর সব দরজা জানালা বন্ধ। কিন্তু ভেতর থেকে উচ্চ কণ্ঠ ভেসে আসছে। খলিফা 'আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভেতর থেকে আসা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আব্দুর রহমান বললেন, শুনতে পাচ্ছি। উমর (রাঃ) বললেন, কি বলছে তা কি বুঝতে পারছেন? তিনি বললেন, সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ, কেবল শোরগোল শোনা যাচ্ছে, কি বলছে তা বুঝা যাচ্ছে না। উমর (রাঃ) বললেন, আপনি কি জানেন বাড়ীটি কার? তখন তিনি বললেন, রবীয়া বিন উমাইয়ার। খলীফা বললেন, সম্ভবত তারা মদ্যপান করে মাতলামি করছে। আপনার কি মনে হয়? 'আব্দুর রহমান বললেন, আল্লাহ আমাদের গুপ্তচর বৃত্তি থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ولا تجسسوا" অর্থঃ "তোমরা গুপ্তচর বৃত্তি করো না"[৩৪] এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث!" অর্থঃ তোমরা ধারণা থেকে বাঁচ, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।[৩৫]

অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ' মুসলমানদের গীবত কর না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান কর না, কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন'।[৩৬]

এ কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন, যথাসময়ে আমাকে স্মরণ করে দিয়েছেন। এ বলে খলীফা তাঁকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হলেন। হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) যে আয়াতটি খলীফাকে স্মরণ করিয়ে দেন, তা হচ্ছে মুসলিম সমাজ জীবনে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের প্রাণ স্বরূপ।

উমর (রাঃ) খেলাফতের প্রথম বছর তাঁকে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান আর তাঁর সাথে পাঠান নিজের পক্ষ থেকে কুরবানীর একটি পশু। সে বছর বিশ্ব মুসলিম তাঁর নেতৃত্বেই হজ্জ আদায় করে।

হযরত উমর (রাঃ) ফজর ছালাতের ইমামতি করছিলেন। তখন মুগীরা ইব্ন শু'বার পারসিক ক্রীতদাস ফিরোয তাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় সাথে সাথে তিনি পিছনে দণ্ডায়মান 'আব্দুর রহমানের হাতটি ধরে স্বীয় স্থানে দাঁড় করে দেন এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অতঃপর 'আব্দুর রহমান অবশিষ্ট ছালাত দ্রুত শেষ করে হযরত উমর (রাঃ) কে ঘরে তুলে নিয়ে আসেন।[৩৭]

উমর (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য হযরত উছমান, আলী, 'আব্দুর রহমান, সা'দ, যুবাইর ও ত্বালহার নাম বলে যান। তিনি বলেন, আপনারা এ ছয়জনের মধ্য হ'তে যে কোন এক জনকে খলীফা নির্বাচন করতে পারেন। কারণ এ ছয় জন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখবেন তিনদিনের মধ্যেই আপনারা এদের মধ্য হ'তে কাউকে নির্বাচন করে নিবেন। এর বেশী বিলম্ব যেন না হয়।

---

৩৩. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

৩৪. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত, ১২।

৩৫. আবু বকর আল জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল আলামিয়্যাহ, ১৯৯৪/১৪১৫), পৃঃ ৫৪০।

৩৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী, আল-জামে'উ লি আহ্কামিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ১৬ তম জুয (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৫/১৪১৫), পৃঃ ৩০২।

৩৭. আসহাবে রাসূলের (ছাঃ) জীবন কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭; 'আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৩২-২৩৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



হযরত উমর (রাঃ) -এর দাফন শেষে তাঁরই অছিয়ত অনুযায়ী খলীফা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। দু'দিন ধরে আলোচনার পর কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তৃতীয় দিনে 'আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, প্রশ্নটা ছয় জনের মধ্যেই সীমিত। যে তিনজন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কারও সমর্থণ আসেনি তাদের বাদ দিয়ে অপর তিনজন সম্পর্কে আলোচনা করি। এতে মতদ্বৈধতা অনেকাংশে কমে যাবে। এ প্রস্তাব সকলেরই মনঃপুত হয়। অতঃপর হযরত যুবাইর বিনুল 'আওয়াম হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম হযরত ত্বালহা হযরত উছমান -এর নাম এবং হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্নে 'আউফ (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করলেন।

এরপর হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমি নিজে খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করব না। এবার শুধু আপনাদের দু'জনের মধ্যেই প্রশ্ন সীমাবদ্ধ রইল। আল্লাহ্র আহকাম, রাসূলের সুন্নত এবং শায়খায়েন (প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা) এর নিয়মানুযায়ী কাজ চালিয়ে যাবেন বলে আপনাদের মধ্যে যিনি ওয়াদা করবেন, তার হাতেই বায়'আত করা হবে। অর্থাৎ তিনিই খলীফা নিযুক্ত হবেন।[৩৮]

এক রেওয়ায়াত মোতাবেক হযরত উছমান (রাঃ) উপরোক্ত ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু বোখারীর অপর রেওয়ায়াত মোতাবেক তাঁরা উভয়ই নীরব ছিলেন। যাহোক হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) তাঁদের উভয়কে উক্ত শর্ত পালনে সম্মত করালেন এবং মীমাংসার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেককেই একাকী নির্জনে নিয়ে, তাদের ফযীলত ও বুযর্গী স্মরণ করিয়ে বললেন, আমি আশা করি যদি আপনাকে এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাহ'লে আপনি ন্যায় বিচার করবেন। আর যদি অপরজনকে খলীফা নির্বাচন করা হয় তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে যাবেন না।

এভাবে উভয়ের সম্মতি নিয়ে হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) জন সমাবেশে বক্তৃতা করেন এবং হযরত উছমান (রাঃ)-এর হাতে গ্রহণ করেন। হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) বায়'আত করতেই জনসাধারণ বায়'আতের জন্য অগ্রসর হন এবং এভাবে হযরত উছমান (রাঃ) ২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসে খলীফা নির্বাচিত হন।[৩৯]

হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) আমরণ খলীফা উছমান (রাঃ)-এর 'মজলিসে শুরা'র সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দানের মাধ্যমে ও উম্মাহর বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দেন।[৪০] হযরত আবু বকর, উমর, উছমান (রাঃ) এ তিনজন খলীফার নিকটেই তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও আস্থার পাত্র ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্নে 'আউফ (রাঃ) থেকে উক্ত তিনজন খলীফাই তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পরামর্শ দ্বারা অনেক উপকৃত হ'তে পেরেছিলেন।

আল্লাহভীতির কোন দৃষ্টান্ত পেলে তিনি একে শিক্ষনীয় পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্র কুদরত ও ভয়ের কথা স্মরণ করে তিনি ক্রন্দন করতেন। একদা তিনি ছিয়াম রত ছিলেন, সন্ধ্যার সময় যখন খাবার সম্মুখে আনা হল, তখন মুসলমানদের দারিদ্রের কথা স্মরণ হলো। তিনি বল্লেন, হযরত মুছ'আব ইব্নে উমাইর আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি শহীদ হয়েছেন। তাঁর কাফনের জন্য মাত্র একখানা চাদর ছিল। এটি এমন ছোট ছিল যে, তা দ্বারা মাথা ঢাকলে পা বের হয় এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়। এভাবে হযরত হামযা শহীদ হয়েছেন। তিনিও আমার চেয়ে অনেক গুণে উত্তম ছিলেন। তাঁর কাফনেরও একই অবস্থা ছিল। কিন্তু আমার জন্য দুনিয়া এখন প্রশস্ত হয়ে গেছে। এখন পার্থিব নেয়ামত আমার কাছে ভয়ের কারণ হয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি ক্রন্দন করতে করতে আর খাদ্য খেতে পারলেন না।[৪১]

রাসূলের নৈকট্য লাভকারী হিসাবে 'আব্দুর রহমান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মহব্বত, খেদমত ও হেফাযতে কোন সময়ই পিছনে থাকতেন না। উহুদ যুদ্ধে ছাহাবীগণের আত্মবিশ্বাস ও জিহাদের অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে রক্ষা করতে যখমী হয়েছিলেন। যার কারণে পরবর্তী জীবন খুঁড়িয়ে হেটেছেন। এর পরও তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বত ও জিহাদের প্রেরণায় যুদ্ধের ময়দান হ'তে পলায়ন করেননি।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকালের পর হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) সর্বদা তাঁর কথা স্মরণ করতেন। কথায় কথায় তাঁর কোন না কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন। হযরত নওফেল (রাঃ) বলেন, তাঁর সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দ পূর্ণ ছিল। তিনি একজন ভালো বন্ধু ছিলেন। একদা তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেলেন। আহারের পূর্বে গোসল করলেন এবং আমাকে নিয়ে খেতে বসলেন। খাবারের মধ্যে আটার রুটি ও গোশত দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে জবাবে বললেন আমাদের প্রিয় নবী আমাদের ছেড়ে গেছেন, তিনি ও তাঁর

৩৮ আশারা মোবাশশারা পৃঃ ২৩৩-২৩৪।
৩৯ বুখারী, আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৩৪।

৪০. সিয়ার 'আলাম আন্-নুবালা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৬।
৪১. বুখারী, আশারা মোবাশ্শারা, পৃঃ ২৩৬।
৪২. তদেব।

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিবার সারা জীবন পেট ভরে যবের রুটিও পাননি। এখন দেখছি আমরা অনেক কিছু খাচ্ছি। তাই আমার মনে হচ্ছে, রাসূলের পর এতদিন ধরে জীবিত থাকা অনুচিত হয়েছে।[৪৩]

হযরত 'আব্দুর রহমান (রাঃ) সত্যবাদী, বিনয়ী ও দানশীল ছিলেন। তার দানশীলতা ও আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের প্রবণতা ছিল প্রবাদের মত। জাতীয় ও ধর্মীয় কাজে তিনি বিরাট অংক দান করে গেছেন। একদা তাঁর কর্মচারীর দল মৌসুম শেষে যখন মদীনা পৌঁছে, তখন শত শত উটের পিঠে শুধু গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী বোঝাই ছিল। এই আযীমুশ্শান দলটি মদীনা পৌঁছলে মদীনায় একটা রব উঠে গেল। হযরত 'আয়েশা (রাঃ) এ সংবাদ শ্রবণ করে বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আব্দুর রমহান পিপীলিকার ন্যায় (হামাগুড়ি দিয়ে) বেহেস্তে গমন করবেন' তিনি এ সংবাদ শ্রবণ করে হযরত আয়েশার নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, এ ব্যবসায়ের সব মাল-আসবাব, লাভ আসলে এমনকি সমস্ত উট ও আনুসঙ্গিক যাবতীয় কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলাম। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি চার হাযার দিরহাম দান করেছিলেন। দু দু'বার তিনি চল্লিশ হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ওয়াকফ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, জিহাদের জন্য তিনি পাঁচ শত ঘোড়া এবং পাঁচ শত উট পেশ করেন।[৪৪]

মৃত্যুকালে তিনি পঞ্চাশ হাযার দীনার আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে যান। এছাড়া বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছাহাবাগণের প্রত্যেকের নামে চারশত দীনার করে ওছিয়াত করে যান। তাঁর চারজন স্ত্রী একসাথে ষোল আনা সম্পত্তির আটভাগের এক ভাগের মালিক হন। এ আট ভাগের এক ভাগকে চারভাগে ভাগ করে দেখা গেল যে, প্রত্যেকের ভাগে আশি হাযার করে স্বর্ণ মুদ্রা পড়েছে। এছাড়া তার পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে এক হাযার উট, একশত ঘোড়া এবং তিন হাযার ছাগলও ছিল।[৪৫]

হযরত 'আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্রগণ, যেমন ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমর, মুছ'আব, আবু সালমাহ, তাঁর পৌত্র মিসওয়ার বিন ইবরাহীম, তাঁর ভাগ্নে মিসওয়ার বিন মাখরামাহ, ইব্নে আব্বাস, ইব্নে উমর, জাবির, যুবাইর, ইব্নে মুতইম, আনাস, মালেক ইব্নে আউস, নওফেল ইব্নে ইয়াস, আব্দুল্লাহ ইব্নে রবীয়াহ, মুহাম্মদ ইব্নে জুবাইর, ইব্নে (মত'ঈম) (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ হাদীছ বর্ণনা করেন।[৪৬]

হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্নে 'আউফ (রাঃ) ৩২ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বৎসর।[৪৭]

ইবনুল আসীরের মতে তিনি ৩১ হিজরী সনে ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৪৮] ইব্নে হাজার আসক্বালানী তাঁর ইছাবা গ্রন্থে বলেন, তিনি ৩১ হিজরী সনে ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কারও কারও মতে ৭৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৯] তবে ইব্নে হাজার তাঁর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।[৫০] তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন হযরত উছমান (রাঃ) অথবা যুবাইর বিনুল আওয়াম (রাঃ)। অতঃপর তাঁকে মদীনার গোরস্থানে বাক্বী সমাহিত করা হয়।[৫১]

**উপসংহারঃ**

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁদের মহামূল্যবান জীবনী থেকে আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারি। তেমনি আমরা 'আব্দুর রহমান ইব্নে 'আউফ (রাঃ)-এর জীবনী থেকে ও শিক্ষা গ্রহণ করব এবং আমাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করব। এটিই আমাদের কাম্য। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমীন!!

---

৪৩. আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭।
৪৪. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৬।
৪৫. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭; তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩; আল-ইছাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭।
৪৬. তাহযীব আত-তাহযীব, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৫৩।
৪৭. তাকরীবুত তাহযীব, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫৪; এ সম্পর্কে T.P. Hughes বলেন, "He died A.H. 32 aged 72 or 75" C.F: Dictionary of Islam, P-2.
৪৮. তাহযীব আত্-তাহযীব, ৫ম খন্ড পৃঃ ১৫৪; ইবনুল আছীর বলেন, "وتوفى سنة احدى وثلاثين"
দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ৩য় খন্ড পৃঃ ৩১৭; Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,` He died about 31/652 aged 75" Vol. 1-P-84
৪৯. আল -ইছাবা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪১৭।
৫০. তদেব।
৫১. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯৬; আল ইছাবা, ২য় খন্ড পৃঃ ৪১৭; আল ইকমাল, পৃঃ ৬০৩;T.P. Hughes বলেন, He was buried at Baqiu-1 gharqad, the graveyard of al- Madinah C.F. Dictionary of Islam, P-2.

http://islaminonesite.wordpress.com

## গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

# তিন বন্ধু

*-যিয়াউর রহমান বিন আবদুল গণী*

*পানিহার, রাজশাহী*

বহুকাল আগে এক শহরে তিন বন্ধু বাস করত। তাদের নাম আহমাদ, মুহাম্মাদ ও আবেদীন। তিন বন্ধুর মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তারা তিন জনই ছিল শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ফলে মাঝে মধ্যে তারা দেশের রাজ প্রাসাদে যাবার আমন্ত্রণ পেত। একবার এক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে তারা রাজকুমারীকে রাজপ্রাসাদের বাগানে বেড়াতে দেখল। রাজকুমারী ছিল অপূর্ব সুন্দরী। রাজকুমারীকে দেখে তিন বন্ধুর খুব পসন্দ হয়ে গেল। কিন্তু কাউকে তাদের মনের কথা বলল না।

একদিন তিন বন্ধু ঠিক করল যে, তাদের এখন রোজগারের সন্ধানে বের হওয়া উচিৎ। তিন বন্ধু তিনদিকে যাবে বলে স্থির করল এবং দু'বছর পর তারা পুনরায় একই স্থানে মিলিত হবে এই সিদ্ধান্ত নিল। তিন বন্ধু বিদায় নিয়ে যার যার পথে যাত্রা করল।

দু'বছর পর আহমাদ একশ টাকা সঞ্চয় করল। তখনকার দিনে একশ টাকা মানে দারুন সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফেরার পথে আহমাদ এক বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় এক দোকানীর চিৎকার শুনতে পেল। সে চিৎকার করে বলছে, আসুন বন্ধুরা! কিনে নিন, যাদুর আয়না। দাম মাত্র একশত টাকা। একটা যাদুর আয়না মাত্র একশ টাকা দিয়ে কিনে নিন'।

আহমাদের কৌতুহল জাগল। যাদুর আয়না কি কাজে লাগতে পারে? সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল! ভাই, আপনার আয়নার দাম এত বেশী কেন?

দোকানী হেসে বলল, আমার যাদুর আয়নার আদ্ভুত সব গুণ আছে। সারা দুনিয়ায় যাদুর এই একটিই মাত্র আয়না। দুনিয়ার যা কিছু আপনি দেখতে চান, আয়নায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তা দেখতে পাবেন। এমন সুবর্ণ সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে মিলে? হাতছাড়া করবেন না। ক্রয় করুন এই যাদুর আয়না।

যাদুর আয়নাটি কেনার খুব লোভ হচ্ছিল আহমাদের। শেষপর্যন্ত সে একশ টাকা দিয়ে আয়নাটি কিনেই ফেলল। অতঃপর সে পুনরায় বাড়ির পথে রওয়ানা হ'ল।

দ্বিতীয় বন্ধু মুহাম্মাদ দু'বছরে সঞ্চয় করেছিল একশত বিশ টাকা। সেও বাড়ী ফিরছিল। পথে শহরের এক দোকানে ঢুকলে দোকানী বলল, আসুন! ভাই আসুন! একশ বিশ টাকা দিয়ে যাদুর গালিচা কিনে নিন। এমন চমৎকার গালিচা আর কোথাও পাবেন না।

মুহাম্মাদের মনে কৌতুহল জাগল। সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল,আচ্ছা ভাই আপনার গালিচার দাম এত বেশী কেন? আরে ভাই! এটাতো যাদুর গালিচা দোকানী বললো। আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সেখানেই নিয়ে যাবে। আপনি শুধু গালিচার ওপর বসে কোথায় যেতে চান বলবেন, দেখবেন পাখির চেয়ে দ্রুত বেগে আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। তাহ'লে আপনিই বলুন এর দাম বেশী হবে না কেন?

মুহাম্মাদ ভাবল, গালিচাটি কিনলে মন্দ হবে না। তার কাছে তো একশ বিশ টাকা আছেই। সে হাতে টাকা দিয়ে গালিচা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো।

তৃতীয় বন্ধু আবেদীনও বাড়ি ফিরছিল। আহমাদের মত সেও দু'বছরে একশ টাকা জমিয়েছিল। ফেরার পথে এক বাজারে ঢুকে এক দোকানির হাক শুনতে পেল, বন্ধুরা! আসুন! মাত্র একশ টাকায় একটি যাদুর লেবু বিক্রি হচ্ছে। এরকম সুযোগ হারাবেন না। এসব সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পরবর্তীতে পাবেন কি-না সন্দেহ। আসুন! বন্ধুরা আসুন।

আবেদীনের মনে কৌতুহল জাগল। সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দোকানদার ভাই, এতটুকুন লেবুর এত চড়া দাম কেন?

দোকানী বলল, আপনি বলছেন ছোট, আর আমি বলছি, অমন লেবু সারা পৃথিবীর কোথাও পাবেন না। দোকানী বলল, লেবু কেটে গন্ধ শুঁকলে যেকোন অসুখের রোগী মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য লাভ করবে। এমন সূবর্ণ সুযোগ অবহেলায় হারাবেন না।

আবেদীন সূবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া না করে। একশ টাকা দিয়ে যাদুর লেবুটা কিনে বাড়ির পথে রওয়ানা হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই তিন বন্ধু তাদের নিজ শহরে এসে পৌঁছে গেল। চায়ের দোকানে তিন বন্ধু মিলিত হ'ল। দু'বছর আগেও তারা এই চায়ের দোকানে বসতো

কুশলাদি জিজ্ঞাবাদের পর তারা কে কত সঞ্চয় করেছে জানতে চাইল।

আহমাদ বলল, আমি একশ টাকা জমিয়েছিলাম। বাড়ি আসার পথে এক বাজার থেকে একশ টাকা দিয়ে এই আয়নাটা কিনে এনেছি। অমন আয়না দুনিয়াতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি যাকে ইচ্ছাকরব এই আয়নাতে তাকে দেখতে পাব।

মুহাম্মাদ বলল, আমি আহমাদের চেয়ে বিশ টাকা বেশি সঞ্চয় করেছিলাম। সে টাকা নিয়ে আসার পথে এই যাদুর গালিচা খানা কিনে এনেছি। গালিচায় বসলে ওটা পাখির চেয়েও দ্রুত বেগে উড়তে পারে এবং যেখানে আমি যেতে চাইব সেখানে নিয়ে যেতে পারবে।

এবার আবেদীনের পালা। সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আমিও আহমাদের মত একশ টাকা জমিয়েছিলাম। একটা বিশেষ ধরনের লেবু কিনে সব টাকা খরচ করে ফেলেছি। এই দেখ আমার লেবু। যে কোন রোগীকে এই লেবু কেটে গন্ধ শুঁকতে দিলে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে উঠে।

আবেদীনের কথা শেষ হ'তেই আহমাদ বলল, তাহ'লে এসো আমরা আয়নাটা দেখি।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিন বন্ধু আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল, যাতে তারা একসাথে যাদুর আয়না দেখতে পারে। তারা তিন জনেই রাজকুমারীকে দেখতে চাইল। কি আশ্চর্য! সাথে সাথে আয়নার মধ্যে রাজকুমারীর ছবি ভেসে উঠল। কিন্তু রাজকুমারীর অবস্থা দেখে তিন বন্ধুই বিমর্ষ হয়ে পড়ল। রাজকুমারী বিছানায় শুয়ে আছে। সাংঘাতিক অসুস্থ। বাঁচার আশা নেই।

এমন দৃশ্য দেখার জন্য তিন বন্ধুর কেউ প্রস্তুত ছিল না। আহমাদ ও আবেদীন তখন মুহাম্মাদকে বলল, রাজকুমারী মৃত্যুশয্যায়। আমাদের দেরী করা ঠিক হবে না। চল, তোমার যাদুর গালিচায় চড়ে আমরা এক্ষুণি রওয়ানা হই। মুহাম্মাদ সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল। তিন বন্ধু গালিচায় উঠে বসল। গালিচা মুহূর্তের মধ্যে পাখির চেয়ে দ্রুত বেগে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা রাজকুমারীর শয্যা পাশে এসে হাজির হ'ল।

রাজা ও রাণী তাদের স্বাগত জানালেন এবং বললেন, ডাক্তারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন রাজকুমারীর জীবন মরণ একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। আহমাদ ও মুহাম্মাদ আবেদীন কে বলল, তোমার লেবু বের কর। আল্লাহ্‌র হুকুম হ'লে এখনো রাজকুমারীর জীবন রক্ষা পেতে পারে।

আবেদীন একটা ছুরি নিয়ে লেবুটা দু'টুকরো করে কেটে প্লেটে রাখল। তারপর লেবুসহ প্লেট খানি রাজকুমারীর নাকের কাছে গন্ধ শুঁকাবার জন্য ধরল। রাজকুমারীর নাকে গন্ধ যেতেই হঠাৎ তার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। আস্তে আস্তে সে বিছানায় উঠে বসল। মুখের বিবর্ণ ভাব চলে গেল। তাকে অপূর্ব সুন্দরী মনে হচ্ছিল। একটু আগেও যে সে ভীষণ অসুস্থ ছিল মোটেই বোঝা যাচ্ছিল না।

রাজকুমারীর আরোগ্য লাভের খবর শুনে রাজপ্রাসাদে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। রাজা ও রাণী তিন বন্ধুকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। রাজকুমারীকে বিয়ে করার অধিকার তিন বন্ধুই লাভ করেছে। কিন্তু কার হাতে রাজকুমারীকে তারা তুলে দিবেন?

আহমাদ বলল, আমার আয়নাতে না দেখলে, রাজকুমারী যে মৃত্যু শয্যায় তা আমরা জানতাম কিভাবে?"

মুহাম্মাদ বলল, আমার গালিচা ছিল বলেই তো আমরা এখানে অতি দ্রুত আসতে পেরেছি। নইলে আমরা এখানে পৌছার আগেই তো রাজকুমারী মারা যেত।

আবেদীন বলল, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমার লেবু না থাকলে রাজকুমারী আরোগ্য লাভ করতে পারত না।

রাজা তিন বন্ধুর যুক্তি শুনলেন। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। তিনি কাযী ছাহেবকে ডেকে পাঠালেন। কাযী ছাহেবই বলে দিবেন কার সাথে রাজকুমারীর বিয়ে হতে পারে।

কাযী ছাহেব তিন বন্ধুর যুক্তি শুনে মুচকি হাসলেন। তারপর তিন বন্ধুর মধ্যে কে রাজকুমারীকে বিয়ে করবে তার ফায়ছালা প্রদান করলেন। তিন বন্ধু কাযী ছাহেবের ফায়ছালা নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন ও খুশীমনে বিদায় হলেন।

এক্ষণে কাযীর বিচার কি ছিল ও রাজকুমারীর বিয়ে কার সাথে হয়েছিল- ২৫ শে এপ্রিলের মধ্যে যুক্তি সহকারে জবাব চাই। পরবর্তী সংখ্যায় সঠিক উত্তর প্রদানকারীর নাম সহ উত্তর প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

# হাদীছের গল্প

*-মুহাম্মাদ ছহীলুদ্দীন*

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয়ই বনী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন জন ব্যক্তি ছিল। ১জন কুষ্ঠ রোগী, ১জন টাক মাথা বিশিষ্ট, আর ১জন অন্ধ। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। অতএব তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকটে এসে বললেন, তোমার নিকটে কোন্ বস্তু সবচেয়ে বেশী প্রিয়? কুষ্ঠ রোগী বলল, উত্তম রং, উত্তম চামড়া এবং আমার এই রোগ হতে মুক্তি, যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। এই রোগ দূরীভূত হওয়াই আমার নিকট বেশী প্রিয়। নবী (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল এবং তাকে উত্তম রং ও উত্তম চামড়া দেওয়া হ'ল। অতঃপর ফেরেশতা বল্লেন, তোমার নিকট কোন মাল সব চেয়ে বেশী প্রিয়? লোকটি বলল, উট। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তার চাহিদা মোতাবেক তাকে একটি ১০ মাসের গর্ভবতী উট দেওয়া হ'ল। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ এর মধ্যে তোমার জন্য বরকত প্রদান করুন!

অতঃপর ফেরেশতা টাক মাথা বিশিষ্ট লোকটির নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন বস্তু সবচেয়ে বেশী প্রিয়? টাকী (চুলবিহীন) লোকটি বলল, উত্তম চুল এবং আমার এই রোগ হ'তে মুক্তি, যার জন্য লোকে আমাকে ঘৃণা করে। নবী (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতা তখন টাকী লোকটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে টাক মাথা ভাল হয়ে গেল ও তাকে উত্তম চুল দেওয়া হ'ল। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, তোমার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশী প্রিয়? লোকটি বলল গাভী। তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেওয়া হল এবং ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাকে এর মাধ্যমে বরকত প্রদান করুন!

অতঃপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট আসলেন ও বললেন, কোন বস্তু তোমার নিকট বেশী প্রিয়? লোকটি বলল-আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিন এবং আমি মানুষদের দেখতে পারি, এটাই আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? নবী (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে এল। অতঃপর ফেরেশতা বললেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? অন্ধ লোকটি বলল, ছাগল। তাকে একটি অধিক বাচ্চা প্রসবকারী বকরী দেওয়া হ'ল। অতঃপর আল্লাহ প্রত্যেকের সম্পদে বরকত দিলেন। কুষ্ঠের

http://islaminonesite.wordpress.com

উটে, টাকীর গরুতে এবং অন্ধের ছাগলে ময়দান ভরে গেল।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ফেরেশতা কিছুদিন পর আবার কুষ্ঠরোগীর নিকট আগমন করে বললেন, আমি একজন মিসকীন ব্যক্তি, আমার সফরের সামান নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া বাড়ী পৌঁছতে পারবনা। তাই সেই আল্লাহ্র মাধ্যমে তোমার নিকট ১টি উট প্রার্থনা করছি। যে আল্লাহ তোমাকে সুন্দর রং, উত্তম চামড়া এবং উত্তম মাল প্রদান করেছেন। যাতে আমি আমার বাড়ীতে পৌছতে পারি। লোকটি বলল আমার নিকট সাহায্য প্রার্থী অনেক, তাদের বাদ দিয়ে তোমাকে কেমনে দিব? ফেরেশতা এর জবাবে বললেন, তোমাকে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে, তুমি সেই কুষ্ঠ রোগী না? তুমি ফকীর ছিলে। তোমাকে দেখে লোকে ঘৃণা করত। আল্লাহ তোমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। কুষ্ঠরোগী জবাবে বলল-এই সম্পদ আমি বংশ পরম্পরায় ওয়ারিছ সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন!

রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ফেরেশতা টাকী লোকটির নিকটে গেলেন। অতঃপর তাকে ঐ কথাই বললেন যে কথা কুষ্ঠ রুগীর সঙ্গে বলেছিলেন। সে ঐ একই ধরণের জবাব দিল। ফেরেশতাও ঐ কথা বলে একই জবাব দিলেন যে, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন!

রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর ফেরেশতাটি অন্ধ ব্যক্তির নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন মুসাফির মিসকীন, আমার সফরের সরঞ্জাম বিনষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমি বাড়ী পৌছতে পারব না। অতএব আমি ঐ সত্ত্বার মাধ্যমে তোমার নিকট ১টি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, যাতে আমি বাড়ীতে পৌছতে পারি। লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমার যা খুশী গ্রহণ কর ও যা খুশী রেখে যাও। আল্লাহ্র কসম তুমি আজ যা গ্রহণ করবে তা ফিরিয়ে দিবার জন্য আমি তোমাকে কষ্ট দিব না। ফিরিশতা বললেন, তুমি তোমার মাল রেখে দাও। আমার মাধ্যমে তোমাদের শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হ'ল। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের ফযীলত ও কৃপণতার অপকারিতা' অধ্যায় হা/১৮৭৮।

## কবিতা

### নির্ভীক সেনা

*-শিহাবুদ্দীন সুন্নী*

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, গাঢ় জাহিলিয়াতের ময়দানে,
**আত-তাহরীক** তুমি নির্ভীক সেনা, যুদ্ধরত রণাঙ্গণে।
তাওহীদী পতাকা বক্ষে তোমার, ঈমানী বলে হয়ে বলিয়ান,
নিখাদ সুন্নাতের দিক-দর্শন তুমি
সম্মুখ পানে হও আগুয়ান।
কুরআন-সুন্নাহ্র অমিয় সুধা
সারা বদনে তব রয়েছে মাখা,
দেশ-বিদেশের কত অজানা খবর
জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত চিত্র আঁকা।
সোনামণিদের মেধা বাড়াতে
চলছে তোমার কত যতন,
যুব সমাজের চরিত্র গঠনে
তুমি যে তাদের হারানো রতন।
পাঠক-পাঠিকা কত সুধী জন
তোমার সাক্ষাত লাভ তরে
চাতক সম রয়েছে চাহি
কবে আসবে তুমি নব কলেবরে।
**আত-তাহরীক** তোমার দীর্ঘ আয়ু
কামনা করছি মোরা সর্বদা
নির্ভয়ে ছড়াও মধুবাণী তোমার
হৃদয়ে থাক তুমি জাগরুক সদা।

### মোদের ইসলাম

*-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ*
*অর্থনীতি বিভাগ, রাঃ বিঃ*

ইসলাম -
আমাদের মাঝে সম্মিলনের সেতু কিংবা
যৌথ মৃত্যু
কিংবা শান্তি সৌম্য।
রাসূল (ছাঃ)-
আমাদের মাঝে অসীম করুণাধারা

http://islaminonesite.wordpress.com

অনন্ত আলোক বর্ষ ধরে।

কুরআন-

আলোর দিশারী, জীবনে চলার সাথী
একমাত্র
আমরা তার আজ্ঞাবহ
এবং অধীন।

হাদীছ -

দূর করেছে মোদের ভ্রান্ত ধারণা
এনেছে বাহু বন্ধনে
ভ্রাতৃত্বের মিলন সুখ
ও ভালোবাসা।

ইজতেহাদ-

প্রসার করেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি
ইসলামের পথে
কুরআন ও হাদীছের আলোক ছটায়।

## জাগো মুসলিম মিল্লাত

*-মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান*
*আরবী, বিভাগ, রাঃ বিঃ*

হে মুসলিম!

এখনও কেন তুমি নিদ্রায় জড়িয়ে,
সবাই যাচ্ছে স্বার্থসিদ্ধির কাজে
দ্রুততার সাথে ঝড়ের গতিতে সামনে এগিয়ে।
ইসলামকে তারা দু'পায়ে দলে
বাইরের এই হাসি উৎসবের মাঝে,
দিন রাত তারা আছে সমাজ ধ্বংসের কাজে॥
মানব রচিত মতবাদের শ্লোগান মুখে নিয়ে,
পৌঁছে দিচ্ছে সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

হে মুসলিম!

বিধর্মী কি স্বধর্মী সবাই এখন একই শ্লোগান ও চেতনা,
ইসলামকে আর সামনে এগুতে দেয়া যাবে না।
জ্বলছে আগুন চারিদিকে কুসংস্কারের দাবানলে,
অন্যায়, অবিচার-যুলুম-নির্যাতনে সমাজ গেছে ভরে।
ব্যক্তি জীবনে, পরিবার, সমাজ, এমনকি রাষ্ট্রে,
চলছে অহি বিরোধী মানব রচিত আইনে।
আল্লাহভীরু মুসলমানদের করুনণ আর্তনাদ তথায়,
হেয় চোখে দেখছে তারা সীমাহীন অবজ্ঞায়।

হে মুসলিম!

তুমিতো শিশুকাল হ'তে অপরাজেয় এক দূরন্ত দুর্বার,
মেঘ তরঙ্গ কেটে ফেল, ভেঙ্গে সব বাধ।
মনের পর্দা উঁচিয়ে দেখ, কি তোমার পরিচয়,
তুমি কোন জাতি, কেন সৃষ্টি তোমার
তবু কোন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপ ডরে
সাফল্যের একটাই পথ ঈমানী চেতনা আনতে হবে ফিরে।

হে মুসলিম!

ভাংগনের মুখে বসে প্লাবনের তালে গান আর নয়
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো,
অহি-র বিধানের আলোয় পথ দেখ, জীবন গড়।
ওগো মুসলিম মিল্লাত! একই সুরে শ্লোগান তোল
সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর
এ শ্লোগানের বিদ্যুচ্ছটা দূর হ'তে দূরান্তরে,
মুহূর্তে ছাড়িয়ে দাও লোকালয়ে, মহা শুন্যে প্রান্তরে।

হে মুসলিম!

চলতেই হবে তোমাকে, কন্টকাকীর্ণ কাঁকর বিছানো পথ,
অতিক্রম করতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও
কত বাধা, কত সমুদ্র, ঝড়, পাহাড় ও পর্বত।
এখন আর ঘুম নয় উঠ জেগে,
বজ্রমুষ্টিতে বিজয় পতাকা ধর উঁচিয়ে
মুক্তির একই পথ
দাওয়াত ও জিহাদ।।

## মুনাজাত

*-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান*
*পীরগাছা, রংপুর*

হে মহান আল্লাহ্!
তুমি দয়াবান
তোমার রাজি-খুশির জন্য
করেছি পুত্রেরে কুরবান।
তুমি নৃপতির পতি
তাই যে তোমার গাহি গান,
হে মাওলা! দয়া কর তুমি

http://islaminonesite.wordpress.com

অধম বান্দাদের প্রতি
হ'তে পারি যেন মুসলমান
তুমি যদি না কর হে
দ্বিতীয় মা'বূদ নাই যে আর,
কার কাছেতে চাইব গিয়ে
নাই যে কেহ দয়াল আর
খোশ-নছীব করহে রহীম রহমান!!

## কুরবানী

*-সহিষ্ণু*
*মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ, ভারত*

যিলহজ্জের দশ, বাৎসরিক কুরবানী;
গোস্ত খাওয়ার দিন নয়, "সুমহান বাণী"।
সত্যই তিনি ইবরাহীম পুত্র ইসমাঈলে-
ইতিহাস সৃষ্টি ক'রে তাঁর পথে ত্যাজিলে।
পশু কুরবানী, কেবল বাহ্যিক রূপ;
নিজ আত্মার গ্লানি দহন, ইহাই আসল স্বরূপ।
শত্রু রেনেসাঁ দমনে, কুরবানীর আগমন;
অন্তর হ'তে কলুষ যত করি অপসারণ।
সুসংবাদে তৃপ্ত হই, আত্ম-ত্যাগের দিন,
সর্বাদর্শ ত্যাজি' সংগ্রামী পথে হব লীন।
কুরবানী শিখায় মোদের সাম্যের গান,
ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে তাহার সন্নিধান।
খুশীর মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মানবতার,
বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে পূর্ণ জীবন ধারার।

## ॥ সুন্নাতে ইবরহীমীঃ এই কুরবানী ॥

*-আতাউর রহমান মণ্ডল*

নবী ইবরাহীম (আঃ) খলীল আল্লাহ্‌র-
শিশু ইসমাঈল আঁচলের নিধি টুক্‌রা কলীজার-
শেষ বয়ষের নয়ণের মণি অন্ধের যষ্টি আত্মার আত্মজ।
প্রভু আমার! একটা পুত্র দাও আমাকে ধৈর্যশীল স্থৈর্যশীল সুস্থির ছালেহ্‌!
ঐ দো'আর ফলশ্রুতি শিশু ইসমাঈল।
হাঁটি হাঁটি পা-পা ছেড়ে দৌড়া দৌড়ি করে আম্মু-আব্বু ডাকে-
.....দ্যাখেন স্বপ্ন ইবরাহীম (আঃ) বলেন- "আমি স্বপ্নে দেখি-যবেহ্‌ করছি তোমাকে আমি, কি তোমার মত বেটা?"
"তা-'ই করো তুমি পিতঃ! যা কিছু আদেশ করা হোয়েছে তোমাকে, ধৈর্যশীলদেরই একজন পাবে আমাকে তুমি ইন্‌শা-আল্লাহ্‌।"....জবাব ছেলের।
অনুগত পিতা-পুত্র সমীপে আল্লাহর শুকরিয়া তোমার প্রভু শুকরিয়া তোমার। পুত্র চেয়েছিনু আমি দিয়েছো তা' তুমি-
ছালেহ্‌ পুত্র চেয়েছিনু- ছালেহ্‌ পুত্র পেনু
কবুল হয়েছে দো'আ পরিপূর্ণ ভাবেই আমার...
দেবো প্রভু দেবো-তোমার মহান দান-আত্মজ আমার-
তোমাকেই দেব নযরানা।
ঐ দৃশ্য কেউ কি আগে দেখেছে কখনও?
নাকি দেখ্‌বে তা'পরে ক্বিয়ামত তক্‌?
পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে যমীনে-
ধারালো সুতীক্ষ্ণ ছোরা হাতে নিয়ে নবী ইবরাহীম (আঃ) প্রস্তুত কুরবানী দিতে, রাহে লিল্লায় পুত্রকে আপন।
আরশে মোয়াল্লা থেকে ভেসে এলো ইথারে ইথারে মহান ঘোষণা
ইবরাহীম! স্বপ্নকে তোমার বাস্তবে রূপ দিয়েছো তো আর কেন?
নিঃসন্দেহে ঐ পরীক্ষা ছিল কঠিন কঠোর।
নযীর বিহীন তুলনাহীন এই কুরবানী-
হয়নি যা' আগে হবেনা পরেও- বেহেশ্‌তী পশু দিয়ে আল্লাহ্‌র পাঠানো- 'যিবহিন আযীম, তারাকনা আলাইহি ফিল আখিরীন।
সালামুন আলা ইবরাহীম
সৎ কর্মশীলদের আল্লাহ দেন বদলা এমনিই
সুন্নাতে ইবরাহিমী- এই কুরবানী-
এসেছে এবার-
আসবে আবার-
বা-র - বা-র।

http://islaminonesite.wordpress.com

# সোনামণিদের পাতা

**মার্চ'৯৮ সংখ্যায় যাদের উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ**

১। **হাতেম খাঁ, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ** নূর আলম, ফয়সাল ইসলাম, তামান্না ইয়াসমীন, জাহিদ হাসান, নাহিদ হাসান, মাকসূদা জামান, অলিউর রহমান ও ফয়সাল আহমাদ।

*** নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, হোসায়েন আল-মাহমূদ, মাস'উদ আলম মাহফূয, আলমাস আরাফাত, মনিরুয্যামান। আনোয়ার ইবনে খাইরুয্যামান, আব্দুল লতীফ, আব্দুল জলীল, আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল ওয়াদূদ, আব্দুল কাফী বিন ইউনুছ, বাবুল আখতার, হাবীবুর রহমান, শাহাদত হোসায়েন, আব্দুল আলীম, আব্দুছ ছামাদ, জিয়াউর রহমান, মুহাম্মাদ আলী, আব্দুল মাজেদ, মামূন, হাশেম, জিয়াউল, নাজীব, হাসমাতুল্লাহ, আখতার হোসায়েন, সাঈদ, শহীদ, আব্দুল আহাদ, কাওছার, আব্দুর রঊফ, রাজু আহমাদ, এমদাদুল হক, হাফেয মকবূল, আব্দুল করীম, আবুল হাসান, ছাইফুল্লাহ, নূরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, মহব্বত হোসায়েন, তারেক মাহমূদ, জাহাঙ্গীর, ইমাম হোসায়েন, আবু সাঈদ, ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল হালীম, আব্দুল আলীম, জাহিদুল ইসলাম, আব্দুল মুমিন, আখতার হোসায়েন, মুছলেহ উদ্দীন, শফীকুল ইসলাম, আতীকুল ইসলাম, আব্দুল আযীয, আব্দুল মুকীত, নূরুল ইসলাম, আব্দুর রহমান, আব্দুর রঊফ, আবুল হাসান, ইমদাদ হোসায়েন, আনাস, সাঈদ আনোয়ার, ইনজামুল হক, নূরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, দুররুল হুদা, শহীদুয্যামান, আফযাল, ইমামুদ্দীন, মাহবূব, আব্দুর রশীদ, আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা, আরিফ, আব্দুল্লাহ শাহীন, নিয়ার সাঈদ ও আলফায উদ্দীন।

*** তানোর রাজশাহী থেকেঃ** ফেরদৌসী সুলতানা।

*** উপরবিল্লি, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুর রহমান ও আব্দুল বারী বিন যিল্লুর রহমান।

*** মিয়াঁপাড়া, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ** শামসুর রহমান, মিনারুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম, কিবরিয়া, মাহফূয ও রোকসানা।

*** শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট থেকেঃ** আবু জামিল ও এনামুল হক।

*** হাড়ুপুর, রাজশাহী থেকেঃ** মাবিয়া খাতুন, উম্মে সীনা, শরীফুল ইসলাম, সাখীরুল ইসলাম, জহীরুল ইসলাম, গোলাম সাহরিয়া, ছোলায়মান আলী, আলী হোসায়েন ও মুত্তারি জাহান।

*** পবা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল জলীল।

*** শেখপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, জান্নাতুল ফেরদৌস, হালীমা খানম, নিপা খাতুন, মারুফা আখতার, রিযিয়া খাতুন, তাসমীরা খাতুন, আরযিনা খাতুন, রহীমা খানম, খালেদা খাতুন, ময়না খাতুন, শহীদাতুন নেসা, কমেলা খাতুন, শারমীন খাতুন, রাহেলা খাতুন, নিলুফা খাতুন, জেসমিন খাতুন, রেহেনা খাতুন, সানজিদা খাতুন, ইসমাঈল হোসায়েন, ইবরাহীম, হারূনুর রশীদ, শাহীন আলী, ছালাউদ্দীন, ছিদ্দীকুর রহমান, এন্তাজুল হক, মকবুল হোসায়েন ও শু'আইব হোসায়েন।

*** মোল্লাহপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** সারওয়ার কামাল, তাসলীমুল আরিফ, আখতারুয্যামান, আশীকুর রহমান, মেহেদী হাসান, ইবরাহীম খলীল, আরিফুয যামান, রাফেয়াদুল ইসলাম, ইসমাঈল, ইবরাহীম, জান্নাতুন নাঈম, রোযীনা আরিফা, শারমীন আখতার, রাণী আখতার ও ওয়াহিদা আখতার।

*** নগরপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** শারমীন ফেরদৌস, মুসলীমা খাতুন, খালেদা খাতুন, শরীফা, রাশীদা, সীমা খাতুন, সামাউন ইমাম, আল-আমীন, আব্দুল্লাহ আল-খালেদ ও নজরুল ইসলাম।

*** হড়গ্রাম, আমবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** আয়েশা খাতুন, মুস্তাকিমা শারমীন, জেসমীন আজাদ, জুলেখা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, মেহের জাবীন, রিযওয়ানা ফাতেমা, হালীমা খাতুন, রাবেয়া সুলতানা, লাবীব মা'রূফ, ফাতেমাতুয যোহরা ও লীমা খাতুন।

*** ঝাউতলা, লক্ষীপুর, রাজশাহী থেকেঃ** ফারহানা খাতুন ও ফাহমীদা খাতুন।

***হড়গ্রাম পূর্বপাড়া থেকেঃ** তানিয়া আখতার, তাহেরা খাতুন, বিজলী খাতুন, কামরুন নেসা, শারমীন আখতার, সাবিনা খাতুন, আবু সাঈদ ও রবীউল আলম।

*** পুঠিয়া, রাজশাহী থেকেঃ** ইকবাল হোসায়েন, সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ তোফা, আব্দুল লতীফ, ফরহাদ, আব্দুর রায্যাক, মহবুরুল ইসলাম, সোনিয়া, ছাবির আহমাদ, মাহমূদা, সাদিয়া আফরীন, সোহেল রানা ও শামীম আহমাদ।

*** বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** মনীরুল ইসলাম, মনযূরুল ইসলাম, মযনূর রহমান, আক্কাস আলী, ওবায়দুল্লাহ, শহীদুল ইসলাম, আবু তাহের, শামসুন নাহার, শাদীদা খাতুন, আরীফা খাতুন, নেহেরা খাতুন, আফরূযা খাতুন, মনীরা খাতুন, বিউটি খাতুন ও বুলবুলি খাতুন।

*** কাযীহাটা, রাজশাহী থেকেঃ** মাস'উদ, সোহেল রানা ও ওয়াজেদা পারভীন।

*** ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল্লাহ, শামসুল, মামূন ও আরিফ।

*** ভালুকগাছী পাঁচানী পাড়া দাখিল মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল্লাহ, মুমতাহিনা, মুরতাযিনা, মুত্তাহিরা, শামীমা, আফরীনা, তহুরা, খাদীজা, ময়না, রাশীদা, ছাইফুল ইসলাম ও মাহবূব।

http://islaminonesite.wordpress.com

*** সমসপুর (হাফেযিয়া মাদ্রাসা) বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** শাহ্জাহান ইসলাম, হেলালুদ্দীন প্রামানিক, মুযাফ্ফার হোসায়েন, বাবুল ইসলাম, আবু বকর ছিদ্দীক, বাবুল হোসায়েন, মামূনুর রশীদ, হেলালুদ্দীন মৃধা, নূরুল হুদা, আব্দুল ওয়াহেদ, আব্দুল্লাহ্ ও এনামুল হক।

***মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** যয়নুল আবেদীন, রইসুদ্দীন, বেলাল হোসায়েন, বাবুল হোসায়েন, সাঈদুর রহমান, সোহেল রানা, আবুল হোসায়েন, বাবর আলী, শামসুল, মুকছুদ আলী, শেফালী খাতুন, রাশীদা খাতুন, খাদীজা খাতুন, ডালমি খাতুন, মিনারা খাতুন, রোজুফা খাতুন, মমতায খাতুন, নিলুফার খাতুন ও শামসুদ্দীন।

***হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** জেসমিন আখতার, আনজুমান খানম, মনযুরা খানম, মাসউদ রানা, জাহাঙ্গীর আলম ও তোফায্যল হোসায়েন।

***হড়গ্রাম কালোনী রাজশাহী থেকেঃ** ইবরাহিম বিন শামসুল, ইউনুস বিন শামসুল ও আশরাফ আলী।

***মহিষবাগান, রাজশাহী থেকেঃ** খালেদা ফেরদৌস, অরিফুর রহমান, মাহ্ফূযা ও জাকারিয়া।

*** ঠাকুরগাঁও থেকেঃ** মামূনুর রশীদ।

*** ঝিনাইদহ থেকেঃ** হারূনুর রশীদ, রবীউল ইসলাম, আযীযুর রহমান, ওয়াহীদুয্যামান, জহুরা খাতুন, নাসরীন আখতার, আব্দুল আযীয, রইসুদ্দীন, আবুল কাশেম, আব্দুল মজীদ, রাশেদ আকবর, মিকাইল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহেদ ও ইউসুফ আলী।

*** সাপাহার, নওগাঁ থেকেঃ** ইউনুছ আলী, আনীসুর রহমান, মনছুর রহমান, আফতাবুদ্দীন, নুরজাহান ও তসলীমা নাসরীন।

*** নিয়ামতপুর, নওগাঁ থেকেঃ** আতীয়ার রহমান, দুলাল, রবীউল ইসলাম, জিনারুল ইসলাম, মাহফূযা পারভীন, রুলি পারভীন, বুলবুলি আখতার, মুমিনুল ইসলাম, আব্দুল বারী, বশীর আহমাদ ও আব্দুর রহীম।

*** কাযীর মোড়, নওগাঁ থেকেঃ** শহীদুল ইসলাম, মুমিনুল ইসলাম, রোজিনা পারভীন, রেহানা পারভীন, সাহানা পারভীন ও মাছুম বিল্লাহ।

*** লালমনিরহাট থেকেঃ** আব্দুর রঊফ, আসাদুল্লাহ, শাহাদাতুল ইসলাম, লুৎফর রহমান, ইমরান আলী ও তাকী উদ্দীন।

*** গাইবান্ধা থেকেঃ** হাবিযা খাতুন, বাবলী খাতুন, শাইনুল খাতুন, বুলবুলী খাতুন, পারভীন খাতুন, শাহীনা খাতুন, গোলাপী খাতুন, আব্দুল মাজেদ, আব্দুল মতীন, আব্দুল বারী, আব্দুল ওয়াহেদ, হাবীবুর রহমান, আকরাম হোসায়েন, আবু বকর, সুজন, মিযানুর রহমান, আব্দুল লতীফ, সুমন, রুস্তম, আলতাফ ও শাহাদত।

*** যশোর থেকেঃ** শহীদুল ইসলাম, মুফায্যাল হক, শরীফুল ইসলাম, আব্দুল আলীম, আবু সাঈদ, আব্দুল হামীদ, কবীর আহমাদ।

*** ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট থেকেঃ** তারেক মাহমূদ, শামীম আহমাদ, শাহীন, সেলিম আহমাদ, পলাশ আহমাদ, আসাদ আলী, আব্দুর রকীব, রাশেদুল, মারূফা খাতুন, শাপলা খাতুন, বিথী খাতুন, মেহেদী হাসান, রেজাউল করীম, কামারুয্যামান, মহব্বত হাসান, আলেয়া, রুবিনা, তৌফীকুর রহমান, কাওছার আলী, আবু জার, কুহিনুর, রেহেনা, রোযীনা খাতুন, কারীমা খাতুন, শাপলা খাতুন, আফরীন খাতুন, আল-আমীন ও পলাশ।

*** পীরগঞ্জ নাটোর থেকেঃ** ফাহাদ হোসায়েন, ফয়সাল হোসেন, মাহিদ হাসান, আবীদা সুলতানা, এলিনা খাতুন ও তুলি খাতুন।

*** সাধুপাড়া, নাটোর থেকেঃ** রেহেনা খাতুন, জিবনারা খাতুন, লতা খাতুন, শারমীন খাতুন, জুলি খাতুন ও ইতি খাতুন।

*** নযরপুর, নাটোর থেকেঃ** জাহিদ হাসান, তারেক হাসান, আমীনা, পপি খাতুন ও সাদিয়া আফরীন।

*** মোহনপুর, নাটোর থেকেঃ** রবীউল ইসলাম, জহুরুল ইসলাম, আতীকুল ইসলাম, মাসুদ রানা, ইমদাদুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলাম।

### মার্চ'৯৮ সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তরঃ

১। মানচিত্র ২। 'ল' ৩। লবন ৪। জীবন। ৫। হরিণের শিং।

### মার্চ'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষার উত্তরঃ

১। ১৩ জন ২। আপন বোন

৩। ৪টি হরিণ এবং ১৬টি দোয়েল পাখি।

৪। দ্রুতগামী (Fast).

৫। ৪৪টি, (৪৪+৪৪+১১+১=১০০)

### এই সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন সম্পর্কে)

১। কুরআন শব্দের অর্থ কি? পবিত্র কুরআনে কয়টি মঞ্জিল, পারা, সূরা, রুকু এবং আয়াত আছে?

২। পবিত্র কুরআনে কোন্ সূরায় ৯টি মীম আছে এবং কোন্ সূরায় মীম নেই?

৩। পবিত্র কুরআনে 'হাদীছ' শব্দটি কত জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। তার বিবরণ দাও। (সূরার নাম ও আয়াত নং লিখলেই যথেষ্ট হবে)।

৪। আ'ঊযুবিল্লাহ এবং বিস্মিল্লাহ্.... আয়াত দু'টি পবিত্র কুরআনের কোন্ কোন্ সূরার কত নং আয়াত?

৫। 'আনকাবুত' এবং 'নামল' শব্দ দু'টির অর্থ কি? এ দু'টি কুরআনের কত নং সূরা?

### এই সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১। এমন একটি অর্থবোধক বাক্য তৈরী কর, যার মধ্যে ২৬ টি ইংরেজী বর্ণমালা আছে।

২। নগরে আছে, শহরে নেই, গ্রামে আছে, দেশে নেই।

৩। 'NEWS' শব্দের উৎপত্তি বল?

৪। চার অক্ষরের এমন তিনটি শব্দ তৈরী কর, যার প্রথম অক্ষর 'F' হবে এবং শেষ অক্ষর 'R' হবে। প্রতিটি শব্দে কমপক্ষে দু'টি VOWEL থাকবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫। অনুগ্রহে দুইবার আসে, ধন্যবাদে নেই, স্বাগতমে তিনবার আসে, ক্ষমা করলে দুই।

## সত্যের পথে

*মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, ৫ম শ্রেণী*
*মোমিন ডাঙ্গা সালাফিয়া মাদরাসা, রূপসা, খুলনা।*

চল, সবাই চল
সত্যের পথে চল,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পাঁচ কালেমা বল।
সত্য ন্যায়ের মশাল নিয়ে
বীরের সাজে সাজবো,
মিথ্যাকে ছুড়ে ফেলে
সত্যের পথে লড়ব।
এস মোরা করি সবাই
কুরআনের পথ সন্ধান
সোনামণি করব মোরা
উড়াব ন্যায়ের নিশান।
এস মোরা করি সবাই
হাদীছের পথ সন্ধান,
কুরআন-হাদীছ মেনে নিয়ে
হব খাঁটি মুসলমান।
কুরআন-হাদীছ মেনে যেন
হ'তে পারি মুমিন,
আল্লাহ মোদের কবুল করুন।
সবাই বলুন আমীন!!

## সোনামণি,

*শারমীন ফেরদৌস,*
*নগরপাড়া, রাজাশাহী।*

আমরা সোনামণি
করব না মারামারি।
কুরআন-হাদীছ পড়ব
জীবটাকে গড়ব।
আল্লাহ্‌র কথা মানব,
রাসূলের পথে চলব।
সত্য কথা বলব
মিথ্যা বলা ছাড়ব।
আত-তাহরীক পড়ব
ধাঁধাঁ-মেধার উত্তর দিব।
এই আমাদের কামনা
আল্লাহ পুরণ করুন বাসনা।

## সত্যের পণ

*বাবুল আখতার*
*নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী*

সত্য কথা বলব মোরা
সৎপথে চলব।
কারো মনে দিব না ব্যথা
সবার সুখে হাসব।
খারাপ কাজ করব না মোরা
হাসব না কারো দুঃখে
নিজের খাবার তুলে দিব
অনাহারীর মুখে।
কারো ক্ষতি করব না মোরা
দিব না কাউকে গালি
কারো সাথে করব না ঝগড়া
থাকব সবাই মিলি।

## নব দিগন্ত

*নাসরীন সুলতানা (৪র্থ শ্রেণী)*
*নাটোর*

কুরআন-হাদীছ পড়বো
সোনার জীবন গড়বো।
ঘড়ি চলে টিক্ টিক্
আত-তাহরীক ঠিক্ ঠিক্।
জাপান হতে আমেরিকা
সবাই পড়ে সোনামণিদের পাতা।
যদি চাও তুমি পরকালে মুক্তি
পড়ে দেখ তাহরীকের যুক্তি।

## নতুন পৃথিবী

*মুসাম্মাৎ মেরিনা খাতুন (৬ষ্ঠ শ্রেণী)*
*গোপালপুর, ধুরইল, রাজশাহী*

আল্লাহকে যারা বেসেছে ভাল
যারা নিয়েছে মুখে কুরআনের বাণী
তারাই সবচেয়ে জ্ঞানী।
বাড়ালো পা যারা আজ
নতুন পৃথিবী গড়তে
আমরাও হব তাদের সাথী
সোনামণি হয়ে লড়তে।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents



# স্বদেশ-বিদেশ

## স্বদেশ

### প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে এলাকা লণ্ডভণ্ড ঃ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

### দু'টি লঞ্চ ডুবি। ১৭টি লাশ উদ্ধারঃ

গত ১৩ মার্চ বিকেলে আশাশুনি থানার খোলপেটুয়া নদীতে প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে ডুবে যায়। এ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত লাশের মধ্যে ১৭টি লাশের পরিচয় পাওয়া গেছে।

আশাশুনি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লঞ্চডুবির ব্যাপারে থানায় কোন মামলা হয়নি। লাশের ময়না তদন্ত না করে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জানা যায়, গত ১৩ মার্চ লঞ্চ দু'টি বুধহাটা থেকে আনুলিয়া ইউনিয়নের গরালী যাওয়ার সময় পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। এ সময় লঞ্চের যাত্রীরা দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে প্রচণ্ড স্রোতে লঞ্চ দু'টি নদীতে নিমজ্জিত হলে ২০ জন যাত্রীর সলিল সমাধি ঘটে। এলাকাবাসী জানায়, প্রবল স্রোতে বহু লাশ ভেসে গেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে, লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষ অনেক লাশ সরিয়ে ফেলেছে। তবে এ ব্যাপারে কোন তথ্য প্রমাণ মেলেনি। বর্তমানে দুর্ঘটনা কবলিত লঞ্চ দু'টি থানা কর্তৃপক্ষ একজন ইউপি চেয়ারম্যানের যিম্মায় রেখেছে বলে আশাশুনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে। থানায় কেন মামলা হয়নি এ প্রসঙ্গে ওসি বলেন, যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সে জন্য কোনে মামলা হয়নি।

গত ১৩ মার্চ বিকেলে মাত্র ৯ মিনিটের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে আশাশুনি থানায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সহস্রাধিক কাঁচাঘর-বাড়ী, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

### কীটনাশক ব্যবহারে বছরে ১৮শ' কোটি টাকার ধান নষ্ট হচ্ছে

আমদানী করা কীটনাশক ব্যবহার ও ধানক্ষেতে ফসল রক্ষাকারী উপকারী পোকামাকড় ধ্বংসের ফলে প্রতিবছর দেশে ১২০০ থেকে ১৮০০ কোটি টাকার ফসল (ধান) নষ্ট হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা গত ২৮ ফেব্রুয়ারী এই তথ্য জানান।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০০ কোটি টাকার ১১ হাজার মেট্রিক টন কীটনাশক আমদানী হয়। এসব কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধানক্ষেতে কৃষকের বন্ধু বলে পরিচিত মাকড়সা, শুঁই সাপসহ ফসলের জন্য উপকারী পোকামাকড় মরে যাচ্ছে এবং পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ১ কোটি ৯০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ খাদ্য নষ্ট হয়।

### পানি বন্টন চুক্তিতে পানিপ্রবাহ বাড়েনি নদী শুকিয়ে যোগাযোগ হয়েছে বিচ্ছিন্ন

পদ্মার শাখা-প্রশাখা নদ-নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। এবারের শুষ্ক মৌসুমে সৃষ্টি হবে ভয়াবহ অবস্থা। এমন আশংকা এখনই দেখা দিচ্ছে। গড়াই, মধুমতি-নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, চিত্রা, বেতাই, ভৈরবসহ পদ্মার শাখা-প্রশাখা সবক'টি নদীতে শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই পানি কমছে দ্রুত। পানিশূন্য হয়ে পড়ায় অনেক স্থানে নদীর বুকে চলছে চাষাবাদ। কোথাও কোথাও নৌকার বদলে নদী পার হচ্ছে মানুষ পায়ে হেঁটে। গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিকে ঐতিহাসিক সাফল্য বলে জোরেশোরে প্রচার চালানো হলেও বাস্তবে পানি প্রবাহ নদ-নদীতে বাড়েনি মোটেও। মরা নদীতে পানি থৈ-থৈ করেনি। খরস্রোতা নদী শুকিয়ে নৌ-যোগাযোগ হয়েছে বিচ্ছিন্ন। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছে। সেচ সংকট হয়েছে তীব্র। ধেয়ে আসছে লবণাক্ততা। কৃষি, শিল্প, বনজ, মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা এবং মরুকরণের হাত থেকে রেহাই পাবার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। পূরণ হবার লক্ষণও নেই। বাংলাদেশ-ভারত পানি বন্টন চুক্তির ৩ মাসের মধ্যেই ৩০ বছরের চুক্তি কার্যতঃ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে-এ কথা ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চুক্তির পরই ভারত বলতে শুরু করে, পদ্মায় প্রবাহ কমে গেছে। পদ্মার প্রবাহ বাড়াতে ভুটানের সঙ্কোশ নদীর পানি উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গঙ্গায় ফেলার প্রকল্প হাতে নেয়ার প্রচারণা শুরু করে ভারত।

কিন্তু সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, সঙ্কোশ প্রকল্প রূপায়ণে খাল কাটা হলে পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী ও জঙ্গলের ক্ষতি হবে বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বন দফতর পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট দাখিল করেছে। কলিকাতার দৈনিক আনন্দবাজার ৯ মার্চ এই রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছে, সঙ্কোশ প্রকল্পের নকশা বদল করে পরিবর্তিত প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা ভুটানে যাচ্ছে না। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি পাচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশের প্রচারণায় ঘটছে তার ঠিক উল্টোটা।

http://islaminonesite.wordpress.com

## দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভারত থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র আসে

### ১৫ হাযার অবৈধ অস্ত্রধারীর কাছে দেড় কোটি মানুষ আজ জিম্মি

শেষ পরিণতি জবাই, গুলী ও অপঘাতে অবধারিত করুণ মৃত্যু জেনেশুনেও যুব সমাজের একটা অংশ চরমপন্থী সন্ত্রাসী দলে ভিড়ছে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে পা বাড়াচ্ছে বিপজ্জনক পথে। ওদের পৃষ্ঠপোষকতা কারা করছে? কাদের নেতৃত্বে জীবন বাজি রেখে মানুষ খুনের নেশায় মত্ত হচ্ছে? অস্ত্র, গুলী ও বিস্ফোরক দ্রব্যের যোগান হয় কোত্থেকে, কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সন্ত্রাসকবলিত ও বিভিন্ন চরমপন্থী দলের আর্মস ক্যাডার প্রভাবিত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দশ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ভয়াবহ চিত্র পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটি বরাবরই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের পদভারে প্রকম্পিত। অস্ত্রের ঝনঝনানি, অহরহ হত্যাকাণ্ড ও নিষ্ঠুর নৃশংস অপরাধ চলে আসছে এ অঞ্চলে। বছর দু'য়েক হলো চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, দশ জেলার ৫৯টি থানায় ৫৬৩টি ইউনিয়নের প্রায় ৮ হাজার গ্রামের ২৩ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের সিংহভাগ মানুষ, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাবে অসহনীয় যন্ত্রণায় সারাক্ষণ দগ্ধ হচ্ছে। ১৪/১৫ হাজার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারীর কাছে দেড় কোটি মানুষ আজ যিম্মি। চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, প্রচণ্ড অভাব-অনটন, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম সংকটের পাশাপাশি গোটা অঞ্চল জুড়ে চরমপন্থী সন্ত্রাসীদের দাপট জীবনযাত্রাকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। যা প্রতিটি সচেতন ও বিবেকবান মানুষকে নাড়া দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। অথচ সেখানে সরকারী কোন জোরালো পদক্ষেপ নেই।

## ১ কোটি ও তদূর্ধ্ব টাকার ঋণখেলাপী ২ হাযার ১শ' ১৭ জন

অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া ৪ঠা মার্চ জাতীয় সংসদকে জানান যে, ১ কোটি ও তদূর্ধ্ব টাকার ঋণখেলাপীর সংখ্যা ২ হাযার ১শ' ১৭ জন। এই সংখ্যা গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরপর্বে এই তথ্য প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগের জয়নাল আবেদীন হাজারীর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২,১১৭ জন ঋণখেলাপীর নাম ও ঠিকানাসম্বলিত একটি তালিকাও সংসদে পেশ করেন। মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৫ হাযার ৩শ'৫৭ টাকা। আওয়ামী লীগের নূরুল ইসলাম নাহিদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া বলেন, ১৯৭১-৭২ অর্থ বছর হ'তে ১৯৯৬-৯৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের অপরিশোধিত বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৬৬ হাযার ৫শ' ৮৫ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে দেশের জনগণের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৫ হাযার ৩শ' ৫৭ টাকা।

## বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৮৩৬ মিলিয়ন ডলার

সরকারী দলের মাষ্টার মজিবুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী সংসদকে জানান যে, ১৯৯৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ১৮৩৬ দশমিক ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক।

## সাতক্ষীরায় নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি সর্বত্র মাদক দ্রব্যের ছড়াছড়ি

-সাতক্ষীরা থেকে মুহাম্মাদ মতিউর রহমানঃ

সাতক্ষীরায় সামাজিক অবক্ষয় ক্রমশঃ বাড়ছে। এ জেলার সাতটি থানায় প্রতিদিন ঘটছে নারী ও শিশু নির্যাতন। ঘটছে শ্লীলতাহানি, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বলীসহ বিভিন্ন অপকর্ম। আরো চলছে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ। যুব চরিত্র ধ্বংসের জন্য চলছে শহর গ্রাম-গঞ্জে জুয়ার আসর, ভিসিপিতে অশ্লীল ছবি, মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল এবং জেলা শহর ও থানা শহরের সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকা জুড়ে চলছে ভ্রাম্যমান পতিতাদের আনাগোনা।

জানা গেছে, সদর থানার ব্রম্মরাজপুর গ্রামের দিলীপ কুমারের স্ত্রী যুথিকা রাণীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। জেলার শ্যামনগর থানার মুন্সিগঞ্জের রিজিয়া যৌতুকের মামলা দায়ের করছে স্বামীর বিরুদ্ধে।

যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় আশাশুনি থানার মাহফুজার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। গভীর রাতে সদর থানার কুশোডাঙ্গা গ্রামের করিম শেখের এক মেয়েকে জোর পূর্বক শ্লীলতাহানি করেছে। একই গ্রামের ৩ সন্ত্রাসী একই দিনে একই থানার বাশঁদহা গ্রামের ছোট ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বড় ভাই খুন হয়েছে। সদর থানার আলিপুর গ্রামের এক নরপশু কর্তৃক ১২ বৎসরের এক মেয়ের শ্লীলতা হানি হয়েছে। তাছাড়া সাতক্ষীরা শহর ও গ্রাম-গঞ্জে ইদানীং মাদকদ্রব্য সেবীদের সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ শহরে হাত বাড়ালেই যে কোন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য সহজেই মেলে। ফলে উঠতি বয়সের যুবকরাও মরণ নেশায় আক্রান্ত হয়ে নিঃশেষ হচ্ছে। এতে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে। সাতক্ষীরা জেলার ৫টি থানা সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় ভারত থেকে প্রতিদিন ফেনসিডিল, মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য সহজেই আসছে। সীমান্ত পথে আসছে বিভিন্ন অশ্লীল ম্যাগাজিন। এতে জেলার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

http://islaminonesite.wordpress.com

# বিদেশ

## যুক্তরাষ্ট্র অত্যাধুনিক পরমাণু বোমা পরীক্ষা করতে যাচ্ছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও সেদেশের বিমান বাহিনী বোমারু বিমান থেকে পারমাণবিক বোমা ফেলার আরো উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জানা গেছে, তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বি ৬১-১১ নামের দু'টি সর্বাধুনিক বোমা পরীক্ষার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই বোমা দু'টি ফেলা হবে মূলতঃ নেটিভ আমেরিকান অধ্যুষিত আলাস্কার বরফাচ্ছাদিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বিমান বাহিনীর কর্মকর্তারা বলেছেন, এই বোমা দু'টি ফেলাতে কোন ধরণের বিস্ফোরণ ঘটবে না। তবে এই নতুন বোমাগুলোর ধ্বংস করার ক্ষমতা কতটুকু তা পরীক্ষার পরে জানা যাবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, বি ৬১-১১ প্রথম কোন সামরিক ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক অস্ত্র যা ১৯৮৯ সাল থেকে মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে।

এদিকে যুদ্ধবিরোধী এবং যে কোন ধরনের পারমাণবিক পরীক্ষা-বিরোধী গ্রুপসমূহ এই পরিকল্পিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এবং বি ৬১-১১-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মেইনভিত্তিক নিরস্ত্রীকরণ গ্রুপ মিলিটারী টক্সিক প্রজেক্ট-এর সংগঠক টারা থরটন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সর্বাত্মক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও চেতনার মারাত্মক লংঘন।

জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা যুক্তরাষ্ট্রের এসব নতুন পরমাণু বোমাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এই বোমা দু'টিতে ১৬৫ পাউণ্ডেরও বেশী ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা মারাত্মক রকমের বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রীয়। এই বোমাগুলো তিনশ' থেকে তিন লাখ টন টিএনটি ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিক্ষেপে সক্ষম।

একশ'র বেশি পরিবেশ, মানবাধিকার ও নিরস্ত্রীকরণ গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের এহেন কর্মকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তারা বলেছেন, এই কর্মকাণ্ডের ফলে শুধু বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা ও পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিই লংঘিত হবে না। এর ফলে আলাস্কার অধিবাসীরা মারাত্মক রকমের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

## মিসরে পিরামিডের প্রায় সাড়ে ৩শ' ফুট নীচে অসম্পূর্ণ কক্ষ

মিসরের একজন প্রাচীন নিদর্শনকর্মী গত ১০ মার্চ চিওপসয়ে একটি পিরামিডের প্রায় ১০০ মিটার (৩৩০ ফুট) নীচে পাওয়া অসম্পূর্ণ কক্ষ একটি গর্ত দিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, একজন রাজকীয় সদস্যকে সমাহিত করার উদ্দেশ্যে কক্ষটি নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছিল।

## ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস আজ ভারতীয়দের কাছে ঐতিহ্যহারা

ভারতে বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য স্যার এ হিউম ১৮৮৫ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এসোসিয়েশন নামে একটি দল গঠন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেয়া হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। শুধু বৃটিশ শাসন পাকাপোক্ত করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না, স্কুল-কলেজ স্থাপন করে ভারতীয়দের শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজ ভক্ত করে তোলাও এর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসই বৃটিশবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। এর চূড়ান্ত রূপ লাভ করে 'কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট' বা ভারত ছাড় আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। স্যার এ হিউম একজন ইংরেজ। তিনি জীবিতকাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে নেহেরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এ্যানি বেশান্ত এর সভানেত্রী হয়ন। ঐ দল গঠনের সময় যেসব ভারতীয় ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, পার্সী সম্প্রদায়ভূক্ত ফিরোজশাহ মেহতা প্রমুখ। বৃটিশ খেদা ও আন্দোলনের অন্যতম বড় দল 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' আজ ভারতীয়দের কাছে তিক্ত দলে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন কারণে। ১৯৭৫ সালে বন্ধ্যাকরণ নীতির কারণে ১৯৭৭ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হয়। দ্বিতীয়বার বিভক্ত হয় রাজীব গান্ধীর বাফোর্স কেলেঙ্কারী নিয়ে। তৃতীয় দফা বিভক্ত হয় নরসীমা রাও-এর ঘুষের কেলেংকারীকে কেন্দ্র করে। ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস আজ আপাততঃ হলেও ভারতীয়দের কাছে ঐতিহ্যহারা।

## ইরাকে আপনা থেকে হামলা চালানোর ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নেই

-কোফি আনান

জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান বলেছেন, ইরাক আবারও যদি জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের কাজে হস্তক্ষেপ করে তবুও তার ওপর আপনা থেকে সামরিক হামলা চালানোর ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। এবিসি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে গত ৮ মার্চ তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে হামলা চালানো দরকার তবুও তাকে নিরাপত্তা পরিষদের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। এদিকে একজন আমেরিকানের নেতৃত্বে জাতিসংঘ টীম গত ৮মার্চ সারারাত ধরে অস্ত্র অনুসন্ধান চালান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দু'টি সন্দেহভাজন অস্ত্র এলাকা। ইরাক এগুলোকে স্পর্শকাতর স্থান বলে মনে করে। কুয়েত বলেছে, ইরাকের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য বাগদাদকে স্বীকার করতে হবে যে, কুয়েত অভিযান পরিচালনা ছিল একটা ভুল। দু'দেশ ১৯৯০-৯১ সালের যুদ্ধকালে নিখোঁজ লোকদের খুঁজে বের করার জন্য এ মাসে আলোচনায় মিলিত হবে। ইরাকী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মাদ

http://islaminonesite.wordpress.com

সাঈদ আল-সাঈদ খাদ্যের বিনিময়ে তেল ব্যবস্থা নিয়ে জাতিসংঘের সাথে আলোচনার জন্য নিউইয়র্ক পৌঁছেছেন।

### একচেটিয়া মার্কিন প্রভাব রুখতে রাশিয়ার ভূমিকা রাখা উচিত

-প্রিমাকভ

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভগেনি প্রিমাকভ বলেছেন, আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহকে একচেটিয়া করার মার্কিন প্রচেষ্টা রুখতে একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে রাশিয়ার ভূমিকা রাখা উচিত। মস্কো ইকো রেডিও'র খবরে এ কথা বলা হয়েছে। মিঃ প্রিমাকভ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী আধিপত্যের সমালোচনা করে বলেন, এই আধিপত্য আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে না। রাশিয়াকে বিভিন্ন সংকটের সময় অবশ্যই একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একমুখী নির্দেশনার আওতায় পরিচালিত হতে দিতে পারি না। যেখানে পৃথিবীতে আরেকটি পরাশক্তি রয়েছে সেখানে একটি পরাশক্তিকে সকল আন্তর্জাতিক বিষয়কে তার নিজের মত করে পরিচালিত করতে দেয়া যায় না। ১৯৯৬ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মিঃ প্রিমাকভ মস্কোর চিরাচরিত মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ইরাক সম্পর্কিত মার্কিন নীতি এবং ন্যাটো জোট সম্প্রসারণের ঘোরতর সমালোচক। মিঃ প্রিমাকভ রাশিয়ার একজন সাবেক শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা। রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার যুগ্ম উদ্যোক্তা। অথচ ওয়াশিংটনের বিভিন্ন উদ্যোগে বারবার মস্কোকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। রাশিয়া এবং চীন গত এপ্রিল মাসে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য রুখতে এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য চুক্তিতে সরাসরি মার্কিন আধিপত্য সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে চুক্তির যে অন্তর্নিহিত বক্তব্য তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। চুক্তিতে এককেন্দ্রিক বিশ্বের পরিবর্তে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বের আহবান জানানো হয়েছে। এককেন্দ্রিক বিশ্বটি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা বলাই বাহুল্য।

## মুসলিম জাহান

### আফগানিস্তানে জাতিসংঘের মহিলা কর্মীদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ

জাতিসংঘে কর্মরত মহিলাদের আফগানিস্তানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তালিবান মুজাহিদ সরকার বলেছে, তাঁরা নিকট আত্মীয় কোন পুরুষ সাথে না থাকলে জাতিসংঘ এবং বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত কোন মহিলাকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে দেবে না। তালিবান কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তান সংক্রান্ত মানবিক ত্রাণ সমন্বয়কারী সার্গিও দ্য মেলোর কাছে দেয়া এক পত্রে এই নতুন বিধি সম্পর্কে জাতিসংঘকে অবহিত করেন।

### আফগানিস্তানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ

### ৪০ হাযার মহিলা ও শিশুর অনাহারে মৃত্যুর আশংকা

আফগানিস্তানের মধ্যাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করছে এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ না করা হলে লাখ লাখ লোক অনাহারে মারা যাবে। একজন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য এ কথা জানান। আফগানিস্তান সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী কংগ্রেস সদস্য ডানা রোহরাবুচার বলেন, আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা কয়েকজন চিকিৎসকের কাছ থেকে তিনি এ খবর পেয়েছেন। কয়েকদিন আগে ফিরে আসা এসব চিকিৎসক জানান, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কিছু করা না গেলে ৪০ হাযার মহিলা ও শিশু অনাহারে মারা যেতে পারে এবং ৪ লাখ লোকের এ ব্যাপারে ব্যাপক ঝুঁকি রয়ে গেছে। রোহরাবুচার মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব-কমিটিকে ৬ মার্চ এ কথা জানান। বামিয়ান বিমানবন্দরে তালিবান বাহিনী বোমাবর্ষণের পর ডিসেম্বরের শেষ থেকে এই এলাকায় বিমানে করে খাদ্য ফেলা জাতিসংঘ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এরপর থেকে দুর্ভিক্ষ এলাকা পরিদর্শনের জন্য সেখানে কয়েকজন পরিদর্শক যান।

### পরামর্শ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শে সুহার্তোকে আরো ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দান

প্রেসিডেন্ট সুহার্তো (৭৬) ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতাসীন হবার পর এবারই সেদেশে চরম অর্থনৈতিক মন্দা পড়ে। সে মন্দা এখনও চরমভাবে বিরাজ করছে। এরই পটভূমিতে তাঁকে আগামী ৫ বছরের জন্য ৭ম বারের মত প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি সে নিয়োগ গত ৮ মার্চ সাদরে গ্রহণ

http://islaminonesite.wordpress.com

করেন। সেখানকার নীতি নির্ধারক পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়েছে ৫টি রাজনৈতিক শাখা নিয়ে। শাখাগুলোর নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট-এর সেনগনা আবাসভুমে আলাদাভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের কাছে তাঁর সম্মতি জ্ঞপন করেন। ইন্দোনেশিয়ায় বর্তমানে চলছে চরম মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্বের উর্ধ্বগতিসহ রুপিয়ার মূল্যমান দ্রুত পড়ে যাওয়ায় নানাবিধ সমস্যার জটলা। রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ৩টি রাজনৈতিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি নিয়ে উল্লিখিত পরামর্শক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই সভা-ই সেখানকার সর্বোচ্চ আইন পরিষদ বলে পরিচিত। প্রেসিডেন্ট বিনয়ের সাথে তাদের কাছে জানতে চান, 'এটা কি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি' তাহলে তিনি সাগ্রহে মেনে নেবেন ও দেশের কাজ করে যাবেন। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি দলের প্রধান লেঃ জেঃ ইউসুফ প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎদান শেষে এ কথা জানিয়েছেন।

## হত্যাযজ্ঞঃ সার্বীয় বাহিনীর বর্বরোচিত

## কসোভোর বহু মুসলমান প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে

সার্বীয়ার মুসলিম প্রধান কসোভো প্রদেশের গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার হাত থেকে বাঁচার জন্য নারী ও সদ্যজাত শিশুসহ বহুলোক জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এসব উদ্বাস্তু পশ্চিমা সাংবাদিকদের জানান, কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভুত সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের উপর সার্বীয় পুলিশ বাহিনীর হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। গত ৫ মার্চ গোষ্ঠীগত আলবেনীয়দের নির্মূলের লক্ষ্যে অভিযান শুরু হয়।

মধ্যাঞ্চলীয় ড্রেমিকা অঞ্চলে প্রিকাজের কাছে ওক বনে আশ্রয় নেয়া উদ্বাস্তুরা জানান, হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রায় তারা খাদ্য, পানীয় ও গরম কাপড়হীন অবস্থায় অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। এসব উদ্বাস্তুদের স্থানীয় কৃষক বলে মনে হয় এবং তারা নিরস্ত্র ছিল। তারা সাংবাদিকদের জঙ্গলের একটি সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যান, যেখান থেকে প্রিকাজ এলাকা দেখা যায়। প্রিকাজের গ্রাম থেকে দু'টি স্থানে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। সেখানে অনেকগুলো বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উদ্বাস্তুরা জানান, পুলিশ প্রিকাজ এলাকাকে ঘিরে রেখেছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, পুলিশ কিছু লোককে বন্দী করে স্থানীয় একটি কারখানায় আটক করে রেখেছে। একজন উদ্বাস্তু জানান, 'ড্রেমিকা অঞ্চলের প্রত্যেকটি লোক বিপদের মধ্যে রয়েছে। আমরা এই সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছিলাম। কিন্তু সার্বরা আমাদের উস্কানি দিয়েছে।' অপর একজন জানান, 'দশ বছর আগে সার্বরা আমাদেরকে আমাদের কর্মস্থল থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা আমাদেরকে কোথাও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। আমরা এখন আমাদের অধিকার পেয়েছি। কিন্তু এখন তারা আমাদেরকে হত্যা করার জন্য আমাদের বাড়ীতে হামলা চালাচ্ছে।' প্রিকাজের গ্রামগুলো সার্বীয় পুলিশের ভাষায় স্বাধীনতাকামী আলবেনীয় বংশোদ্ভুত যোদ্ধাদের ঘাঁটি। তারা স্বাধীন কসোভো প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। আলবেনীয় সূত্রে বলা হয়, গত সপ্তাহে সার্বীয় পুলিশের হামলায় মৃতের সংখ্যা ৭৫ জনে দাঁড়িয়েছে। কসোভোর প্রধান আলবেনীয় দল এ নিয়ে সেখানে নিহতের সংখ্যা প্রায় ১শ'জন বলে দাবী করেছে। কসোভো ডেমোক্র্যাটিক লীগ বলেছে, এই হামলার হাত থেকে বাঁচার জন্য ইতোমধ্যেই ৫ হাযার আলবেনীয় পালিয়ে গেছে। পুলিশ সাংবাদিকদের তাদের ঘিরে রাখা গ্রামগুলোতে যেতে দিচ্ছে না। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও বানিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

## এফ-১৬ বিমান নিয়ে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করবে

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ২৮টি এফ-১৬ জঙ্গীবিমান কেনার জন্য যে ৬৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার দিয়েছিল, তা ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে একটি মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দশ বছর আগে এই অর্থ দেয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনও পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত ২৮টি জঙ্গীবিমান হস্তান্তর করেনি বা পাকিস্তানের অর্থও ফেরত দেয়নি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গহর আইউব খান গত ৪ মার্চ এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

## আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পর ত্রিপোলীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর

লিবিয়া বলেছে, তার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল ও অকার্যকর। লকারবি ঘটনায় দু'জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা বৃটেনের কাছে হস্তান্তরে ত্রিপোলীর অস্বীকৃতির বৈধতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালত রায় দিতে পারে-আদালত এটা বলার পর লিবিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তখন অকার্যকর ও পরিতাজ্য। লিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে একথা ঘোষণা করেছে। বিবৃতিতে বিশ্বের সকল দেশকে বিশেষ করে লিবিয়াকে সমর্থনকারী আঞ্চলিক সংস্থাসমূহকে ত্রিপোলীর বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার শর্তসমূহ আর মেনে না নেয়ার আহবান জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত ২৮ ফেব্রুয়ারী তার রায়ে বলেছে যে, লিবিয়ার অভিযোগ ও দাবী সম্পর্কে শুনানি গ্রহণের এখতিয়ার তার রয়েছে। লিবিয়া আন্তর্জাতিক আদালতে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছে, ১৯৮৮ সালে স্কটল্যাণ্ডের লকারবির আকাশে একটি প্যানআম বিমান

http://islaminonesite.wordpress.com

বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত কথিত দুইজন লিবীয় নাগরিককে বিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অথবা বৃটেনের দাবী অনুযায়ী তাদের কাছে হস্তান্তরে ত্রিপোলীর অস্বীকৃতির অধিকার রয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত তার রায়ে লিবিয়ার এই অধিকারকে স্বীকার করেছে। আদালত আরও বলেছে, এ বিচার কোথায় হবে তা নির্ধারণের এখতিয়ারও আন্তর্জাতিক আদালতের রয়েছে। ত্রিপোলী এই রায়কে লিবিয়ার বিজয় বলে ঘোষণা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন লিবিয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের জন্য আদালতের প্রতি এই মর্মে আহবান জানিয়েছে যে, বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এদিকে নিরাপত্তা পরিষদ লিবিয়ার বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে।

## কাতারে ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত

### ইরাকের সার্বভৌমত্বের প্রতি অঙ্গীকার ও জনগণের সাথে সংহতি পুনর্ব্যক্ত

ইসলামী দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইরাকের সার্বভৌমত্বের প্রতি অঙ্গীকার এবং ইরাকী জনগণের প্রতি সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় বাধা সৃষ্টির কারণে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী মুসলিম দেশগুলোকে ইহুদী রাষ্ট্রটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছেন। কাতারের রাজধানী দোহায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের তিন দিনব্যাপী বৈঠকের সমাপনী অধিবেশনে গত ১৮ মার্চ গৃহীত এক ইশতেহারে নীতিমালা লংঘন এবং শান্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির জন্য ইসরাঈলের নিন্দা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তুরস্ক ইসরাঈলের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে অন্যান্য ওআইসি দেশের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার এবং অধিকৃত ভূখণ্ডে বসতি নির্মাণ বন্ধ করার ব্যাপারে ইসরাঈলের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ইশতেহারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে শান্তি প্রক্রিয়ার সহ-উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতি আহবান জানানো হয়। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ৫৫টি মুসলিম দেশ নিয়ে গঠিত ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা ১শ' কোটি। ওআইসি মন্ত্রীরা ইরাকের সঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রশংসা করেন। এই চুক্তির ফলে অস্ত্র পরিদর্শন প্রশ্নে অচলাবস্থার অবসান হয়েছে। বিবৃতির ব্যাপারে ইরাকের শেষ মুহূর্তের আপত্তির কারণে সমাপনী অধিবেশন দু'ঘন্টার বেশী বিলম্বিত হয়। আফগানিস্তানে লড়াই অবসানে সহায়তার জন্য ওআইসি মন্ত্রীরা সেখানে অস্ত্র বিরতির আহবান জানান। ওআইসি ইতিমধ্যেই বলেছে, তারা জাতিসংঘের সংগে যৌথভাবে আফগানিস্তান এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে একটি মিশন পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

# বিজ্ঞান ও বিস্ময়

## ২০২৮ সালে জ্যোতিস্কটি পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে

### ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশংকা

আগামী ২ হাযার ২৮ সালে একটি জ্যোতিস্ক কাছ দিয়ে যাবার সময় পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। একটি তারকা আকৃতির এই জ্যোতিস্ক পৃথিবীর ৩০ হাযার মাইল কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে। তবে পৃথিবীকে আঘাত করার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না বলে তারা উল্লেখ করেন। এ জ্যোতিস্কটি এর আগে আর দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউনিয়নের ব্রায়ান মার্সডেন বলেছেন, এটি পৃথিবীকে আঘাত করবে না। পৃথিবীকে আঘাত করার মত পথেই যদি তার উদয় ঘটে তাহলেও এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সে সময় পাওয়া যাবে যা দিয়ে এটিকে ভিন্ন পথে সরিয়ে দেয়া যাবে। রয়টার এ তথ্য জানিয়েছে। ১৯৯৭ এক্সএফ-১১ নামের এই জ্যোতিস্কটি যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিম স্কট আবিষ্কার করেন। মার্সডেন জানান, ৩ লাখ ২০ হাযার মাইল কাছ দিয়ে গেলেও জ্যোতিস্কটি চাঁদের কক্ষপথে এসে পড়বে। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ২৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) গ্রীনিচ সময় ১৮টা ৩০ মিনিটে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ দিয়ে যাবে। বিবিসি'র খবরে জানা গেছে, ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় আনবিক বোমাতে যত লোকের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হবে এই আঘাতের ফলে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে বহুগুণে। তাতে বহু এলাকা তলিয়ে যাবে। বিবিসি, ২০২৮ সালে পৃথিবীতে এই জ্যেতিস্কটি প্রচন্ড আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে।

## ডায়াবেটিকে আক্রান্ত পায়ের রোগীদের জন্য বিশেষ জুতা

ভারতের হায়দারাবাদের নিজাম্স ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স যেসব ডায়াবেটিক রোগী পায়ের ঘা নিয়ে ভুগছেন তাদের আরামের জন্য এক বিশেষ ধরনের জুতা উদ্ভাবন করেছে। এই জুতার ডিজাইন বাজারে প্রচলিত জুতার মতই। তবে এতে যাদের পায়ে ঘা রয়েছে বা পায়ের পাতায় অন্যান্য সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভারতে ডায়াবেটিকে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটির মত। তাদের মধ্যে অর্ধেক পায়ের রোগে ভোগে। প্রধান সমস্যা হচ্ছে পায়ে ঘা হলে তা সহজে সারে না। গবেষণায় দেখা

http://islaminonesite.wordpress.com

যায়, প্রচলিত জুতার চাপে পা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তা পরে ডায়াবেটিক আলসারে পরিণত হয়। এর ফলে রোগীরা জুতা পরিধান করলে পায়ে ব্যাথা পায় এবং জুতা পরার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই সমস্যা কাটাতে নতুন জুতা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে মাইক্রো সেলুলার পলিমার ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে এই জুতা অত্যন্ত নরম। এতে গদীর আরাম পাওয়া যাবে। প্রবীণ অস্থিশল্যবিদ ডাঃ টি ভিজেন্দ্র রাও, ডাঃ কেভি শিব রামকৃষ্ণ ও ডাঃ চন্দ্রশেখর রাও প্রথম এই বিশেষ ধরনের জুতার ধারণা উপস্থাপন করেন। তারা জানান, দেশীয় প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহারের কারণে এই জুতার দাম আমদানীকৃত জুতার চেয়ে বেশ কম হবে। ভারতের মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্য সিএল ভেংকট রাও কুষ্ঠ রোগীদের জন্যও অনুরূপ বিশেষ ধরনের জুতা তৈরীর পরামর্শ দিয়েছেন।

## পুষ্টিকর খাবার আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হ্রাস করতে পারে

দূষিত পানি পানের ফলে দেহে আর্সেনিকের যে বিষক্রিয়া দেখা দেয় পুষ্টিকর খাবার সে বিষক্রিয়ার প্রভাব হ্রাস করে। 'বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে এ তথ্য উপস্থাপন করা হয়। ফ্রান্সে ইউনেস্কোর ট্রেস এলিমেন্ট ইন্সটিটিউটের মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এবং পর্তুগালের লিসবনে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটের এম ফাতিমা রসি 'আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ওপর পুষ্টিকর খাবারের সম্ভাব্য ভূমিকা' শীর্ষক যৌথ নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশে গরীব লোকেরা অধিক মাত্রায় পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না বিধায় আর্সেনিক দূষণ তাদের জন্য মারাত্মক ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। সরেজমিন সমীক্ষার মধ্য দিয়েও তাদের দেয়া এই তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেছে। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ও কোলকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ যৌথভাবে গত ১৮ মাসে এই সরেজমিন সমীক্ষা চালায়।

## স্ট্রোক রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক কোষ গুণ সংযোজন করা যাবে

বৃটেন এবং আমেরিকার গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে, স্ট্রোক রোগীর মস্তিষ্কের স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নার্ভ টিস্যু গবেষণাগারে উৎপাদিত মস্তিষ্ক কোষের মাধ্যমে পুনরায় সংযোজন করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, প্রাণীর শরীরের বাইরে উৎপাদিত মস্তিষ্ক কোষ পঙ্গু ইঁদুরের ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্কের কার্য ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই আবিষ্কারের ফলে যেসব লোক আলজেমির এবং পার্কিনসন নামক মস্তিষ্ক রোগে ভুগছেন, তাদের রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ট্রোক রোগীর চিকিৎসার বেলায়ও এই আবিষ্কার অবদান রাখবে। এই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত মস্তিষ্ক কোষ অসুস্থ মানুষের মাস্তিষ্কে সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ সফল হলে এটা হবে পুনঃ সংযোজন অস্ত্রোপচার ইতিহাসে একটি মাইল ফলক।

## সর্বকনিষ্ট মানব শিশুর ফসিল

বিশ লাখ বছর আগে এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল এমন দু'টি শিশু, যাদের বয়স ছিল তিন বছরেরও কম, তাদের ফসিল পেয়েছেন গবেষকরা। গত ১৬ ডিসেম্বর গবেষকরা দেখান, এই শিশু ফসিলের নমুনাগুলো। এর মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র কয়েকটি দাঁত এবং হাতের দু'টি হাড়, দেখতে পুতুলের আকারের। আর এগুলোই হচ্ছে এ পর্যন্ত পাওয়া সর্বকনিষ্ঠ মানব ফসিল। জোহানেসবার্গের উইটওয়াটার স্টান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অন্দ্রে কাইজার ফরাসী ও দক্ষিণ আফ্রিকান বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কারের কথা জানান। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল এই মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী। ডঃ কাইজার আরো জানিয়েছেন, অনুমান করা হচ্ছে, শিশু দু'টি বাঘের মত জন্তুর শিকারে পতিত হয়েছিল।

## হাতঘড়ি টেলিফোন

জাপানের বৃহত্তম টেলিযোগাযোগ কোম্পানী এনটিটি কর্পোরেশন নাগানো অলিম্পিকে প্রথম রিস্টওয়াচ টেলিফোন উদ্বোধন করার পরিকল্পনা করেছে। এই হাতঘড়ি সদৃশ টেলিফোনটি ডায়ালিং-এর পরিবর্তে ব্যবহারকারীর উচ্চারিত সংখ্যানুযায়ী সংযোগ স্থাপন করবে। এটি একটি পি এইচ এস ফোন। এর ওজন ৪৫ গ্রাম। একটি লিথিয়ামের মধ্যে এটি বাজারজাত করা হবে। তবে তার আগে এর আরও উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গেছে, জাপানে হাত ঘড়ি ও টেলিফোনের সমন্বয়মূলক যন্ত্র এই প্রথম।

## মঙ্গলের উল্কাপিণ্ডে প্রাণের অস্তিত্ব নেই?

মঙ্গলগ্রহ থেকে যে উল্কাপিণ্ড ১৩ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছিল তাতে কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এ তথ্য দিয়েছেন। মঙ্গলের এই উল্কাপিণ্ডটিতে প্রাণের চিহ্ন রয়েছে বলে এতদিন মনে করা হচ্ছিল।

http://islaminonesite.wordpress.com

## মারকায সংবাদ

### রাজশাহী মহানগরীর প্রশিক্ষণ শিবিরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

গত ২৬ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে দিন ব্যাপি এক কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন শাখা হতে প্রায় দেড়শতাধিক কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে কর্মীদের মাঝে গুরুত্ব পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-র মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ্ আল-গালিব। তিনি কর্মীদের মাঝে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং প্রশিক্ষণ শিবিরে আগত কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সকাল ৯টায় কুরআন তেলাওয়াত, জাগরনী ও মহানগর সভাপতি হুমায়ুন কবিরের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শায়খ আব্দুস সামাদ সালাফী (সিনিয়র নায়েবে আমীর), মুহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ) এস, এম আব্দুল লতিফ (সহ- সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ), মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, রাজশাহী জেলা), আব্দুল মুমিন (সভাপতি, আহরেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী জেলা) ও অধ্যক্ষ মুহম্মাদ মুজীবর রহমান (সাংগঠনিক সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন, রাজশাহী মহানগরী) প্রমুখ।

## সংগঠন সংবাদ

### *মহিলা সংস্থার সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভানেত্রী*

আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর হাতেম খাঁ মহিলা শাখার উদ্যোগে গত ২৭.৩.৯৮ শুক্রবার বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ এলাকায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সাবিহা বেগম এবং দ্বীনি আলোচনা বৈঠকে বসার গুরুত্ব এবং ছালাত সম্পর্কে আলোচনা রাখেন তাসনীমা ইয়াসমীন রোজী (সাধারণ সম্পাদিকা, হাতেম খাঁ মহিলা শাখা)।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর মহিলা বিভাগের পরিচালিকা ও আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন নেসা। তিনি তাঁর বক্তবেও বলেন, পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ -এর বিধান মান্য করা অপরিহার্য। শির্ক-বিদ'আত এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। তিনি বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থার সঙ্গে অন্যান্য মহিলা সংগঠনের তুলনা মূলক পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি অহি-র বিধানকে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সার্বিক সামাজিক জীবনে মেনে নিয়ে পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য মা-বোনদের প্রতি আহবান জানান। তিনি মুসলমানদের প্রতিটি গৃহকে শির্ক ও বিদ'আতমুক্ত ইসলামী গৃহে পরিণত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে হড়গ্রাম শেখপাড়া, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং রাজশাহী মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা হ'তে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

রিপোর্টঃ
**ফারযানা ইয়াসমীন**
সভানেত্রী
হাতেম খাঁ শাখা
আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, রাজশাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

# পাঠকের মতামত

## শুকরিয়া, মোবারকবাদ ও প্রার্থনা

আলহামদু লিল্লাহ। মাসিক আত-তাহরীক-এর ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা বিষয় ভিত্তিক দরসে কুরআনও দরসে হাদীছ, মৌলিক প্রবন্ধ, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান(গল্প), নাটিকা, প্রশ্নোত্তর, কবিতা, সংগঠন সংবাদ, আকর্ষণীয় দেশী-বিদেশী সংবাদ, ধাঁধাঁ, কুইজ ইত্যাদি পড়তে পারছি। এর প্রতিটি লেখাই শিক্ষণীয় । এক একটি লেখা এক এক ধরণের বৈশিষ্টও মণ্ডিত। বিশেষ করে বিষয়ভিত্তিক দরসে কুরআন ও দরসে হাদীছ। বাজারের অন্যান্য পত্রিকার লেখার তুলনায় অতুলনীয়। আহলেহাদীছের জন্য এ ধরণের পত্রিকা খুবই প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজন পূর্বে থাকলেও বর্তমানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর অনুগ্রহ করে এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতএব এর শুকরিয়া কেবল আল্লাহ্র জন্য। আলহামদু লিল্লাহ। আহলেহাদীছদের বহু যোগ্য আলেম ও নেতা অতীতে ছিলেন এবং বর্তমানে থাকা সত্তেও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সম্পাদনায় আমরা আত-তাহরীক এর মত মূল্যবান পত্রিকা পাচ্ছি, আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সশ্রদ্ধ মোবারকবাদ জানাই সেই মুহতরাম সম্পাদক জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেবকে। সেই সঙ্গে সকল লেখকগণকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা লিখুন। আত-তাহরীককে আরও সমৃদ্ধ করুন।

আমি পাঠক হিসাবে মনে করি আত-তাহরীক সকল মুসলমানের পড়া এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এর জন্য সকল গ্রাহককে আত-তাহরীকের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সহ আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সার্বিক সহযোগিতা করতে পারলেই আত-তাহরীকের উদ্দেশ্য সফল হবে ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি আত-তাহরীককে এর মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সম্পাদক ছাহেবকে তৌফিক দাও। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার প্রচেষ্টাকে কুবল কর, আমীন!!

*ডাঃ আওনুল মাবুদ*
*এস, এ, সি মেডিক্যাল অফিসার*
*গুমানিগঞ্জ, ইউ, এস,সি*
*গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।*

## ঈদ শুভেচ্ছা নাও হে আত-তাহরীক

পূর্বাকাশে উদিত রক্তিম লাল সূর্যের ন্যায় ঝলমলে উজ্জ্বল হৌক তোমার প্রত্যেকটি পাতার সোনালী লেখা। তোমাকে ঈদের প্রতিটি ক্ষণে জানাই আহলান-সাহলান-মারহাবা। ঘুমন্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারের প্রাণে তুমি যে মুক্তির দুর্বার ঝংকার নিয়ে সমাজের মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করছ, তাই তোমাকে জানাই অন্তরের অন্তঃ স্থল থেকে অশেষ ধন্যবাদ।

তোমার নির্ভীক সৈনিক সম্পাদককে জানাই লাখো সালাম।

হে আল্লাহ, তুমি দীর্ঘায়ু দান কর! জীবনকে চন্দ্রা লোকের ন্যায় বসন্তফুলের ন্যায় বিকশিত কর। সুন্দর কর হে আল্লাহ! আমীন!!

শুভেচ্ছান্তে
মুহাম্মাদ মাহমূদর রহমান তরফদার
সাং- উত্তর সারগ্রাম পালপাড়াতরফদার বাড়ী
পোঃ সারগ্রাম, থানাঃ জেলাঃ বগুড়া

## আত্-তাহরীক ঘুনে ধরা সমাজের মুক্তির পয়গাম

মুহতারাম সম্পাদক,
সাসিক আত-তাহরীক,

তাসলীম বাদ, সুদূর মদীনায় বসে বহুদিনের আকাংখিত প্রাণপ্রিয় সংগঠনের মাসিক মুখপত্র আত-তাহরীক হাতে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম। সমাজের এহেন নাজুক মুহূর্তে আপনি সহ দেশের বিজ্ঞ আলেমগণের ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ঘুনে ধরা সমাজকে আন্দোলিত করে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অবদান রাখবে। আমি আত-তাহরীকের বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি। ওয়াস্সালাম।

*ইতি-*
*মুহাম্মাদ রবীউল হক*
*মদীনা মুনাওয়ারা*
*সৌদি আরব।*

## ভাই আবু আহসানকে অভিনন্দন

বহু কবিতা পড়েছি, এ সকল কবিতা মানুষকে ইসলাম থেকে সরে আসার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাসিক আত-তাহরীক এর কবিতা গুলো রীতিমত পড়ি। এ কবিতা গুলো মানুষকে ইসলামের গভীরে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে, আবু আহসান ছাহেবের লেখা কবিতা 'জ্বলে উঠি' এবং 'অণের্বান আহুতি' পাঠ করে আমি অভিভূত। তাঁর কবিতা যেন বিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের আহবান। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাঁদের মত নির্ভীক সৈনিকদের মাধ্যমে ঘমিয়ে থাকা ইসলামী সমাজকে পূণরায় জাগিয়ে তোলেন।

*রাজু আহমাদ*
*বাংলা বিভাগ*
*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

# প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

**প্রশ্ন-(১/৬৬)ঃ** দ্বীন ইসলামে চিকিৎসার কিরূপ অবকাশ রয়েছে? বিশেষভাবে একজন মুসলমানের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নেওয়া ও শিক্ষা অর্জন করা যায় কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী,বগুড়া

**উত্তরঃ** দ্বীন ইসলামে অন্যান্য যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় রোগ-ব্যাধির বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম তিনটি পথ অবলম্বন করেছে- ১. স্বাস্থ্যের হেফাযত করা (বাক্বারাহ ১৮৪)। ২. রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা (নিসা ৪৩)। ৩. রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করা (বাক্বারাহ ১৯৬)।

সাথে সাথে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ রাখেননি (বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। প্রত্যেক রোগেরই ঔষূধ রয়েছে। রোগ মাফিক ঔষধ প্রয়োগ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে ভাল হয়ে যায় (মুসলিম 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। মহানবী (ছাঃ) নিজে চিকিৎসা করেছেন, চিকিৎসা নিয়েছেন ও অন্যের চিকিৎসা করিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার)। শুধু তাই নয় তিনি ব্যাপক হারে রোগের চিকিৎসার শিক্ষাও প্রদান করেছেন যা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের 'ত্বিব' বা 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে ভরপুর রয়েছে। তবে দ্বীন ইসলাম চিকিৎসা বিষয়েও বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন তাবীয লটকানো, শিরকী মন্ত্রপাঠ ও হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ গ্রহণ করা যাবে না।

হোমিও প্যাথি ঔষুধে অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা শরীয়তে হারামকৃত মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা শরীয়তে একমাত্র 'মুসকির' ও 'খামর' পর্যায়ের শরাব (মদ) কে হারাম করা হয়েছে। যা পান করলে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবেকশক্তি লোপ পায়। ঔষধে ব্যবহৃত অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা ব্যবহারে বিবেকশক্তি লোপ পায় না। ফলে এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা বা তার শিক্ষা অর্জন করা কোনটিই না জায়েয নয়।

**প্রশ্ন-(২/৬৭)ঃ** হোমিওপ্যাথি মতে রোগীর সঙ্গে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ না করলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় না। ধর্মীয় মতে এটি করা যাবে কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী, বগুড়া

**উত্তরঃ** দ্বীন ইসলামে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে পর্দার অন্তরালে থাকার নির্দেশ ও মুহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি নিষেধ আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা জায়েয রাখা হয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বরদেরকে বিবাহের পূর্বেই কনে দেখার অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করেছেন (মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায়)। স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। এছাড়াও মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সহ পুরুষদের চিকিৎসা করার বিষয়টিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক মহিলা ছাহাবী রুবাই বিনতে মু'আব্বিয বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ) -এর সাথে যুদ্ধে শরীক হ'তাম। যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম। আহতদের চিকিৎসা করতাম। আহত ও নিহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় স্থানান্তর করতাম।

প্রকাশ থাকে যে, পুরুষদের এসব সেবামূলক কাজে মহিলাদের নিয়োজিত থাকতে হ'লে তাদের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারঈ বিধান মতে চিকিৎসার যরূরী প্রয়োজনে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ জায়েয। তবে তা হ'তে হবে নিতান্ত প্রয়োজনে ও নিরুপায় অবস্থায় পূর্ণ শালীনতার সাথে। এসব ছাড়াই যদি চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে সেভাবেই চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদান করতে হবে।

**প্রশ্ন-(৩/৬৮)ঃ** সম্পূর্ণ 'মোহর' বাকী রেখে অথবা কিছু পরিশোধ করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ করার বিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও আছে কি?

*শেখ মাহতাবুদ্দীন আহমাদ*
*রাজশাহী*

**উত্তরঃ** মোহর সম্পূর্ণ বাকী রেখে অথবা কিছু নগদ ও কিছু বাকী রেখে উভয় ভাবেই বিবাহ সম্পাদন করা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা তাদেরকে ফরয মনে করেই

http://islaminonesite.wordpress.com

আদায় করে দাও' (নিসা২৪)।

জনৈক ছাহাবীর উপস্থিত মোহর প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশের প্রেক্ষাপটে মোহর স্বরূপ কুরআনের সূরা শিক্ষা প্রদান বাকী রেখে মহানবী (ছাঃ) বিবাহ সম্পাদন করেন (বুখারী 'কুরআন শিক্ষার উপরে মোহর বাকী রেখে বিবাহ' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ)। তবে উক্ত হাদীছ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'মোহর' বাকী রেখে বিবহ সম্পাদন জায়েয হলেও বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান সর্বোত্তম। কেননা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান উত্তম প্রমাণিত আছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত, যার দ্বারা তোমরা স্ত্রীকে হালাল করেছ (অর্থাৎ মোহর) পূর্ণ করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য (বুখারী, মুসলিম)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সক্ষম ও অক্ষম উভয় অবস্থাতেই মোহর বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয। অনুরূপভাবে কিছু মোহর প্রদান করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন যে জায়েয তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা পূর্ণ মোহর যেখানে বাকী রেখে বিবাহ জায়েয, সেখানে কিছু মোহর প্রদান করে বিবাহ সম্পাদন করা অধিকতর জায়েয। মহানবী (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) -কে বিবাহের পরে হযরত ফাতিমার সাথে মিলনের পূর্বেই কিছু মোহর প্রদানের নির্দেশ দেন। দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার 'মোহরের কিছু অংশ মিলনের পূর্বে ও বাকী অংশ পরে প্রদানের' অধ্যায়।

**প্রশ্ন-(৪/৬৯)ঃ** মোহর কি কারণে দিতে হয়? মোহরের টাকা কে পাবে? মোহরের উর্ধতম ও নিম্নতম পরিমাণ কত? মোহর কি পারিশোধ করা ফরয?

*মুহাম্মাদ হাসান আলী*

*জামদহ, বৈদ্যপুর*

*মান্দা, নওগাঁ*

**উত্তরঃ** বিবাহিতা স্ত্রীকে হালাল করার জন্য 'মোহর' শরীয়ত বির্ধারিত একটি বিনিময় মাধ্যম মাত্র। যার একমাত্র মালিকানা স্ত্রীর এবং যা আদায় করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। কেননা এটি বিবাহের অন্যতম প্রধান শর্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، অর্থাৎ 'আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও' (নিসা ৪)। فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ 'তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং উত্তম ভাবে তাদের মোহর প্রদান কর' (নিসা ২৫)। সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত পালন করা অধিক কর্তব্য। -বুখারী 'বিবাহের শর্তাবলী' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, শারঈ বিধানে মোহরের সর্বোচ্চ সীমা ও সর্ব নিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। বর ও কনে পক্ষ খুশী মনে যে পরিমান মোহর নির্ধারণে সম্মত হবে, সেটাই হবে বিনিময় মোহর। তবে মোহরের পরিমাণ হালকা রাখাই শরীয়তে অধিক পসন্দনীয় ও কল্যাণময়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মোহর হিসাবে যদি কেউ তার স্ত্রীকে অঞ্জলি ভরে আটা বা খেজুর দেয় তবে তার দ্বারা তাকে হালাল করবে। -আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, মেয়েদের মোহর সীমাহীন কর না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে মহানবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বার উকিয়্যাহ বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি। -আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪। এ থেকে বুঝা যায় মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট হালকা মোহর ধার্য করাই পসন্দনীয় ছিল।

**প্রশ্ন-(৫/৭০)ঃ** স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে জামা'আত করে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

*শহীদুল ইসলাম*

*বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ*

*গাইবান্ধা*

**উত্তরঃ** তাহাজ্জুদের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃঃ)। ওমর ফারূক (রাঃ) রাতের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করার জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী (রাঃ)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫ পৃঃ)। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে না। কেননা মহিলাদের কাতার পুরুষের পিছনে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও

http://islaminonesite.wordpress.com

আমার ভাই আমাদের ঘরে নবী (ছাঃ) -এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করি এবং আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের (দু'ভায়ের) পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন (মুসলিম, মিশকাত ৯৯ পৃঃ)।

**প্রশ্ন-(৬/৭১)ঃ** 'একটি যরূরী বার্তা নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়ে শুনান'। এই সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

*আব্দুল জলীল*

*রুদ্রশ্বর কাকিনা*

*কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট*

[জরুরী বার্তার বক্তব্যঃ এটি একটি সত্য ঘটনা। মদীনা মনওয়ারা থেকে শেখ আহম্মদ এই অছিয়তনামা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি জুম্মার দিন রাত্রে ক্বোরান মজিদ পড়িতেছেন। পড়তে পড়তে হটাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পান যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উনার সামনে দাঁড়িয়ে বলিতেছেন,..... ।]

**উত্তরঃ** প্রথমতঃ জরুরী বার্তা-র উপরে বিসমিল্লাহ-র বদলে ৭৮৬ লেখা আছে যা বিদ'আত। অতঃপর উক্ত যরূরী বার্তাটি ভিত্তিহীন। এই বার্তার প্রতি আমল করলে পাপ হবে। এই যরূরী বার্তায় ইসলামের মধ্যে মিথ্যা কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে এবং ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, 'আকাশে একটা তারা দেখা দিবেএবং এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র দরজা বন্দ হয়ে যাবে'। অথচ হাদীছে এসেছে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে আল্লাহ্র রহমতের দরজা বন্ধ হবে' (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪৬৩ পৃঃ) (২) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন কুরআন মজিদের অক্ষর উঠে যাবে'। অথচ আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, শুধুমাত্র কুরআনের অক্ষর থাকবে, আমল থাকবে না (বায়হাক্বী, মেশকাত ৩৮ পৃঃ)। (৩) আল্লাহ্র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, যে লোক এই অছিয়তনামা পড়বে এবং অন্যকে পড়ে শুনাবে রোজ ক্বিয়ামতের দিন আমি তার উছিলায় জান্নাতে জায়গা করে দিব'। একথা দ্বারা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। যা জাহান্নামের কারণ। কেননা একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য শরীয়ত হ'তে পারেনা অর্থাৎ আমল যোগ্য হ'তে পারেনা (৪) তার স্বপ্নকে মেনে নিলে ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হবে। কেননা তার স্বপ্নকে অনুসরণ করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ, যা হ'তেই পারে না। ইসলামের বিধান মেনে চলাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হ'তে পারে।

মুসলিম উম্মাহ্র অবগত থাকা আবশ্যক যে, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র (নবুঅত নয়)।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ।

(৫) বলা হয়েছে যে, এই অছিয়তনামা 'একজন ৪০ খানা ছাপিয়ে বিতরণ করেছে, তার ব্যবসায় ৮০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। একজন এটাকে মিথ্যা বলেছেন, তার মৃত্যু হয়েছে। আর একজন আজ নয় কাল ছাপিয়ে দেব বলেছেন তারও মৃত্যু হয়েছে'। অথচ মুসলমান তাক্বদীরে বিশ্বাস করে। তার হায়াত ও রূযি আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অতএব এসব স্রেফ শয়তানী প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়।

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর মিথ্যা কল্পনা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখলে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকটে যেন প্রকাশ না করে। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের অনিষ্ট ও শয়তানের অনিষ্ট হ'তে যেন পরিত্রাণ চায় এবং সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপে করে ও স্বপ্ন অন্যের নিকট প্রকাশ না করে। তাহ'লে এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ। একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য আমল যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা বলাই নিষেধ। কল্যাণপূর্ণ মনে করলে স্বপ্নের ফলাফল জানার জন্য প্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে মাত্র। কাজেই এই ধরণের স্বপ্নের প্রতি আমল করতে বলা একটা ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। এদের সহযোগিতা করা ও এগুলি ছেপে বিলি করাও পাপের কারণ হবে।

**প্রশ্ন-(৭/৭২)ঃ** একটি গরু ৩/৫/৭ ভাগে-কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

*আব্দুল হান্নান*

*সেনের গাতী*

*তালা, সাতক্ষীরা*

**উত্তরঃ** তিন ভাগ বা পাঁচ ভাগে কুরবানী দেওয়ার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। ৭ জন কিংবা ১০ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে সফরের হাদীছ পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার বৎসরে (ওমরার সফরে) আল্লাহ্র রাসূলের সাথে ৭ জনের পক্ষ থেকে উট ও উটনী

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরবানী করেছিলাম এবং ৭ জনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছিলাম। -মুসলিম ১ম খন্ড ৪২৪ পৃঃ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম অতঃপর কুরবানীর সময় আসল। তখন আমরা গরুতে ৭ জন করে শরীক হ'লাম এবং উটে ১০ জন করে শরীক হ'লাম। -তিরমিযী ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৬; আবুদাঊদ ২য় খন্ড পৃঃ ৩৮৮। একজন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি জীবন অর্থাৎ একটি ছাগল বা গরু ইত্যাদি কুরবানী দেওয়াই সুন্নাতের অনুকূলে। -মুওয়াত্ত্বা মালেক ১৮৮ পৃঃ; নাছবুর রায়াহ ৪র্থ খন্ড ২১১ পৃঃ।

**প্রশ্ন-(৮/৭৩)ঃ** শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

*আশরাফ আলী*

*গ্রামঃ মিয়াপুর কুমার সেন্টার*

*বগুড়া*

**উত্তরঃ** শ্বাশুড়ীর সাথে অপকর্মের ফলে শরীঅতের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে। কিন্তু নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ ভঙ্গ কিংবা হারাম হবে না। কারণ শারঈ বিধানে একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যজন বহন করবে না। আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'যে ব্যক্তি কোন পাপ করে তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' (আন'আম ১৬৪)।

**প্রশ্ন-(৯/৭৪)ঃ** ছালাতের বাইরে ও ভিতরে ইমাম মুক্তাদী, তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের আয়াতের জবাব দিতে হবে কি?

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

*রাজশাহী*

**উত্তরঃ** ১. 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' -এর জওয়াবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' (আহমাদ, আবুদাঊদ, হাকেম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অধ্যায় হা/৮৫৯) হাদীছ ছহীহ।

২. সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-এর শেষে 'বালা' -আবুদাঊদ, বায়হাক্বী -ছহীহ।-

আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (বৈরুতঃ ১৪০৩/১৯৮৩) হাশিয়া পৃঃ ৮৬।

৩. 'ফাবে আইয়ে আ-লা-য়ে রাব্বিকুমা তুকাযযিবান'-এর জওয়াবে 'লা বেশাইইম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্‌দ' (তাফসীরে তাবারী, মুসনাদে বাযযার ইত্যাদি। আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/৮৬১,১/২৭৩ পৃঃ) হাদীছ 'হাসান'।

৪. সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা' (আহমাদ, হাকেম, ইবনু খুযায়মা, মিশকাত 'হিসাব ও মীযান' অধ্যায় হা/৫৫৬২) হাদীছ হাসান।

৫. (ক) সূরা ত্বীন-এর শেষে 'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন '(খ) সূরায়ে মুরসালাত -এর শেষে 'আমান্না বিল্লাহ' (তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ, বায়হাক্বী, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/৮৬০) হাদীছ যঈফ।

প্রথম চারটি হাদীছ দ্বারা কেবল পাঠকারী বা ইমামের ক্বিরাআত ও জওয়াব প্রমাণিত হয়, মুক্তাদীর জন্য নয়। সেকারণ এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তেলাওয়াত কারীর জন্য এইসব আয়াতের উত্তর দেওয়া পসন্দনীয়। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোন হাদীছ অবগত নই (তুহফা ১/১৯৪)।

মিশকাত-এর ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। -মির'আত ৩/১৭৫। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াব দান পসন্দনীয় বলেন। -মুসলিম ১/২৬৪ পৃঃ। শায়খ আলবানী বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল ছালাত সব অবস্থাকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন। -ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ৮৬ হাশিয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

**প্রশ্ন-(১০/৭৫)ঃ** আল্লাহ্‌র রাসূলের পাগড়ী কত হাত ছিল? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

*মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন মল্লিক*

*সাং- আন্দারিয়া পাড়া*

*ডাকঃ কাটখইর, নওগাঁ*

**উত্তরঃ** ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে কালো পাগড়ী পরিধান করতেন, যার দুই আঁচল কাঁধে ঝুলত। আমর ইবনে হোরায়েস তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে মিম্বরের উপর দেখেছি এমতাবস্থায় যে তার উপর কালো পাগড়ী ছিল। যার দুই আঁচল দুই কাঁধে ঝুলছিল। -মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৪০ পৃঃ; আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৬৩ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ; নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; ইবনুমাজাহ ২০২ ও ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ।

আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) পাগড়ীর পরিমাপের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর পাগড়ীর পরিমাপ দাবী করলে দলীল বিশুদ্ধ হ'তে হবে, অন্যথায় দাবী অগ্রহণীয় হবে। -তোহফা, ৫ম খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ; নায়ল ২য় খণ্ড ১১০ পৃঃ। মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা জাযারীর কথা নকল করে বলেন, আল্লামা জাযারী তার তাসবীহুল মাছাবীহ গ্রন্থে বলেছেন, আমি হাদীছের কিতাব এবং তারীখের কিতাব খুঁজে আল্লাহ্‌র নবীর পাগড়ীর পরিমাপ অবগত হ'তে পারিনি। তবে ইমাম নববীর বক্তব্য অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ্‌র নবীর ছোট বড় দু'টি পাগড়ী ছিল। ছোটটি ৭ হাত, আর বড়টি ১২ হাত। -মিরক্বাত ৮ম খণ্ড ২৫০ পৃঃ; নাসাঈ টীকা নং ১০, ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত টীকা নং ১২, ২য় খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ।

ফলকথা পাগড়ীর পরিমাপ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কাল পাগড়ী পরতেন, যা মাথায় পেঁচানো থাকতো এবং শেষ অংশ কাঁধে ঝুলতো। এরূপ হাদীছ প্রমাণ করে যে, পাগড়ীর পরিমাপ কয়েক হাত ছিল। কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাপকে সুন্নাত মনে না করে স্বাভাবিক নিয়মে প্রয়োজন অনুপাতে পাগড়ী দীর্ঘ করাই সুন্নাত হবে।

**প্রশ্ন-(১১/৭৬)ঃ** পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় কি? যদি যায় তবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব। কেননা বড়দের মুখে শুনেছি পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় না। লাগালে পাপ হয়, কথাটা কি সত্য?

*আসমা আখতার ও রেজীনা ইয়াসমীন*

*সরকারী পাইওনিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়*

*খুলনা*

**উত্তরঃ** মেহেন্দী হচ্ছে মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম। যা পুরুষ ব্যবহার করতে পারে না। মহিলারা হাত পা উভয় স্থানেই মেহেন্দী ব্যবহার করতে পারে। একজন মহিলা আয়েশা (রাঃ) -কে মেহেন্দী ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, মেহেন্দী ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপসন্দ করি এই জন্য যে, আমার হাবীব (ছাঃ) তার গন্ধকে অপসন্দ করতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, মেশকাত ২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ। হাদীছে সাধারণভাবে মেহেন্দী ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মহিলারা হাত ও পায়ে মেহেন্দী লাগাতে পারে। -হাশিয়া নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (ছাঃ) একখানা কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাত গুটিয়ে নেন। মহিলাটি বলল, আপনাকে কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম আর আপনি নিলেন না। তখন আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অবগত নই যে, এটা মহিলার হাত না পুরুষের হাত? মহিলাটি বলল, মহিলার হাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি মহিলা হলে মেহেন্দী দ্বারা তোমার নখ সমূহ রঙিন করে নিতে। -নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। -আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৭৪ পৃঃ। হাদীছে মহিলাদেরকে নখ সমূহে মেহেন্দী লাগিয়ে পুরুষ হ'তে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে। যার দ্বারা মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

মহিলারা পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়ার জন্য এমন খোশবু বা পদার্থ ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ হবে এবং রং গোপন থাকবে। আর মহিলাদের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। -তিরমিযী, নাসাঈ, মেশকাত ৩৮১ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মেহেন্দী দাড়ীতে লাগিয়েছেন বলে মেয়েদের পায়ে লাগানো যায় না এই ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তো খোশবু দাড়ীতে

http://islaminonesite.wordpress.com

লাগাতেন আবার মহিলাদের কে মাসিক হ'তে পবিত্র হওয়ার সময় লজ্জাস্থানেও লাগাতে বলেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৪৮ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) ব্যবহারে কোন বস্তুর মান বাড়লে মহিলাদেরকে লজ্জাস্থানে খোশবু লাগাতে বলতেন না। কাজেই আমাদের এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়।

**প্রশ্ন-(১২/৭৭)ঃ** পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত সর্বশেষ অহি-র বিধান। এর অর্থ ও মর্ম বুঝেই এর প্রতি আমল করার জন্য কি এই কুরআন নাযিল হয়নি? কিন্তু অনেকেই আমরা এর অর্থ ও মর্ম না বুঝেই শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে থাকি। এরূপ কুরআন তিলাওয়াতে পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান*

*বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়*

*আত্রাই, নওগাঁ*

**উত্তরঃ** একথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত যে, সঠিক অর্থ ও মর্ম বুঝে পূর্ণ আমল করার জন্যই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ– 'আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার' (ইউসুফ ২)। তবে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত প্রাপ্তির সাথে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা শর্তযুক্ত করা হয়নি। হাদীছে সাধারণভাবে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পাঠের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উকবা বিন আমের হ'তে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে افلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أويقرء آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين الخ অর্থাৎ 'তোমাদের কি কেউ মসজিদে গমন করে কুরআন থেকে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেবে না অথবা দু'টি আয়াত পাঠ করবে না। কেননা সেটি তার জন্য দু'টি উট হ'তে উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে আর চারটি আয়াত চারটি উট থেকে এবং এভাবে আয়াত সমূহের সমসংখ্যা উট থেকে সমসংখ্যা আয়াত পাঠ উত্তম। -মুসলিম, মিশকাত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৩। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, من قرآ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها...

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে এবং নেকী দশগুণে উন্নীত হয়ে থাকে'।-তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৬। উক্ত হাদীছ দ্বয়ে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে পড়ার শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিও কুরআন তেলাওয়াতে পূর্ণ নেকী পাবেন।

**প্রশ্ন-(১৩/৭৮)ঃ** মৃত ব্যক্তির নামে তার আত্মীয়-স্বজন দান খয়রাত করলে মৃত ব্যক্তির কোন ফায়দা হবে কি? মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে আত্মীয়-স্বজন ও আলেমদের দাওয়াত করে খাওয়ানো জায়েয আছে কি এবং এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

*-মুহাম্মাদ ফযলুল হক*

*মাদ্রাসাতুল হাদীছ*

*নাযিরা বাজার, ঢাকা।*

**উত্তরঃ-** মৃত ব্যক্তির নামে দান খয়রাত করা ও সেই দান হ'তে মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই এবং এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إن رجلا قال للنبى (ص) إن امى افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجرٌ ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه– অর্থাৎ 'জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ) -কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'।-মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, -----অধ্যায় পৃঃ ১৭৬। উক্ত হাদীছে মৃত মায়ের নামে দান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ থেকে মৃত ব্যক্তির নামে দান করা বৈধ প্রমাণিত হ'ল। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, সেই দান থেকে মৃত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। কেননা হাদীছটিতে নবী (ছাঃ) স্পষ্টভাবে মৃত ব্যক্তির নেকী প্রাপ্তির কথা সমর্থন করেছেন। তবে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে অথবা যে কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে আত্মীয়-স্বজন এবং আলেম-ওলামাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর এই বিশেষ পদ্ধতিটি দ্বীন ইসলামের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। এইভাবে নির্দিষ্ট দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা অথবা তার নিকট নেকী পৌঁছানোর এই বিশেষ তরীকা যা এ দেশে কুলখানী বা চল্লিশা নামে খ্যাত, তা কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত নয়। কাজেই এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত ও পরিতাজ্য। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, من أحدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد– 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। -মুত্তাফাক আলাইহ। তিনি আরো বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিই বিদ'আত' (আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনেমাজাহ) 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা' (মুসলিম, মিশকাত 'ই'তিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়। মোটকথা এ থেকে মৃত ব্যক্তি কোনরূপ উপকৃত হবে না বরং পূর্ব থেকেই যদি মৃত ব্যক্তির এরূপ অনুষ্ঠানের কামনা থেকে থাকে, তবে তারও এই বিদ'আতের গোনাহে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

**প্রশ্ন-(১৪/৭৯)ঃ** কোন বক্তা কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে সালাম দিবে, না কিছু বলার পর সালাম দিবে?

*গোলাম রহমান*
*সাং ও পোঃ- বাটরা,*
*কলারোয়া, সাতক্ষীরা*

**উত্তরঃ** কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তার সালাম দেওয়া সুন্নাত। বক্তৃতার মাঝে সালাম দেওয়ার কোন বিধান পাওয়া যায় না। ইবনুস সুন্নী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা বললে তোমরা তার উত্তর দিয়ো না। -যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪১৫ পৃঃ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপরে বসতেন তখন সরাসরি মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন ও সালাম দিতেন'। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। -'ইমামের মিম্বরে উঠে বসে সালাম দেওয়া' অধ্যায়; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ৩য় খণ্ড ২০৪ পৃঃ। হাদীছটি বিশুদ্ধ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ। ইমাম শা'আবী বলেন, আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)ও এইরূপ করতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড (বোম্বাই - ভারতঃ ১৯৭৯) পৃঃ ১১৪।

**প্রশ্ন-(১৫/৮০)ঃ** বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরের চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

*মুযাফফার হোসাইন*

*নওদাপাড়া, রাজশাহী*

**উত্তরঃ** মুকুল ও ফলবিহীন গাছ ভাড়া দেওয়া যায়, যেমনিভাবে যমীন ভাড়া দেওয়া যায়। হানযালা ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) -কে দিনার ও দিরহাম এর পরিবর্তে যমীন ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, কোন ক্ষতি নেই।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৫৭ পৃঃ। অর্থাৎ যেমন মুদ্রার বিনিময়ে যমীন ভাড়া নেওয়া যায় তেমন মুকুল ও ফল বিহীন বাগান ভাড়া নেওয়া যায়। -মুসলিম উম্মাহ্র অবগত থাকা আবশ্যক যে, মুকুল থেকে শুরু করে ফল পাকা অথবা খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত ফলের গাছ বা বাগান বিক্রি করা যায় না। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ফল পেকে খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ব্যবহারোপযোগী না হ'লে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, ১ম খণ্ড ২৯২ পৃঃ; মুসলিম, ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ; মিশকাত ২৪৭ পৃঃ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাকার পূর্বে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, পাকার অর্থ হ'ল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৪৭।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের নিকট কোন ফল বিক্রি কর, আর তা যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে তার নিকট হ'তে মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল হবে না। তোমার এই অর্থ গ্রহণ না হক্ব হবে। -মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ৭।

http://islaminonesite.wordpress.com